মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ৩ # ১৬ আগস্ট ২০২৪ # ১ ভাদ্র ১৪৩১

ক্রীড়াঙ্গনের নতুন অভিভাবক

আসিফ মাহমুদ

আরও একটি অলিম্পিক থেকে হতাশার ফেরা ক্রীড়াবিদদের

NO.1 QUALITY AC
Used Panasonic Compressor
minister
Air Conditioner
FAST COOLING
MORE SAVINGS
WITH DUAL SMART INVERTER TECHNOLOGY
12 YEARS COMPRESSOR GUARANTEE
জাপান ব্র্যান্ড
Panasonic
কম্প্রেসার দ্বারা তৈরী
DUAL SMART
INVERTER
Technology
Anti
Bacterial Filter
100%
BTU Capacity
www.ministerbd.com
/Minister.Bangladesh
Hotline: 09606 700700

আরও একটি অলিম্পিক থেকে হতাশার ফেরা ক্রীড়াবিদদের...২৮

সদ্য সমাপ্ত প্যারিস অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশ কোনো পদক পাবে, এমন প্রত্যাশা যদি কেউ করে থাকেন, তাকে অনেক বেশি উচ্চাভিলাষী হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। বাংলাদেশ যে পদক পাবে না, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য জ্যোতির্বিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের যে সক্ষমতা, তাতে পদক পাওয়া তো দূরে থাক, আশাবাদী হওয়ার মতো পারফরম্যান্স দেখা যায়নি। দেখা যাওয়ার কথাও নয়। অলিম্পিকে গেমসে আশানুরূপ পারফরম্যান্স করার জন্য যে সমর্থন, সহযোগিতা ও আত্মবিশ্বাস জোগান দেওয়া প্রয়োজন, তার ন্যূনতম ক্রীড়াবিদরা পান না। প্রতিটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দায়সারাভাবে অংশগ্রহণের যে মনোভাব, তা পরিবর্তন করা না হলে এ অবস্থার উন্নতি হবে না।

পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে ২০

ক্রীড়াঙ্গনের নতুন অভিভাবক ..২৬

দ্রুততম মানব যুক্তরাষ্ট্রের......৩০

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক
ক্রীড়াজগত
বর্ষ ৪৮ ❁ সংখ্যা ৩ ❁ ১৬ আগস্ট ২০২৪
১ ভাদ্র ১৪৩১ ❁ মূল্য ২০ টাকা

১১ বছর পর বাংলাদেশে ফিরছে ২
সম্পাদকীয় ৩
আমরা ক্রীড়ামোদী.......................................৪
ক্রীড়াঙ্গনে অস্থিরতা আর ৬
প্রকৃত সংগঠকের জন্য ৮
স্বেচ্ছাচারিতায় ভঙ্গুর ক্রিকেট.........................১০
কলুষতামুক্ত ক্রীড়াঙ্গনের প্রত্যাশা ১২
সদ্য সমাপ্ত এশিয়া.....................................১৪
নির্ধারিত সময়েই মাঠে ১৬
অপেক্ষায় ঢাকা আবাহনীর ১৭
লাল বলের ক্রিকেটে তাসকিন ১৮
ভুটান সফরে সফল ১৯
পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে.........................২০
প্রস্তুতি ছাড়াই দাবা অলিম্পিয়াডে ২৩
ক্রিকেট থেকে আপাতত ২৪
একান্ত ব্যক্তিগত ২৫
ক্রীড়াঙ্গনের নতুন অভিভাবক আসিফ মাহমুদ ২৬
মালদ্বীপ মাতিয়ে এলেন..............................২৭
আরও একটি অলিম্পিক থেকে ২৮
দ্রুততম মানব যুক্তরাষ্ট্রের..........................৩০
নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের ৩২
অলিম্পিকে নতুন ইতিহাস ৩৪
ভিন্ন ঢংয়ের প্যারিস অলিম্পিক......................৩৬
টুকরো গল্পে অলিম্পিক ৩৮
স্পেনের ৩২ বছরের ৩৯
বিশ্বপরিসরে নিজেকে মেলে ৪০
বাংলাদেশ এইচপি দলের ৪১
কুইজমালা ৪২
কানাডায় গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে ৪৩
এবার পাকিস্তানের চেয়ে ৪৪
এ ছবি কার...৪৭
খুব বাজেভাবে আমাকে...............................৪৮
আর কত দিন সাকিব ৫০
শব্দজট ৫১
১৬ বছর পর প্যারা অলিম্পিক......................৫২
পাকিস্তান সফরে বাংলাদেশ ৫৩
ফুটবলের উন্মাদনা ও উত্তাল ৫৪
অপেক্ষায় ঢাকা আবাহনীর ৫৬
২০৩৪ ফুটবল বিশ্বকাপের একক ৫৭
দায়িত্বশীল ক্রিকেট খেললে ৫৮
অনূর্ধ্ব-২০ দল নিয়ে ৫৯
ঢাকার ফুটবলের ৬০
অলিম্পিক আসে আর যায় ৬২
অলিম্পিক স্বর্ণ জিতে ৬৩
আনন্দ-বেদনার ইউরো আর ৬৪

ওয়ানডে (২ বার- ২০১২, ২০১৮) ও টি-টোয়েন্টি (১ বার- ২০১৬) মিলিয়ে তিনবার এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলে কখনো এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারা বাংলাদেশ এ পর্যন্ত মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে মোট পাঁচবার (১৯৮৮, ২০০০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬)। ১১ বছর পর ২০২৭ সালে ষষ্ঠবার স্বাগতিক হবে বাংলাদেশ

১১ বছর পর বাংলাদেশে ফিরছে এশিয়া কাপ ক্রিকেট

● মো. মনির উদ্দিন ●

এশিয়া কাপ ক্রিকেটের পরবর্তী দুই আসর আয়োজন করবে ভারত ও বাংলাদেশ। ১৯৯০ সালের পর দীর্ঘ ৩৫ বছরের ব্যবধানে আগামী বছর প্রথমবারের মতো এই মহাদেশীয় টুর্নামেন্ট গড়াবে ভারতের মাটিতে। আর বাংলাদেশ ২০২৭ সালে এশিয়া কাপ আয়োজন করবে ১১ বছর পর। সম্প্রতি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। ২০২৪ থেকে ২০২৭ চক্রে স্পন্সরশিপের আগ্রহপত্র আহ্বান করেছে এসিসি। এই চক্রে ছেলে ও মেয়েদের জাতীয় দল, বয়সভিত্তিক ও ইমার্জিং দল মিলিয়ে মোট ১৩টি টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে শুধু ২০২৫ ও ২০২৭ সালের ছেলেদের দুটি টুর্নামেন্টের স্বাগতিক চূড়ান্ত করেছে এসিসি। বাকি টুর্নামেন্টগুলোর আয়োজক দেশের নাম যথা সময়ে জানানো হবে। ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠেয় ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে ২০২৫ সালে একই দেশে এশিয়া কাপ হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। এরপর ২০২৭ সালে যুগ্মভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের চতুর্দশ আসর। ফলে ওই বছর বাংলাদেশে আয়োজিত এশিয়া কাপ হবে ওয়ানডে সংস্করণে। এ পর্যন্ত মোট ৫ বার এশিয়া কাপ আয়োজন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ প্রথমবার স্বাগতিক হয়েছিল ১৯৮৮ সালে, সেবার ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতীয় দল। এরপর ২০০০ সালে বাংলাদেশের মাটিতে শিরোপা-উৎসব করে পাকিস্তান, লঙ্কানদের রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৬ সালে পরপর তিনবার এশিয়া কাপের ভেন্যু ছিল বাংলাদেশ। ২০১২ আসরের ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে জিততে জিততে মাত্র ২ রানের হার বাংলাদেশের ক্রিকেটের চিরকালীন আক্ষেপের শীর্ষে থাকবে। ২০১৪ সালে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় শ্রীলঙ্কা।

২০১৬ সালে শেষবার এশিয়া কাপ আয়োজন করে বাংলাদেশ। সেবার প্রথমবারের মতো এই টুর্নামেন্ট মাঠে গড়ায় টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। এর পর থেকে ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হয়ে আসছে এশিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের এই লড়াই। মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ফাইনালে টাইগারদের পরাজিত করে শেষ হাসি হাসে ভারত। ২০১৮ সালে ওয়ানডে সংস্করণের এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে। সেবার একেবারে শেষ বলে ভারতের কাছে ৩ উইকেটে হেরে আবারও রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় বাংলাদেশকে। ২০২২ সালে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপের স্বাগতিক ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ২০২৩ সালে পাকিস্তানে যেতে ভারতের আপত্তিতে 'হাইব্রিড মডেলে' মূল আয়োজক পাকিস্তানের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কায়ও অনুষ্ঠিত হয় ওয়ানডে এশিয়া কাপের কিছু ম্যাচ। ওই আসরে লঙ্কানদের ১০ উইকেটে উড়িয়ে দিয়ে শিরোপা জয় করে ভারত। গত দুই আসরের মতো ২০২৫ ও ২০২৭ সালের এশিয়া কাপও হবে ছয় দলের অংশগ্রহণে। ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান খেলবে সরাসরি। ষষ্ঠ দলটি আসবে বাছাইপর্বের বৈতরণী পেরিয়ে।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক
মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার
মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক
মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার
মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন
এ টি এম শরিফুল ইসলাম রুবেল

কম্পিউটার গ্রাফিকস
মো. মহিউদ্দিন চৌধুরী
মো. শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর
রেখা বেগম
মো. ফরিদুল ইসলাম

প্রুফ রিডার
মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

প্রচ্ছদ ও কালার ডিজাইন
আবির মাহমুদ

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক
ক্রীড়াজগত
৪৮ বর্ষ ● ৩ সংখ্যা ● ১৬ আগস্ট ২০২৪ ● ১ ভাদ্র ১৪৩১

তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে উজ্জীবিত হোক ক্রীড়াঙ্গন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কোটা সংস্কারের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে তোলে, তাতে শুধু সরকারের পতন ঘটেনি, সঞ্চার করেছে নতুন আশাবাদের। ছাত্রদের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। নতুন এই সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের পথে এগিয়ে চলেছে। রাস্তাঘাটে চলাচলের সময় ইতোমধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে মানুষের অন্তহীন প্রত্যাশা। দীর্ঘদিন তাঁরা যেসব ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন, এবার তার উপশম ঘটবে, এমনটা আশা করা যেতেই পারে। এ দেশের মানুষের বেশ বড় একটি অংশই ক্রীড়ানুরাগী। সহজাতভাবেই ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে তারুণ্যের রয়েছে নিবিড় যোগসূত্র। কিন্তু তাদের প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবের সমন্বয় ঘটেনি। ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান খুবই নাজুক। দিনে দিনে তার অবনতি ঘটছে। অলিম্পিক, এশিয়ান গেমসের মতো বড় বড় আসর বাদ দিলেও দক্ষিণ এশিয়ান পর্যায়ে অবস্থান মোটেও আশানুরূপ নয়। ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনেরও মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। খেলাধুলার পরিসর ক্রমশ সীমিত হয়ে পড়ছে। হ্রাস পাচ্ছে খেলার মাঠের সংখ্যাও। সবচেয়ে বড় কথা, ব্যাঙের ছাতার মতো একের পর এক ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠলেও তাদের কার্যক্রম ও কার্যক্ষমতা তেমনভাবে নেই বললেই চলে।

জাতীয় ক্রীড়া বাজেট খুবই অপ্রতুল, তা দিয়ে সামগ্রিকভাবে খেলাধুলার প্রসার ও মানোন্নয়ন ঘটানো মোটেও সহজ নয়। তদুপরি অপর্যাপ্ত এই অর্থ ছোট-বড় বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন এবং অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ায় সম্ভাবনাময় খেলাগুলো যথাযথ সমর্থন ও সহযোগিতা থেকে বিরহিত হয়। যে কারণে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের সাফল্যের পাল্লা কখনোই ভারী হতে পারে না। একটা সময় ক্রীড়া সংগঠকরা নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতেন। কিন্তু এখনকার বেশির ভাগ সংগঠকের কাছে খেলাধুলাটা মুখ্য নয়, মূল ধান্দা নানাভাবে ফায়দা লুটে নেওয়া। অনেক সংগঠক ফেডারেশনকে পৈতৃক সম্পদ বানিয়ে ফেলেছেন। বছরের পর বছর ধরে জাঁকিয়ে বসে আছেন। কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে জাগিয়ে তুলতে হলে ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোয় পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। তাতে নতুন রক্তের সঞ্চালন ঘটাতে হবে। যাঁদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা আছে, তাঁদের দায়িত্ব দিতে হবে। তা ছাড়া সাফল্য ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে ফেডারেশনগুলোয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন তারুণ্যের প্রতিনিধি আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক, প্রতিবাদী ও লড়াকু এই সংগঠক ২৬ বছর বয়সে এযাবৎকালের সবচেয়ে নবীন উপদেষ্টা হিসেবে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। তারুণ্যের অহংকারে স্পর্ধিত এই যুবক ক্রীড়াঙ্গনের প্রতি এমনিতেই নিখাদ টান অনুভব করেন। ক্রীড়াঙ্গন তো তারুণ্য ও যৌবনের প্রতীক আর বয়সে নবীন হলেও ক্রীড়া উপদেষ্টার বুকের মধ্যেও প্রজ্বলিত আছে এক বিপ্লবী ও ক্রীড়ানুরাগী সত্তা। এই দুয়ের সমন্বয় ঘটায় ক্রীড়াঙ্গনে বড় ধরনের পরিবর্তন আশা করা যায়। রাজপথে তিনি যেমন অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, ক্রীড়াঙ্গনেও বিপ্লবের সেই মশাল জ্বালাবেন, এমনটাই সবার প্রত্যাশা। আমরা তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫ ০৫ ৩৭ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৪১০৫ ০৫ ৫৭
e-mail : krirajagat@gmail.com ও krirajagat@yahoo.com

ফুটবল নিয়ে কি ভাবার কেউ নেই?

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় একটি খেলার নাম হলো ফুটবল বা সকার। সারা বিশ্বে ফুটবল এর কথা বললে চিনে না এমন লোক পাওয়া দুষ্কর হবে। বাংলাদেশেও কিন্তু একসময় এই ফুটবল নিয়ে বেশ মাতামাতি হতো। ফুটবল খেলার প্রতি দর্শকদের বেশ আবেগ, আগ্রহ কাজ করতো। গ্যালারি ভর্তি দর্শকরা উপচেপড়া ভীড় করতো। সামান্য লিগের খেলা চললেই যা অবস্থা টিভিতে এবং মাঠে দেখা যেতো তা বলে বুঝানো যাবে না। আজ সময়ের স্রোতে, সময়ের বিবর্তনে সবকিছু যেন খুব সহজেই হারিয়ে যেতে বসেছে। আবাহনী, মোহামেডান এর মতো ক্লাবগুলোর কথা আজকে নতুন প্রজন্মের লোকেরা অনেকেই হয়তোবা চিনতেই পারবে না। ফুটবলের যে সময় এমন অবস্থা ছিল সে সময় কিন্তু বাংলাদেশ দলের র‍্যাঙ্কিং অবস্থানটা কিন্তু বেশ ভালো ছিল। যেমন, নব্বই দশকের কোনো এক সময় তো ক্রোয়েশিয়ার মতো দলের র‍্যাঙ্কিং পর্যন্ত আমাদের পিছনে ছিল। অথচ আজকে তারা বিশ্বকাপের মতো বড় আসরে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে চলছে প্রতিনিয়ত। আর সে হিসেবে আজকে আমাদের অবস্থানটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। তাই আমি একজন ফুটবলপ্রেমী হিসেবে বর্তমান ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছে অনুরোধ রাখছি দেশবাসীর পক্ষ থেকে, বাংলাদেশের ফুটবলের হারানো ঐতিহ্যটা যেভাবেই হোক তা একটু ফিরিয়ে আনার জন্য সকল ধরনের চেষ্টা করে তা যেন করা হয় এবং তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যও আন্তরিকভাবে অনুরোধ রইলো। আশারাখি এই ক্রীড়া উপদেষ্টাই পারবেন বাংলাদেশের সেই সোনালী দিনগুলো আবার ফিরিয়ে আনতে এবং ফুটবল প্রেমীদের আবার আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে তুলতে। সেই কামনায়।

মোহাম্মদ রাফিউল আলম
প্রযত্নে-মাহাবু সাহেব
শহীদ আলমগীর সড়ক, বৌদ্ধ বিহারের পশ্চিমে, শান্তিনগর, বায়জিদ, চট্টগ্রাম।

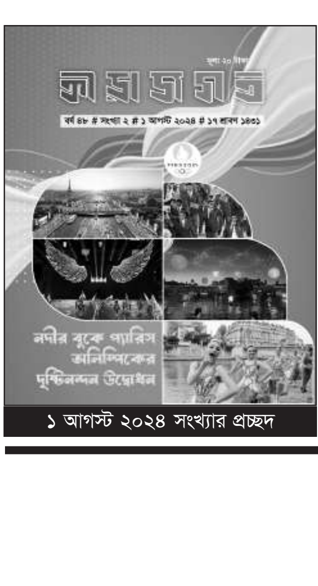

১ আগস্ট ২০২৪ সংখ্যার প্রচ্ছদ

ক্রিকেটে বিসিবি'র কেন এতো উদাসীনতা

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলা শুরু করার পর থেকেই যে কোনো ফরম্যাটের বিশ্বকাপেই মূলপর্বে খেলেছে। আর বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণকে এতটাই গুরুত্ব দেয় যে অন্য ফরম্যাটের ক্রিকেট খেলাতেই চায় না। এবারও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে জিম্বাবুয়ে টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসতে চাইলে বাংলাদেশ শুধুমাত্র টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে চেয়েছে। আর টেস্ট সিরিজ পিছিয়ে নিয়ে গেছে পরবর্তী বছরে। অন্যদিকে বিশ্বকাপের পরপরই আফগানিস্তান ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটের সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসতে চাইলে বিসিবি তা স্থগিত করে দেয়। আইসিসি বাংলাদেশকে অধিক ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দিলেও বিসিবি ব্যস্ত সূচির কারণে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলগুলোর বিপক্ষে ক্রিকেট খেলতে উদাসীন। ক্রিকেটে শক্তিশালী কিছু দল কোনো ম্যাচ খেলতেই অপারগতা প্রকাশ করে না। যেকোনো ফরম্যাটের বিশ্বকাপ খেলার আগে তারা অন্য ফরম্যাটের সিরিজ খেলতে অনীহা প্রকাশ করে না। আর যেসব শক্তিশালী দল অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলগুলোর বিপক্ষে খেলে তারা ঠিকই নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখে। অন্যদিকে বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলগুলোর বিপক্ষে ম্যাচ না খেলে নিজেদের দুর্বলতার সম্মুখীন হয়। আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে বিসিবি'র উদাসীনতার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভেন্যুর সংখ্যা কম নয়। দেশের ক্রিকেটাররা অধিকাংশ সময় ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে ব্যস্ত থাকেন। সেখানে তাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে সমস্যা থাকার কথা নয়। বাংলাদেশের অল্প কয়েকজন ক্রিকেটার প্রতিটি ফরম্যাটে ক্রিকেট খেললেও অধিকাংশ ক্রিকেটারই পছন্দের ফরম্যাটে ক্রিকেট খেলতে আগ্রহী। তাই সেভাবে স্কোয়াড গঠন করে স্থগিত হয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক সিরিজগুলো খেলা সম্ভব হতো। বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশি ব্যস্ত থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উন্নতি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেই করতে হবে। বিসিবি সেসব দেশের বিপক্ষে সিরিজ খেলতে চায় যাদের বিপক্ষে জিতলে বাংলাদেশ নিজেদের র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করতে পারবে। কিন্তু ক্রিকেটে উন্নয়ন ঘটাতে চাইলে র‍্যাঙ্কিংয়ে নিচে থাকা দলগুলোর বিপক্ষেও খেলতে হবে। বিসিবি যদি শুধুমাত্র শক্তিশালী দলগুলোর বিপক্ষে ক্রিকেট খেলার মনোভাব পোষণ করে তাহলে বাংলাদেশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দলগুলো বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলত না। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ রেখে টেস্টকে পিছিয়ে দিয়েছে। এখানে বিসিবিকে মনে রাখা প্রয়োজন, যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাংলাদেশ খেলতে গিয়েছে সেখানে জিম্বাবুয়েও খেলেছে। বিশ্বকাপের আগে অন্য দেশে গিয়ে জিম্বাবুয়ে টেস্ট খেলতে চাইলেও বাংলাদেশ নিজ দেশে টেস্ট খেলতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। ঠিক একইভাবে বিশ্বকাপের পর আফগানিস্তান তিন ফরম্যাটের পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসতে চাইলে বিসিবি তা স্থগিত করে। এই দীর্ঘ বিরতির পর বাংলাদেশ যখন কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নামবে তখন ক্রিকেটাররা বলবেন, দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেলায় তারা ভালো খেলতে পারেননি। বাংলাদেশের

স্বাগত জানাই নতুন ক্রীড়া উপদেষ্টাকে

সেরা চিঠি

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনে আশাবাদী ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। গত জুলাই মাসে শুরু হওয়া আন্দোলনের প্রথম সারিতে তাঁদের সরব উপস্থিতি ছিল। এটা সারা বিশ্ব দেখেছে। সদ্য সরকার পতনের ভূমিকায় তাঁর অবদান অপরিসীম। পরবর্তীতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সহ মোট সতেরো জন রয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে। এতে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়কের মাত্র দু'জনকে নেওয়া হয়েছে। দু'জনই বয়সে তরুণ, একজন হলেন মো. নাহিদ ইসলাম তিনি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় দেখবেন। অন্যজন আমাদের খেলাধুলার বিষয় দেখবেন। একটি মজার ব্যাপার হলো; দুজনেরই বয়সই ২৬ বছর। তবে, আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যিনি দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি আশাকরি আমাদেরকে নিরাশ করবেন না। ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশ-স্কটল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে ৩ অক্টোবর। ১০ দলের টুর্নামেন্টের আয়োজক বাংলাদেশ। মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম ও সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এ আসর। ১৭ ও ১৮ অক্টোবর সেমিফাইনাল দু'টি এবং ২০ অক্টোবর ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে মিরপুরে। এমন হিসাব-কিতাবই ছিল। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে দেশে যে ঘটনা প্রবাহের জন্ম নিয়েছিল, তাতে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। আইসিসি বিকল্প ভেন্যু হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), ভারত ও শ্রীলঙ্কার কথা ভেবে রেখেছে। অবশ্য অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন। দেশের একটি জাতীয় দৈনিককে ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেছেন, 'আমি এখন থেকেই তৎপরতা শুরু করেছি। আশা করি, নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাংলাদেশের বাইরে যাবে না। দেশ গঠনের সময়ে যদি এ রকম কিছু ঘটে, তাহলে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নিরাপত্তাব্যবস্থা ঠিক রাখতে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বরাবর চিঠি দিয়েছে বিসিবি। ১০ দলের টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ খেলবে 'বি' গ্রুপে। গ্রুপের বাকি ৪ দল- ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আশাকরি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়েই বাংলাদেশের প্রতিটি স্টেডিয়াম দর্শক পরিপূর্ণতা পাবে এবং খেলাধুলায় উন্মোচিত হবে নতুন দিগন্ত। থাকবে না কোনো দলাদলি। প্রতিটি খেলোয়াড় তাদের পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করেই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। নতুন দেশে নতুন কিছু দেখার অপেক্ষায় রইলাম। আমি একজন তরুণ হিসেবে তরুণদের নিয়েই আশাবাদী থাকবো এটাই স্বাভাবিক।

মো. ইয়াছিন আরাফাত
ইসলামের ইতিহাস, দৌলতপুর দ্বিবা-নৈশ কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ আগস্ট ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

ক্রিকেটে এগুলো চিরায়ত ঘটনা। ক্রিকেট খেলা আয়োজনে বিসিবি'র উদাসীনতা নয়, থাকতে হবে পূর্ণ দায়িত্ববোধ। আন্তর্জাতিক ম্যাচ দিয়ে ক্রিকেটারদের খেলায় ব্যস্ত রাখতে হবে। বেশি ম্যাচ খেলায় ক্রিকেটারদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের ক্রিকেটেও উন্নয়ন ঘটবে।

তোহা বকর
প্রবাহ ভবন (টিএন্ডটি অফিসের পূর্ব পাশে, কাহালু, বগুড়া।

আমার একটি চাওয়া

সম্পাদক সাহেব, আপনার কি একটু সময় হবে, শত ব্যস্ততার মধ্যে, আমার এই পত্রালাপ পড়ার যদি সময় হয়– তাহলে কথা খোলাখুলিই বলে নেওয়া ভালো, যে কি না আপনার সঙ্গে পত্রালাপ করতে যাচ্ছে; এই আমি একজন দীর্ঘদিন যাবৎ মানসিক রোগে ভুগছি। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ মানসিক রোগের ওষুধ সেবন করে, কিছুটা সুস্থ আছি। আপনাকে চিঠি লিখার উদ্দেশ্য হচ্ছে; দয়া করে আমাকে বিশ্ব ফুটবল সংস্থা ফিফার সদর দপ্তর ও সভাপতির নামসহ বিস্তারিত ঠিকানা সংগ্রহ করে আমার দেওয়া ঠিকানাতে পাঠাবেন। আর তা ছাড়া সত্যি বলতে কি, মা-বাবা, বোন মারা যাওয়ার পর দুনিয়াতে আমি বড় একা। মানসিক রোগের কারণে কোনো রুটিরোজগারের ব্যবস্থা নেই। তাই আপনার প্রতি সর্বশেষ অনুরোধ, যেন আমাকে একেবারে শূন্য হাতে ফিরে যেতে না হয়। আল্লাহ আপনাকে আশীর্বাদ করুন। আবারও আমার বিষয়ে স্বনিবন্ধ ভাবনার বিষয় হয়ে যে কদিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকব, সে কদিন প্রতিনিয়ত আল্লাহ তায়ালার কাছে আপনার জন্য দোয়া করে যাব।

শুভেচ্ছান্তে

মো. সোহেল
ওয়ার্ড নং-৩৪, পো.- মধুবাগ, ডাক্তার গলি, ঢাকা।

ফিফার ঠিকানা :

Gianni Infantino
President of Fifa
Fifa Strasse-20
P.O. BOX 8044
ZURIC, SWITZERLAND
email-media@fifa.org.

গুকেশ কী হতে পারবে সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন?

২০২৪ সালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবা টুর্নামেন্টের অন্যতম হলো 'ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্ট'। এই টুর্নামেন্টটিতে মোট ৮ জন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করে থাকেন। টুর্নামেন্টটি মূলত পরবর্তী বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪-এর চ্যালেঞ্জার নির্ধারণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত টুর্নামেন্টটি ৩-২২ এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত কানাডার টরন্টোর দ্য গ্রেট হল-এ অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারী ৮ জন দাবাড়ুর মধ্যে ছিলেন ২০২৩ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের রানার্সআপ ইয়ান নিয়েপোমনিয়াশি, ২০২৩ বিশ্বকাপের রানার্সআপ রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ, তৃতীয় স্থান অর্জনকারী ফাবিয়ানো কারুয়ানা, চতুর্থ স্থান অর্জনকারী নিজাত আবাসভ, ২০২৩ গ্রান্ড সুইস চ্যাম্পিয়ন ভিদিত গুজরাতি এবং রানার্সআপ হিকারু নাকামুরা, ফিদে সার্কিট থেকে কোয়ালিফাই করা সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু গুকেশ ডোম্মারাজু এবং সর্বোচ্চ রেটিং-এর জন্য কোয়ালিফাই করা আলিরেজা ফিরোজ্জা। বিশ্বে দাবার মহাতারকাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার বিজয়ী সুযোগ পাবেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনের বিপক্ষে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার। কিংবদন্তি দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনের মতে, 'এই টুর্নামেন্টে ফাবিয়ানো কারুয়ানা অথবা হিকারু নাকামুরার জেতার সুযোগ সবচেয়ে বেশি।' তবে কেই-বা জানত যে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে, সব বাধা পেরিয়ে দাবা ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ ক্যান্ডিডেটস বিজয়ী হবেন গুকেশ ডোম্মারাজু। গুকেশ এই টুর্নামেন্টের ১৪টি ম্যাচে ৫টি জয়, ১টি হার ও ৮টি ড্র করেন। সর্বমোট ৯ পয়েন্ট নিয়ে ৮.৫ পয়েন্টে থাকা কারুয়ানা, নিয়েপোমনিয়াশি, নাকামুরাকে পিছনে ফেলে ইতিহাস রচনা করেন গুকেশ। গুকেশ এখন অপেক্ষায় ২০২৪ বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব আর তার মধ্যে শুধুমাত্র রয়েছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেন। গুকেশ ডোম্মারাজুর কাছে এখন সুযোগ সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। এর আগে গ্যারি কাসপারভ মাত্র ২২ বছর বয়সে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এই রেকর্ড ধরে রাখেন ৩৯ বছর ধরে। তবে গুকেশ যদি এই বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারেন, তখন তাঁর বয়স হবে মাত্র ১৮ বছর। গুকেশ কী পারবেন ভারতীয়দের মধ্যে ভিসি আনান্দের পর সর্বপ্রথম ও সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে? নাকি ডিং লিরেন সফলভাবে তাঁর খেতাব রক্ষা করতে পারবেন? তা সময়ই বলে দেবে।

নাজমুস সাদাত চৌধুরী সায়েম
নবম শ্রেণি, সীতাকুন্ড সরকারি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

অভিনন্দন জানাই তরুণদের

যুগে যুগে বিশ্বে যত ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে, তাতে ছাত্রদের আন্দোলনের সাফল্য লক্ষণীয়। এবার ২০২৪ এ তেমনটি হয়েছে। সরকারি দপ্তরে, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন করপোরেশনের চাকরিতে সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে (৯ম থেকে ১৩তম গ্রেডে) মুক্তিযোদ্ধার কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এর পর শুরু হয় ছাত্রদের আন্দোলন। চাওয়া ছিল কোটা সংস্কার। ছাত্রদের ছোট একটি দাবি নিয়ে শুরু করা আন্দোলন সরকারের পক্ষ থেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বক্তব্যের জের ধরে রূপ নেয় ভিন্ন দিকে। আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে যায়। ১৬ জুলাই রংপুরে পুলিশের গুলিতে শিক্ষার্থী আবু সাইদের মৃত্যুর পর ছাত্র আন্দোলন আরও বেগবান হতে থাকে। একে একে সকল পেশার মানুষের ঢল নামে রাজপথে। ঘোষণা হয় লংমার্চের। সরকার ডাকে কারফিউ। ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ। ৪ আগষ্ট ২০২৪ পর্যন্ত ১৮ জেলায় ১১৪ জনের মৃত্যুর খবর জানা যায়। এবং ৬ আগষ্ট পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা এসে দাড়ায় ৪৩৫। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে আমরা ক্রীড়ামোদী হিসেবেও একটা সময় ছাত্রদের পাশে দাঁড়াতে সম্মত হয়েছি। যে যার জায়গা থেকে যতটুকু পেরেছি ছাত্রদেরকে সাহস যুগিয়েছি। তারই ধারাবাহিকতায় গত ৪ আগষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিকরা মানববন্ধন করেন ঢাকার মিরপুরে। দেশের চলমান আন্দোলনে শিক্ষার্থী-জনতার ওপর নৃশংসতার বিচার ও বৈষম্যমুক্ত সমাজের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা। গত ৪ আগষ্ট ঢাকার মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের ১ নম্বর গেটের সামনে দুপুর ১২টায় শুরু মানববন্ধনে অংশ নেন দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের শতাধিক ক্রীড়া সাংবাদিক। তাদের পাশে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল, তাঁরা প্রতিটি মৃত্যুর সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য বিচার দাবি করেন। মানববন্ধনে নৃশংসতায় প্রাণ হারানো সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বসে থাকেননি শিল্পী সমাজ, চাকুরিজীবি, পেশাজীবিও। ক্রীড়াবিদদের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়। যে ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা রাত জেগে বাংলাদেশ দলের খেলা দেখতেন এবং আনন্দ উল্লাসে মাতিয়ে রাখতেন; সেই ছাত্রদের কাছে আবার ব্যতিক্রম কিছু কার্যকলাপ দেখেছে বাংলাদেশ, যা আমাদের কাম্য নয়। এই ছাত্রদের আন্দোলনের নামকরণ হয় 'বৈষম্য বিরোধী' আন্দোলন। তাহলে বিভিন্ন খেলোয়াড়ের বাড়িঘর পোড়ানোর কি দরকার ছিল? এখানে তাহলে বৈষম্য রয়েই গেলো। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত কিছু বিষয় থাকে যা অন্যের সাথে শেয়ার করা সম্ভব না। কিছুটা পানিতে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ বা এটাও বলা যায়, 'বাঁশি বাজালে ব্যাটসম্যান আউট না বাজালে বোলারের চিৎকার'। আমরা নতুন স্বাধীন দেশের কাছে সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাদের চাওয়া সত্যিকারের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের রূপরেখা। বাংলাদেশের মানুষ দেখুক, কারো প্রতি কারো আর হিংসা অহংকার ও রাগ এগুলো যেন না থাকে। নতুন করে আর কোনো রক্তক্ষরণ নয়, কারো বাড়িঘর জ্বালানো নয়, সবার সাথে সম্প্রতি বজায় থাকুক। দেশের পক্ষে আমাদের খেলোয়াড়রা মনখুলে যেন খেলতে পারে, কোনো প্রকার চাপ না থাকে। নতুন বাংলাদেশে নতুনরাই এগিয়ে যাবে এই কামনা করি।

নূরজাহান বেগম
২ কামাল উদ্দিন লেন, কাদের খান রোড, খুবি-৯২০৮, খুলনা ।

৪৮ বর্ষ ২ সংখ্যার সেরা চিঠি লেখক
তোহা বকর

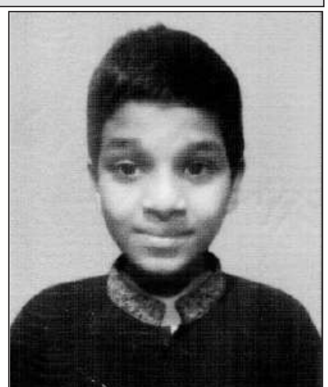
৪৭ বর্ষ ২৩ সংখ্যার সেরা চিঠি লেখক
সাদমান মাহমুদ (সিয়াম)

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে সচিবালয়ে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানান যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

ক্রীড়াঙ্গনে অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তা কাম্য নয়

● ইকরামউজ্জমান ●

বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। আর এই বিপ্লব ঘটিয়েছেন এ দেশের ছাত্র জনতা– যারা তারুণ্যের প্রতীক। ঐক্যবদ্ধ তারুণ্য শক্তি কখনো পরাজিত হয় না– বাংলাদেশ আবার দেখলো। ছাত্র-জনতার এই জয় হলো সামাজিক বৈষম্য, বঞ্চনা, সম-অধিকার, ন্যায়, নীতি, আদর্শ এবং সুস্থ গণতান্ত্রিক চর্চা ও মূল্যবোধের জন্য। ছাত্র জনতার বিজয় সমস্ত জাতির বিবেককে নাড়া দিয়েছে। এখন চ্যালেঞ্জ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, নীতি বহির্ভূত কার্যকলাপ দ্রুত পরাজিত করে সামনে তাকানো।
নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে দেশে ১৭ সদস্যের অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া নতুন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে।
দেশের সচেতন ক্রীড়ামোদী সমাজ গভীর উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করছেন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আবহাওয়া আঁচ করে এবং এরপরই ছাত্র-জনতার চূড়ান্ত বিজয়ের পর পরই চলমান ক্রীড়াঙ্গনে অস্থিরতা, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অনিশ্চয়তা, অস্থিতিশীল করার একটি খারাপ অপসংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। যা সুস্থ ক্রীড়াঙ্গন পরিচালনার ক্ষেত্রে রীতিমত হুমকি।
ক্রীড়াঙ্গনে কিছু কিছু খেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার আছে দেশে এবং দেশের বাইরে অংশগ্রহণের জন্য। বিরূপ পরিস্থিতি নিরাপত্তাহীনতা আর অনিশ্চয়তা এসব কার্যক্রম কম বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনের। অনেকের তর সইছে না। ব্যাপারটি কিন্তু এত সহজ নয়। যারা ক্রীড়াঙ্গনে বিভিন্ন খেলায় ফেডারেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারা ভয়, ভীতি, অনিশ্চয়তায় নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। খেসারত অন্য সবাইকে এখন ভোগ করতে হচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন চেয়ার টেবিল দখল, শো-ডাউন, মানববন্ধন, পদত্যাগের দাবি তো আসল সমস্যার সমাধান করতে পারবে না–এই যে ক্রীড়াঙ্গনে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর পরই অস্থিরতার জন্ম হয়–এই দুঃখজনক ঘটনা তো বার বার ঘটবে। সব সময় রং বদলের খেলা চলবে। প্রকাশ্যে পল্টি দিয়ে নতুন বাতাসে গা ভাসিয়ে দেওয়া হবে। নতুন বোতলে পুরোনো শরবত স্থান পাবে। জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি দুর্বল তারা ভুলে যায় সব অপকর্ম আর ক্রীড়াঙ্গনে স্বেচ্ছাচারিতা। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী প্রতারণা ও ভুলের পুনরাবৃত্তি এবার যাতে আবার না হয় এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।
আবাহনী ক্লাবে হামলা হয়েছে। হামলা হয়েছে আরও দুই তিনটি ক্লাবে। কোনো ক্লাব কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দল পরিচালনা করে না। ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পৃষ্ঠপোষক, সমর্থক ও ভক্তরা বিভিন্ন মতের মতাবলম্বী। যারা দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত তারা

তাদের রাজনীতির ‘এজেন্ডা’ ক্লাবের মাধ্যমে কখনো বাস্তবায়িত করেন না। সেই সুযোগ নেই। তাহলে কেন ক্লাবগুলোতে হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, ক্লাবের অর্জিত ট্রফি এবং আসবাবপত্র দুষ্কৃতিকারীরা নিয়ে চলে গেল। এটি নিন্দনীয় জঘন্য কার্যকলাপ। আশা করি নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা হবে। মিরপুরের ক্রিকেট বোর্ড অফিসে ঢুকে ‘শো-ডাউনে’ সমর্থনযোগ্য নয়। এক সময়ে বোর্ডে ছিলেন, এখন নেই, বোর্ডে আবার ঢুকতে চান, বোর্ড কারো নিজস্ব কোনো বিষয় নয়–সব জেনেও বিভিন্নভাবে হট্টগোলের কারণ যুক্তিসঙ্গত নয়। চলমান বোর্ডের বিপক্ষে অভিযোগের তালিকা অনেক বড়। দুর্নীতি ফিরিস্তিও বড়। ব্যর্থতার ফিরিস্তিও আছে। ক্রিকেটের জন্য এই বোর্ড কিছু করেনি বছরের পর বছর ধরে বলা হয়েছে। প্রতিবাদ জানানোর অধিকার সবার আছে। তাই বলে ক্রিকেটের সদর দফতরে অবস্থান করে তো হুমকি ধুমকি করার ফলাফল তো ভালো হতে পারে না। বোর্ডে যারা আছেন তারা স্ব ইচ্ছায় কে পদত্যাগ করবেন আর করবেন না এটি তাদের নিজস্ব বিষয়। চাইলেই তো বোর্ডের সবাইকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। যারা ক্রিকেটের আন্দোলনে আছেন, সামনে এবং পেছন থেকে মদত দিচ্ছেন তারা তো হঠাৎ করে বড় বড় চেয়ারগুলোতে বসে পড়তে পারবেন না। বসার জন্য কতগুলো প্রক্রিয়া পার হয়ে আসতে হবে।

এখন যারা আছেন তাদের মেয়াদ আছে আগামী বছর (২০২৫) সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। আইসিসি তো নির্বাচিত বোর্ডের পক্ষে সব সময়। এই ক্ষেত্রে হঠকারিতার ফল তো সাম্প্রতিক সময়ে ভোগ করেছে জিম্বাবুয়ে এবং শ্রীলঙ্কা। আইসিসি বাংলাদেশের পরিস্থিতি সব সময় লক্ষ্য রাখছে। অক্টোবর মাসে বিশ্ব নারী টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা আছে। এই টুর্নামেন্টের ভবিষ্যতে শেষ পর্যন্ত কি হবে বলা মুশকিল। জাতীয় দলেরও অনেকগুলো ‘অ্যাসাইনমেন্ট’ আছে ডিসেম্বর পর্যন্ত। পাকিস্তানের পর ভারত, সাউথ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দেশের বাইরে এবং দেশে খেলতে হবে। এর মধ্যে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেলাগুলো দেশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কেউ বলছেন এখন অন্তর্বর্তীকালীন বোর্ড গঠনের জন্য আইসিসির কাছে আবেদন করতে। তাতে কি ফল পাওয়া যাবে। ক্রিকেট বোর্ড তো পরিচালিত হয় আইসিসি গাইড লাইন অনুযায়ী।

এদিকে ফুটবল ফেডারেশনে প্রেসিডেন্ট এবং আরও দুইজন কর্মকর্তার পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ এবং মানববন্ধন অব্যাহত আছে। আছে প্রেস ক্যাম্প। একজন কর্মকর্তা ইতোমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন। ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট থেকে নিয়ে পুরো গভর্নিং বডি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত। ফুটবল ফেডারেশন পরিচালিত হয় ফিফার গাইড লাইনে। এখানে কোনো ধরনের হঠকারিতার সুযোগ নেই। অতীতে ফিফা বাংলাদেশকে একটি সময়ে সামাজিকভাবে সাসপেন্ড করেছে–নির্বাচিত কমিটি ভেঙ্গে নতুন এডহক কমিটি গঠন করার জন্য। বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। ফুটবলের বর্তমান কমিটির বিপক্ষে অভিযোগের শেষ নেই। তবে ধৈর্য ধরা এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

একই ভাবে আরো কিছু খেলার ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের একত্ববাদীতা, স্বৈরচারী মনোভাব, বছরের পর বছর ধরে দায়িত্ব পালন নিয়ে কথা উঠেছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ‘২০ এর ক’ ধারা নামে একটি ধারালো অস্ত্র আছে যা দিয়ে তারা চাইলে যে কোনো ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল করে–‘এডহক বডি’ তৈরি করে দিতে পারে কাজ চালানোর জন্য। এগুলো কিন্তু সমস্যার সমাধান নয়। কারণ আবার এই এডহক বডির মাধ্যমে একদলকে পুনঃবাসিত করা হবে। এই ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা যতই বলা হোক না কেনো তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না–এটি অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

ক্রীড়াঙ্গনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ক্রীড়া অন্তপ্রাণ দেশপ্রেমিক যোগ্য ক্রীড়া সংগঠকের ভীষণ ‘আকাল’। ক্রীড়াঙ্গনে সবাই আসতে চান এখানকার অবস্থানকে ব্যবহার করে আলোর জগতে বিচরণ করার জন্য। শিক্ষিত, মার্জিত প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ক্রীড়া সংগঠকরাই পারেন–ক্রীড়াঙ্গনের আদর্শ হতে। ক্রীড়াঙ্গনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে বলা হয়েছে ক্রীড়াঙ্গন পরিচালিত হবে ক্রীড়া সংগঠকদের দ্বারা। যারা স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জবিত। যারা ক্রীড়াঙ্গনে সেবার মাধ্যমে এই চত্বরকে আলোচিত করতে চান। যারা মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী যাদের চিন্তার পরিধি বড়। যারা আত্মবিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেন।

স্বাধীনতার পর আমরা অনেক স্বপ্ন নিয়ে নতুনভাবে, নতুন প্রত্যয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম। স্বপ্নের মধ্যে ক্রীড়াঙ্গন তখন অন্যরকমভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত দায়বদ্ধতা এবং সুশাসনের মধ্যে ক্রীড়াঙ্গন পরিচালিত করবেন। কিন্তু আমাদের স্বপ্ন হোঁচট খেয়েছে স্বাধীন দেশে। স্বাধীনভাবে সংগঠক হওয়ার প্রক্রিয়াগুলো মেনে চলা হয়নি। ‘এন্টারপ্রেইনার’ হবার গুণাবলীগুলো অর্জন করা হয়নি। ব্যক্তি এবং সমষ্টির স্বার্থে লেজুড়বৃত্তি মোসাহেবী এবং চাটুকারিতা বড় একটি অংশের এই ক্ষেত্রে ‘রেইটিং’ নিন্দনীয় এবং বিতর্কিত হয়েছে। আর সেই দূষিত ‘এনভায়েরমেন্ট’ থেকে ক্রীড়াঙ্গন মুক্তি পাচ্ছে না। স্বাধীনতার ৫৩ বছর ‘নষ্ট ক্রীড়া রাজনীতির’ জন্য ক্রীড়াঙ্গন যতটুকু এগুলো বা এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। ক্রীড়াঙ্গনে দলীয় রাজনীতির প্রাধান্য সংগঠকদের কাউকে স্বৈরাচার এবং একত্ববাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদের মনমানসিকতার অধঃপতন ঘটিয়েছে। তারা চাননি ক্রীড়াঙ্গনে গণসচেতনতার জন্ম হোক। ক্রীড়াঙ্গনে গণতান্ত্রিক চর্চায় নেতা নির্বাচনকে এবং সুকৌশলে কলুষিত করেছেন তাদের প্রাধান্য যত বেশি সম্ভব ধরে রাখার জন্য। বিভিন্ন সময় বলেছি ক্রীড়াঙ্গনের সমস্যাটি মূলত রাজনৈতিক। তাই রাজনৈতিকভাবেই এর সমাধান খুঁজতে হবে। অনেক কথা লেখার দরকার আছে। পরবর্তীতে লিখবো। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস অলিম্পিক আন্দোলনের একজন প্রথম সারির সেনাপতি। আশা করবো দেশের ক্রীড়াঙ্গনের দুর্বলতা জটিলতা ও প্রধান সমস্যাগুলোর সমাধান এবং মেরামত করার ক্ষেত্রে তিনি আগ্রহ দেখাবেন। এই সুযোগ আর আসবে না।

প্রকৃত সংগঠকের জন্য হোক ক্রীড়াঙ্গন

মোরসালিন আহমেদ

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সরকার পরিবর্তনের পর দেশের প্রতিটি সেক্টরেই সংস্কারের দাবি উঠতে শুরু করেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ায় ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে ক্রমশ : এ দাবি জোরদার হচ্ছে। বিশেষ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ক্রীড়াবান্ধব ও সদ্যসমাপ্ত ফ্রান্সের প্যারিস অলিম্পিক গেমসের অন্যতম পরিকল্পনাকারী হওয়ায় সবার ধারণা ক্রীড়াঙ্গনে আমূল পরিবর্তন আসতে পারে। ইতোমধ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনিই এখন ক্রীড়াঙ্গনের নতুন অভিভাবক। তারুণ্যের অহংকার মেধাবী শিক্ষার্থী আসিফ মাহমুদ এর নেতৃত্বে ক্রীড়াঙ্গনে সব ধরনের বৈষম্য দূর হয়ে দেশের ক্রীড়াঙ্গন আবারও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে এমনটাই প্রত্যাশা করছেন দেশবাসী।

একইভাবে ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞমহল মনে করেন, দেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে জাতি, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ক্রীড়াঙ্গনে প্রকৃত সংগঠকদের এ মুহূর্তে ভীষণ জরুরি। তবে অপ্রিয় হলেও সত্যি, ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনের অতীত ইতিহাস খুব একটা সুখকর নয়। যখন যে দল ক্ষমতায় এসেছেন সেই দলই তখন যাছাই-বাছাই না করে নিজেদের ইচ্ছে মতো বিভিন্ন ফেডারেশন সাজিয়েছেন। যে কারণে স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় গর্ব করার মতো তেমন কোনো সাফল্য নেই। ১৯৮৪ সাল থেকে বিশ্ব ক্রীড়ার সর্বোচ্চ আসর অলিম্পিক গেমসে দেশসেরা ক্রীড়াবিদরা কেবল অংশগ্রহণই করে যাচ্ছেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তারা যাওয়া-আসার মধ্যে রয়েছেন। অথচ একটি বারও তারা নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি। প্রতিটি অলিম্পিক গেমস মানেই হিটে বাদ পড়ে দেশে ফেরা। এর আগে ১৯৭৮ সাল থেকে লাল-সবুজ পতাকাধারী ক্রীড়াবিদরা অংশ নিচ্ছেন কমনওয়েলথ গেমসে। অর্জন ২টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জ। এশিয়ান গেমসেও আমাদের যাত্রা ১৯৭৮ সাল থেকে। অর্জন ১টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য, ৮টি ব্রোঞ্জ। এদিকে ২০০৫ সাল থেকে শুরু হওয়া ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে অর্জন ১টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য, ৪টি ব্রোঞ্জ। অপরদিকে দক্ষিণ এশীয় গেমসেও আমরা যোজন যোজন পিছিয়ে। কখনই শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে পারিনি। ১৯৮৪ সাল থেকে আজ অবধি এ গেমসের পদক তালিকায় দলগতভাবে মাত্র দুইবার তৃতীয় হয়েছি। সর্বসাকুল্যে ১৩টি আসর থেকে অর্জিত পদকের সংখ্যা ৮৬টি স্বর্ণ, ২১০টি রৌপ্য ও ৪৯২টি ব্রোঞ্জ। পাঁচ দশক পেরিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের এ অর্জন যথেষ্ট নয়। বাস্তবমুখী উদ্যোগ আর পদক্ষেপ থাকলে হয়তো আরও সাফল্য আসার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যোগ্য সংগঠকদের অভাবে সম্ভব হয়নি। যে কারণে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনেও আমরা সেভাবে এগোতে পারিনি।

ক্রীড়ায় এগিয়ে যেতে হলে যে আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দরকার তা আমাদের ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে বড়ই অভাব। ফলে ছোটখাটো সাফল্যে নিয়েই প্রাপ্তির ঢেকুর তুলতে হচ্ছে। এ মুহূর্তে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ৩৯টি ক্রীড়া ফেডারেশন ও ১৬টি ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশনসহ মোট ৫৫টি ক্রীড়াবিষয়ক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে সিংহভাগ আন্তর্জাতিকমানের ক্রীড়া অবকাঠামো নেই। নেই খেলার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রকট অভাব। দেশের বাইরে দল প্রেরণে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি ফেডারেশন ছাড়া সবারই ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে চার পাঁচটি ছাড়া যারাই বিভিন্ন সময় ফেডারেশনের দায়িত্বে এসেছেন তারা নিজেদের ক্ষমতা বগলদাবা করে কেবল সময় কাটিয়েছেন আর বিদেশ সফর করে ইবনে বতুতা সাজার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কিভাবে খেলাটির উন্নতি করা যায়, কিভাবে খেলোয়াড়দের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়, কিভাবে অর্থসঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসা যায়- সেদিকে নজর ছিল না। তাদের এমন খামখেয়ালীপনার কারণে আজ ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গন খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে নিজেরা উদ্যোগী না হয়ে কখনও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কিংবা কখনও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উপর দায় চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

শুধু তাই নয়, ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গন পিছিয়ে যাওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে ক্রীড়াঙ্গনের নির্বাচনী পদ্ধতি। একসময় অ্যাডহক কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন ফেডারেশনের পরিচালিত হতো। যেখানে রাজনৈতিক ভিন্নমত থাকলেও সিংহভাগই খেলাধুলার মানুষ সেসব কমিটিতে স্থান পেতেন। যখন নির্বাচনী প্রচলন শুরু হলো সেই তখন থেকেই বিভিন্ন ফেডারেশনে রাজনৈতিক পরিচয়ে ক্রীড়াঙ্গনের বাইরের লোকজনের প্রবেশ শুরু। শুধু কি তাই! যখন নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন যোগ্যব্যক্তিরা জায়গা পাচ্ছেন কিনা এ নিয়ে নীতিনির্ধারকরা কতটা দেখভাল বা যাছাই-বাছাই করেন তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা সুখকর নয়! গত দু' তিন দশক ধরে প্রতিটি ফেডারেশনের কমিটি গঠনে দেখা যায়- যে কোনো দিন ঠিকমতো ক্রীড়াঙ্গনেই পা রাখতেন না, তারাও ছলেবলে কৌশলে রাজনৈতিক পরিচয়ে কর্মকর্তা বনে যাচ্ছেন। এর ফলে অসংগঠকদের ভিড়ে পোড়খাওয়া সংগঠকরা আড়ালে থেকে যাচ্ছেন। এমন কি চরম অবহেলায় একসময় তারা ক্রীড়াঙ্গন থেকেই হারিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে শৌখিনতার বশে যারা ক্রীড়াঙ্গনে আসছেন তারা খেলাধুলা ছিকোয় তুলে নিজেদের আখের গোছান! একসময় রাজনৈতিক পট প্রেক্ষাপটে তারা আবার এ আঙিনা ছেড়ে চলেও যান। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার ক্রীড়াঙ্গনেই হচ্ছে।

যদি প্রবীণ-নবীন এর সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হতো তাহলে ক্রীড়াঙ্গন আরও বেগবান হতে পারতো। কিন্তু ঘাপটি মেরে বসে থাকা এক শ্রেণির ক্রীড়াজীবী সংগঠকরা তাদের ভোটের আধিক্য শক্তিশালী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দীর্ঘ দিন ধরে তা হতে দিচ্ছেন না। এক্ষেত্রে প্রকৃত সংগঠকরা আসুক কিংবা না আসুক সেদিকে নজর নেই। কিভাবে তারা তাদের পরিচিত জনদের নিয়ে কমিটি সাজিয়ে বারবার নির্বাচিত হবেন সেই ধান্ধায় থাকেন। সরকার পরিবর্তন হয় কিন্তু তাদের পরিবর্তন হয় না। অলওয়েজ তারা গর্ভমেন্ট পার্টি রোল প্লে করেন। তাদের হাতে ক্রীড়াঙ্গনটা রীতিমতো জিম্মি হয়ে পড়েছে। এবার এ বৈষম্যে অবসানের সুযোগ এসেছে। কিন্তু কিভাবে দীর্ঘ দিনের এসব ধুলোবালি আবর্জনা পরিষ্কার হবে তা দেখার বিষয়। সংস্কারের মাধ্যমে যদি প্রকৃত সংগঠকরা আসতে পারেন তাহলে অভিজ্ঞদের থেকে নবীনরা কাজ শেখার সুযোগ পাবেন। এক্ষেত্রে নতুন নতুন ক্রীড়া সংগঠক সৃষ্টিতে পাইপলাইন তৈরি হবে। আবার প্রবীণরা তাদের মেধা দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে কীভাবে খেলাটির উন্নতি করা যায়- বাস্তবমুখী উদ্যোগ নিতে পারবেন। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্যি ক্রীড়াঙ্গনে কি আসলেই ক্রীড়ার মানুষ পাওয়া যায়? এমন চিত্র তৃণমূল থেকে শুরু করে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা, জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন আর ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশন সর্বত্র একটা হাহাকার পরিবেশ

লক্ষ্য করা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয়ে প্রকৃত সংগঠকরা আসতে পারছেন না। যিনি যে ফেডারেশনের যোগ্য ও অভিজ্ঞ তাকে সেই ফেডারেশনে যাওয়া উচিত। ক্রীড়াটা এখন টেকনিক্যাল নির্ভর। অথচ ননটেকনিক্যালদের ভিড়ে পুরো ক্রীড়াঙ্গনটাই ভরে গেছে। এসব কারণে পুরো ক্রীড়াঙ্গনটাই না আবার মুখ থুবড়ে পড়ে সেটাই এখন ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ক্রীড়াঙ্গন সংস্কারের যৌক্তিক দাবী উঠতে শুরু করেছে। ক্রীড়াঙ্গন গড়াপেটার ক্ষেত্রে অন্তপ্রাণ ক্রীড়া সংগঠক আর ক্রীড়াপ্রেমী সবাই সিস্টেমের পরিবর্তন দেখতে চান। যিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি কোটা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। এ কারণেই সবাই এবার ক্রীড়াঙ্গনের প্রতিটি সেক্টরে সংস্কারের স্বপ্ন দেখছেন। অতীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কেবল ক্রীড়া ফেডারেশন-অ্যাসোসিয়েশন থেকে সভাপতি যিনি থাকতেন তাকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু এবার শুধু সভাপতিই নয়, সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু করে পুরো কমিটিতেই সংস্কার দেখতে চান ক্রীড়াপ্রেমীরা। সেই সংস্কারের মধ্যে সবাই এমন ব্যক্তিকে চান, যিনি ক্রীড়ার মানুষ হবেন। সে যেই দলেরই হোক না কেনো তিনি যদি ক্রীড়াঙ্গনের মানুষ হোন তাহলে তাকে রাজনৈতিক ট্যাগ না লাগিয়ে ক্রীড়াঙ্গনের সেবা করার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এমনটাই মনে করেন ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞমহল। আবার যারা 'কী পয়েন্ট' -এ দীর্ঘ দিন ধরে ফেডারেশনের পদ আকড়ে রেখেছেন কিন্তু খেলাটির কাঙ্ক্ষিত কোনো উন্নতি করতে পারেননি তাদের বদলে নতুনদের সুযোগ দেওয়ার দাবি উঠছে। ঠিক একইভাবে যারা লম্বাসময় ধরে ফেডারেশনকে সচল রেখেছেন ও আন্তর্জাতিক সাফল্যে অর্জনে ভূমিকা রেখেছেন তাদের রাখারও যৌক্তিকতা রয়েছে। তবে কেউই একই কমিটিতে দুই মেয়াদের বেশি একই পদে থাকতে পারবেন না- এ পরিবর্তনটাই এখন প্রাণের দাবি হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, কোনো সংগঠক যাতে দুই এর অধিক ফেডারেশনে থাকতে না পারেন সেটিরও সংস্কার জরুরি। তেমননি ফেডারেশন ঢেলে সাজাতে প্রাণবন্ত তারুণ্যনির্ভর সংগঠকরা যাতে সমান সুযোগ পান সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। একই সঙ্গে যারা যোগ্য ছিলেন অথচ বিভিন্ন সময় অবহেলার শিকার হয়েছেন তাদেরও বিবেচনায় রাখা জরুরি। মূল কথা হচ্ছে প্রকৃত সংগঠকের জন্যই হোক ক্রীড়াঙ্গন। ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের প্রথম ধাপ হিসেবে বর্তমানে যেসব ফেডারেশনে অ্যাডহক কমিটি রয়েছে সেগুলো ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংস্কার কাজ শুরু করা যেতে পারে। দ্বিতীয় ধাপে যেসব কমিটি ভাঙলে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার সম্ভাবনা নেই সেগুলো ভেবে-চিন্তে অ্যাডহক কমিটির মাধ্যমে পুর্নগঠন করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। তবে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডসহ আরও এমন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফেডারেশন রয়েছে যেগুলো হুট করে সংস্কার করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এমন কি, এসব কারণে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই এ নিয়ে তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। বরং সময় নিয়ে উদ্যোগী হওয়া দরকার। কিন্তু তৃণমূল থেকে যদি ক্রীড়াঙ্গনের আমূল সংস্কার করতে হয় তাহলে ধীরগতিতে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থায় ধাপে ধাপে এগোতে হবে। সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দিলে না আবার আইনি জটিলতায় পড়তে হয়- সেটাও ভেবে নিতে হবে। সত্যিকার অর্থে দীর্ঘ দিনের বৈষম্য দূরীকরণে লম্বা সময় প্রয়োজন।

তবে সংস্কারের পাশাপাশি ফেডারেশনগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা জরুরি। সেই সঙ্গে ক্রীড়াঙ্গনে আপদকালীন একটা 'সমন্বয় কমিটি' গঠন এখন সময়ের দাবি হয়ে উঠছে। যারা ফেডারেশনগুলোর কার্যক্রমে নজরদারি রাখবেন। কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের ভেন্যুতে ঘুরে ঘুরে সমস্যা চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্টদের কাছে সুপারিশ করবেন। ট্রেনিংকালে খেলোয়াড়দের আবাসন ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত, ডিসিপ্লিনের ধরণ দেখে কার কেমন নিউট্রেশন প্রয়োজন, ট্রেনিং ব্যবস্থা মানসম্পন্ন কি-না এগুলোয় নজরদারি বেশি আনতে হবে। এমন কি অভিজ্ঞতার আলোকে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট কমিটিকে সহায়তার চেষ্টা করতে হবে। এদিকে যারা অভিজ্ঞ অথচ ফেডারেশনের কমিটিতে নেই কিংবা কাউন্সিলর নন তাদেরও বিভিন্ন উপ-কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখা যেতে পারে। সেটা সাবেক তারকা খেলোয়াড় হতে পারেন, হতে পারেন একজন সংগঠক কিংবা সজ্জনব্যক্তি। বিশেষ করে ক্রীড়া উন্নয়নে এ ধরনের কালচার গড়ে উঠা জরুরি। একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় বা সংগঠক অভিজ্ঞতার আলোকে ক্রীড়াঙ্গনকে তাঁর অনেক কিছুই দেওয়ার আছে। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি এ দেশে অভিজ্ঞদের ততটা মূল্যায়ন খুব একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু বর্হিবিশ্বে অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই। তাদের পরামর্শে এক একটি দেশ আজ বিশ্ব ক্রীড়ায় পরাশক্তি হয়ে উঠছে। যারা দায়িত্বশীল পদে রয়েছেন তারাও তো অভিজ্ঞদের ডেকে এনে পরামর্শ নিতে পারেন। কিংবা ক্রীড়া উন্নয়নে কী কী করণীয় রয়েছে সে সর্ম্পকে জানতে পারেন। তাদের পরামর্শ যে নিতে হবে তা নয়। অন্তত তারা কি বলতে চান যে সুযোগ করে দিলেও হয়! এদিকে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত দেশবরেণ্য ক্রীড়া সংগঠক উইং কমান্ডার অব. মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমি মনে করি খেলাধুলার মাধ্যমে বেড়ে ওঠা ব্যক্তিবর্গদের নিয়েই আমাদের ক্রীড়াকর্ম গড়ে উঠা দরকার। কেননা অভিজ্ঞরাই সময়োচিত নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পরিকল্পনা দেশীয় ক্রীড়াঙ্গনকে অনেক দূর এগিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। একই সঙ্গে খেলাধুলার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে দেশপ্রেমে জাগ্রত করে তোলা সম্ভব হবে।

ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার নারী ক্রীড়াবিদরা

শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সামনে জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার আমিনুল হকের নেতৃত্বে 'ক্রীড়াঙ্গনের দুর্নীতি ও আওয়ামী দুঃশাসন'-এর বিরুদ্ধে ক্রীড়া সংগঠকদের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

স্বেচ্ছাচারিতায় ভঙ্গুর ক্রিকেট কাঠামো

● সেকান্দার আলী ●

নগরে আগুন লাগলে দেবালয় এড়ায় না। দেশে যখন সংস্কারের ছোঁয়া লেগেছে, ক্রীড়াঙ্গন তা এড়াতে পারে না। ১৫ বছর ধরে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে দখলদারিত্বের একটা রাজত্ব চলেছে। বেশির ভাগ ক্রীড়া ফেডারেশন হয়ে পড়েছে এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি), বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ) পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করেছেন তিনজন সংগঠক নাজমুল হাসান পাপন, কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ও সৈয়দ শাহেদ রেজা। নাজমুল হাসান পাপন বিসিবিকে বেক্সিমকো গ্রুপের সম্পদ বানিয়ে ফেলেছিলেন। সালমান এফ রহমান যেভাবে চেয়েছেন, সেভাবে বিসিবি পরিচালনা পর্ষদ সাজাতে চেষ্টা করেছেন পাপন। বিসিবির নামই হয়ে গিয়েছিল বেক্সিমকো ক্রিকেট বোর্ড। ঢাকার ক্লাব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রণ, ভোটবাণিজ্য, বিপিএলকে গলাটিপে হত্যা করেছেন তাঁরা। আর বিসিবিতে সব খারাপ কাজের অনুঘটক ছিলেন পরিচালক ইসমাইল হায়দার মল্লিক। গত ১২ বছরে টেবিলের নিচে দিয়ে দুই হাত ভরে অবৈধ টাকা উপার্জন করেছেন তিনি। নিজের অনুসারী এবং চাটুকারদের সম্পদের ভাগও দিয়েছেন। জিকরুল আকাশ, ওমর রতন, সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া সুবিধাভোগীদের মধ্যে অন্যতম। মল্লিক ও বেক্সিমকো থেকে মনোনিত সুবিধাভোগী ক্রিকেট সংগঠক ছিলেন তাঁরা।

ক্রিকেটে বেক্সিমকোর উত্থান পাপনের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে। আ হ ম মোস্তফা কামাল আইসিসির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় ২০১২ সালে বিসিবি সভাপতির পদ ছাড়ার বাধ্যবাধকতা ছিল। সে সময় সাবের হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি গ্রুপ বোর্ডের দখল পেতে চেষ্টা করেন। সাবেক পরিচালক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু তখন পাপনকে বিসিবি সভাপতি হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। লিপু তখন বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন নিয়ে অ্যাডহক ভিত্তিতে সভাপতি হন পাপন। তাঁর পেছন পেছন বিসিবির দখল নেন মল্লিক গং। পরোক্ষে বোর্ড সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন তিনি। মল্লিক এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন যে গত এক যুগে দেশের ক্রিকেটকে চর দখলের মতো নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। বিসিবির কোনো ফাইল খোলা হতো না তাঁর কথা ছাড়া। ভৈরব এবং বেক্সিমকো থেকে এক থেকে দেড় শ জনকে চুক্তিভিত্তিক অবৈধ নিয়োগ দিয়েছেন তিনি। বেতন নেওয়া ছাড়া যাঁদের কোনো কাজ ছিল না বিসিবিতে। মল্লিক এতটাই ক্ষমতাবান ছিলেন যে গেট থেকে তাঁকে রিসিভ করতে হতো। নিজেকে দেশের ও ক্রিকেটের বড় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি।

বাংলাদেশের ক্রিকেটে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল ঢাকা ক্রিকেট লিগ। তৃতীয় বিভাগ, দ্বিতীয়, প্রথম এবং প্রিমিয়ার লিগে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট খেলা হতো। প্রতিবছর অনেক ক্রিকেটার উঠে এসেছে লিগ থেকে। পাপন-মল্লিকের স্বেচ্ছাচারিতায় ঢাকা লিগ মুমূর্ষু। ঢাকার প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ (ডিপিএল) পরিণত হয়েছে একদলীয় ক্রিকেট লিগে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নেশায় জাতীয় দলের সব ক্রিকেটার কিনে নিত আবাহনী লিমিটেড। প্রাইম ব্যাংক, গাজী গ্রুপ ভালো দল গড়েও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি স্বৈরাচারিত্বের কারণে। ঢাকা লিগ ধ্বংসের পেছনে কুশীলব ছিলেন বিসিবি পরিচালক খালেদ মাহমুদ সুজন। নিজেকে চ্যাম্পিয়ন কোচ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে, বেক্সিমকোর সালমান এফ রহমানকে খুশি করতে ক্রিকেটারদের কয়েকটি ক্লাবে খেলতে বাধ্য করতেন তিনি। আম্পায়ার কাজে লাগিয়ে অবৈধ সুবিধা নিতে দারুণ পারদর্শী ছিলেন জাতীয় দলের সাবেক এ অধিনায়ক। তিনি কতটা কূটকৌশলী একটি উদাহরণ দিলে তা পরিষ্কার হবে, বেশ আগে মল্লিকের সঙ্গে আবাহনীর কর্মকর্তাদের কথা হচ্ছিল শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে, সেখানে তিনি সহকর্মীদের বলেন, 'আমাদের চ্যাম্পিয়ন হতে হলে "গিরিংগি" কোচ লাগবে।

খালেদ মাহমুদ ছাড়া এটা কেউ করতে পারবে না। যে কথা সেই কাজ, প্রাইম ব্যাংকের চাকরি থেকে পদত্যাগ করিয়ে বেক্সিমকোতে নিয়োগ দেওয়া হয় তাঁকে।

ক্ষমতার সবটা কাজে লাগিয়ে সুজন ঢাকা লিগকে তিল তিল করে শেষ করেন। বিসিবি গেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেন তাঁর অনুগত ক্রিকেটারদের। সুজনের দৌরাত্ম্যের কারণে গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর মতো সংগঠক দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হতে পারেননি। অথচ পাপনের ক্রিকেট সংগঠক হয়ে উঠার পেছনে লিপুর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ সোহেল ও মল্লিক মিলে বিপিএলটাকে ধ্বংস করেছেন। টিভি সম্প্রচার, গ্রাউন্ডস রাইসে গোপন আতাতের কারণে বিসিবি লাভবান হতে পারেনি। বিসিবি পাপন যেভাব গাজী টিভিকে অর্থছাড় দিয়েছেন, তার সঠিক তদন্ত হলে এক ফাইল থেকেই ভুরিভুরি অনিয়ম বেরিয়ে আসবে। যেখানে টিভি কোম্পানি থেকে মামলা করে টাকা তোলার কথা, সেখানে ছাড় দেওয়া নিয়ম হয়ে গেছে। বিসিবি প্রশাসন তাদের ওয়েবসাইটে কত টাকায় স্বত্ব বিক্রি হয়েছে, সে তথ্য দিলেও কত টাকা পাওয়া গেছে, তা দেয় না। সাংবাদিকরা জানতে চাইলে গোপন তথ্য বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।

বিসিবি সম্প্রতি বড় কিছু কাজ হাতে নিয়েছিল, পূর্বাচলে ৩৮ একর জমির ওপর নৌকার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণ, ঢাকাসহ দেশের জেলায় জেলায় মাঠ কিনতে চেয়েছিল। মাঠের জন্য জমি কেনার লড়াই শুরু হয় কতিপয় পরিচালকের মধ্যে। সাধারণ থেকে বিত্তবান, অভিজাত হয়ে উঠেন মল্লিক। ঢাকা ক্লাবের সদস্যপদ নিয়েছেন কোটি টাকা বিনিয়োগ করে। আসলে পাপনঘেঁষা সব পরিচালক বিসিবিকে টাকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সরকারের রোষানলে পড়ার ভয়ে ভেতরের অনিয়মগুলো প্রকাশ করার সাহস পাননি কেউ। দুই পরিচালক মল্লিক, সুজনের হম্বিতম্বি তো ছিলই। সাংবাদিককে পর্যন্ত দেখে নেওয়া, ক্রীড়াঙ্গন থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিয়ে গেছেন তাঁরা। জালাল ইউনুসরা যুগের পর যুগ ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তা থাকলেও খেলার উন্নয়নে ভূমিকা নেই বললে চলে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছের মানুষ হওয়ায় প্রয়াত রাষ্ট্রপতির ছেলে পাপনের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে দেশের ক্রিকেটের পাইপলাইন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে। খেলোয়াড়র, সংগঠকদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করতে মিথ্যাচার করায় দারুণ পারদর্শী ছিলেন তিনি। গোপন কোনো নথি বা বিষয় নিয়ে সংবাদ পরিবেশন হলে মিডিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে অবলিলায় বলে দিতেন 'মিথ্যা সংবাদ'। এ রকম কিছু ঘটেইনি। অথচ বিসিবির কোনো তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করতে দিতেন না বোর্ড সভাপতি। ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ভরাডুবির মূল্যায়ন রিপোর্ট পরিচালকদেরও আজও দেখাননি তিনি। সবচেয়ে বড় কথা নিজেদের ব্যর্থতাকে মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতাই ছিল না বর্তমান বোর্ড কর্মকর্তাদের। কথা কথায় 'সাবেক প্রধানমন্ত্রী'র কাছে ফোন করে কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করতেন সভাপতি। এই পরিস্থিতিতে দেশের ক্রিকেটকে সংস্কার করা জরুরি হয়ে গেছে বলে মনে করেন বঞ্চিত সংগঠকেরা। বিএনপিপন্থী ক্রিকেট সংগঠকেরা দল বেঁধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। পরিচালনা পর্ষদের বর্তমান কমিটি ভেঙে দেওয়ার দাবি তুলেছেন তাঁরা। যদিও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকে (আইসিসি) ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত পরিচালকেরা পরিচালনা পর্ষদ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। এভাবে চলতে থাকলে বঞ্চিত সংগঠকেরা সহিংসতার পথে হাঁটতে পারেন। দেশের ক্রিকেট এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে না। অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে বিপিএলের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট আয়োজন করা। সবচেয়ে বড় কথা খালেদ মাহমুদ সুজন, জালাল ইউনুস, সালাউদ্দিন চৌধুরী, ইফতেখার আহমেদ মিঠুদের কথা আর কেউ শুনতে বা মানতে বাধ্য নন। মিডিয়াও তাঁদের কথা শুনবে না হয়তো। বেসরকারি একটি টিভি চ্যানেলকে ব্যবহার করে জালাল-মাহমুদ যাঁকে খুশি তাঁকে ভিলেন বানাতেও পারবেন না। কারণ, তাঁদের অনুগত একটি চ্যানেল বিপ্লবীরা পুড়িয়ে দিয়েছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের সব প্রতিষ্ঠানে হাত দেওয়া শুরু করেছেন। পরিচ্ছন্ন ক্রীড়াঙ্গন গড়ে তুলতে পরিবারতন্ত্র বিলুপ্ত হতে পারে। ভয়ের সংস্কৃতি দূর হতে পারে সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে। অবশ্য সবকিছুই নির্ভর করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাঁরা থাকেন, তাদের ওপর।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যাটে-বলে আলো ছড়ালেন যাঁরা

ভারতের অপরাজিত শিরোপা জয়ের মাধ্যমে পর্দা নেমেছে আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসরের। ম্যান অব দ্য ফাইনাল : ভিরাট কোহলির অনবদ্য ৭৬ রানের ইনিংসের ওপর ভর করে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ২০০৭ সালের প্রথম আসরের ১৭ বছর পর আবারও শিরোপা পুনরুদ্ধার করল ভারত। এবারের বিশ্বকাপে দেখা গেছে বোলারদের দাপট। চলুন জেনে নিই এবারের বিশ্বকাপে ব্যাট ও বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন কারা। শীর্ষ ব্যাটারের তালিকায় সবার ওপরেই রয়েছেন আফগান ব্যাটার রহমানউল্লাহ গুরবাজ। ৮ ম্যাচে ৩৫.১২ গড়ে ২৮১ রান করেছেন তিনি। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মা। সমানসংখ্যক ম্যাচ খেলে তাঁর রানের সংখ্যা ২৫৭। ৭ ম্যাচে ২৫৫ রান করে তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে অজি ওপেনার হেড। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ফাইনালে তোলা কুইন্টন ডি ককের রান ৯ ম্যাচে ২৪৩, গড় ২৭। ৫ নম্বরে আছেন আরেক আফগান ব্যাটার ইব্রাহিম জাদরান। তাঁর রানের সংখ্যা ২৩১। জাদরানের পরেই রয়েছেন তালিকায় জায়গা পাওয়া একমাত্র ক্যারিবিয়ান ব্যাটার নিকোলাস পুরান। তিনি করেছেন ৭ ম্যাচে ২২৮ রান। প্রথমবারের মতো সবাইকে চমকে গিয়ে সুপার এইটে জায়গা করে নেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের আন্দ্রিস গস ও জায়গা পেয়েছেন এই তালিকায়। ৬ ম্যাচে তাঁর রান ২১৯, গড় ৪৩.৮০, যা তালিকার সবার চেয়ে বেশি। ৮ নম্বরে আছেন ইংলিশ অধিনায়ক জস বাটলার। ৭ ইনিংসে তাঁর রান ২১৪। ১৯৯ রান করে ৯ নম্বর অবস্থানে আছেন ভারতের সুরিয়া কুমার যাদব। শীর্ষ রান সংগ্রহকের তালিকায় ১০ নম্বরে আছেন প্রোটিয়া ব্যাটার হেনরিখ ক্লাসেন, ৮ ইনিংসে তাঁর রান ১৯০। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ এ সর্বোচ্চ উইকেট নিয়েছেন যৌথভাবে আফগানিস্তানের ফজলহক ফারুকি ও ভারতের আর্শদ্বীপ সিং। দুজনেই সমান ১৭টি করে উইকেট নিয়েছেন। তারপরই আছেন ভারতীয় পেসার জাসপ্রীত বুমরাহ। এবারের বিশ্বকাপে ৮ ইনিংসে বল করে ১৫ উইকেট শিকার করেছেন বুমরাহ। বিশ্বকাপে তাঁর ইকোনমি ছিল মাত্র ৪.১৭ এবং ম্যাচপ্রতি গড়ে রান দিয়েছেন মাত্র ৮.২৬। এ কারণেই টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার উঠেছে বুমরাহর হাতে। সমান ১৬টি উইকেট পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে ফাইনালে তোলা আনরিখ নরকিয়াও।

প্রথমবারের মতো আফগানিস্তানকে সেমিফাইনালে তোলা রাশিদ খান ৮ ম্যাচে পেয়েছেন ১৪ উইকেট। অন্যদিকে বাংলাদেশ সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হলেও ১ ম্যাচ কম খেলে বাংলাদেশের লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন ও শিকার করেছেন ১৪ উইকেট। ১৩টি করে উইকেট পেয়েছেন যথাক্রমে আফগানিস্তানের নাভিন উল হক, দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা, অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের আলজারি জোসেফ।

৭ ম্যাচ খেলে বাংলাদেশের তরুণ পেসার তানজিম হাসান সাকিব নিয়েছেন ১১টি উইকেট। সমানসংখ্যক ম্যাচ খেলে সমানসংখ্যক উইকেট নিয়েছেন ক্যারিবিয়ান বোলার আন্দ্রে রাসেল। ১ ম্যাচ বেশি খেলে সমান ১১টি উইকেট নিয়েছেন প্রোটিয়া বোলার কেশব মহারাজ।

মেহেদী হাসান জনি

কলুষতামুক্ত ক্রীড়াঙ্গনের প্রত্যাশা

● রফিকুল ইসলাম কামাল ●

ঐতিহাসিক এক সময় পার করছে বাংলাদেশ। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে বদলে গেছে দৃশ্যপট। পুরোনো সরকারের বিদায় হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। সামনে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে আরেকটি নির্বাচিত সরকার হয়তো আমরা দেখতে পাবো। এই যুগসন্ধিক্ষণে চারদিকে পরিবর্তনে সুর শোনা যাচ্ছে। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনও বাদ যাচ্ছে না এই সুরের মূর্ছনা থেকে। এই অঙ্গনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে কানাঘুষা চলছে। অতীতের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনাও চলছে জোরেশোরে। সবাই চাচ্ছেন সুপরিবর্তন, ইতিবাচকতা।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পেয়েছেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। জীর্ণ-পুরোনোকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে তার নেতৃত্বে দেশের ক্রীড়াঙ্গন ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকেই এগোবে–এমন প্রত্যাশা এখন আর বাহুল্যতা নয়। এই তরুণ তুর্কি তথা নতুন সরকারের কাছে মোটা দাগে দু'টি প্রত্যাশা রাখতে চাই। প্রথমত, গোটা ক্রীড়াঙ্গন রাজনীতি, দুর্নীতি আর অনিয়মের কলুষতা থেকে মুক্তি পাক। দ্বিতীয়ত, সমস্যাগুলো সারিয়ে ক্রীড়াঙ্গন হোক স্মার্ট।

দুই.

বস্তুত দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনীতির যে কলুষতা, সেটা ক্রীড়াঙ্গনেও চেপে বসে। বাংলাদেশের কথা যদি স্পষ্ট করে বলা হয়, ক্রীড়াঙ্গনের একটা খাতও পাওয়া যাবে না যেটা রাজনীতিমুক্ত। সঙ্গে যোগ করেন দুর্নীতি। এ দুইয়ে মিলে ক্রীড়াঙ্গনে চলছে হরিলুট। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত, দেশ ছেড়ে পলাতক পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজির আহমেদ। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দাবা ফেডারেশনের সভাপতি পদ আকড়ে আছেন। মুমিনুল হক সাঈদ ক্যাসিনো কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত। অথচ আওয়ামী লীগের ছত্রচ্ছায়ায় তিনি হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক! বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়। কিন্তু দলীয় প্রভাব না থাকলে কেউই এই পর্ষদে আসতে পারেন না। বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন যদি আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি বা নেতা না হতেন, তার পক্ষে এই পদে আসা সম্ভব ছিল না। শেখ কামালের বন্ধু পরিচয়ে দেড় দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতির পদ আকড়ে আছেন কাজী সালাউদ্দিন। একই পরিচয়ে এক যুগ ধরে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব পদে আছেন সৈয়দ শাহেদ রেজা। এমবি সাইফ মোল্লা সাঁতারু ছিলেন, সাঁতার সংগঠকও ছিলেন না; অথচ তিনি আওয়ামী লীগ দলীয় প্রভাবে সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বনে আছেন বহুদিন ধরে। বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ সরকারের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী নসরুল হামিদের ছোট ভাই পরিচয়ে শুটিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে তিন মেয়াদ ধরে বসে আছেন ইন্তিখাবুল হামিদ। অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনেও রাজনীতির ছায়া; এখানে আওয়ামী লীগ পরিচয়ে আব্দুর রকিব মন্টু সাধারণ সম্পাদকের চেয়ার দখলে রেখেছেন। ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতি আওয়ামী লীগদলীয় মেয়র আতিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক একই দলের আশিকুর রহমান মিকু। উশু ফেডারেশনের সভাপতি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সোবহান গোলাপ। কোনটা রেখে কোনটা বলবেন, তালিকা যে অনেক লম্বা! দেশের জেলা বা বিভাগীয় প্রত্যেকটা ক্রীড়া সংস্থায় যে রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিতা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে, সেটা বলাই বাহুল্য। এর আগে যারা সরকারে ছিলেন, সে সময়ও একই দৃশ্যপট ছিল।

যদি সুফল আসতো, স্বচ্ছতা আর জবাবদিহিতা থাকতো, তাহলে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে কথা না বললেও চলতো। কিন্তু ফলাফল কোথায়? এক ক্রিকেট ছাড়া আর ফেডারেশন বা সংস্থা ন্যূনতম ভালো করতে পারছে? ফুটবল, অ্যাথলেটিকস সবই তো ধ্বংস। এই যে প্যারিস অলিম্পিক গেল, বাংলাদেশের অর্জন ডাবল জিরো! নামেই কেবল অংশগ্রহণ, একটা ইভেন্টেও ন্যূনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেই আমাদের কারো নাম। প্রত্যেকটা ফেডারেশনে অস্বচ্ছতা, দুর্নীতি জেঁকে বসেছে। অনেকেই হয়তো বিসিবিতে স্বচ্ছতা আছে, এই দাবি তুলবেন। অথচ দেখুন, দেশের সকল ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ, সংস্কারের দায়িত্ব জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের। কিন্তু বিসিবি পরিষদকে পাশ কাটিয়ে নিজেরাই স্থাপনা নির্মাণ ও সংস্কারে টাকা খরচ করে। কারণ কী? কারণ, নিজেরা টাকা খরচ করলে নয়-ছয়ের সুযোগ সহজ হয়। বাংলাদেশ জাতীয় দলের মিডিয়া রাইটস, টিভি স্বত্ব, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ বিপিএলসহ নানা আর্থিক উৎস বিসিবির পরিচালকদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। আইসিসি, এসিসি কিংবা স্পন্সর বাবদ বিপুল অর্থের আয় কিংবা ব্যয়ের প্রতিবেদন প্রকাশ করে না বিসিবি।

আমাদের যে নতুনের হাওয়া লেগেছে সর্বত্র, এই হাওয়ায় ক্রীড়াঙ্গনের দূষিত গন্ধ যেন দূর হয়ে যায়। রাজনৈতিক বিবেচনায় যারা বছরের পর বছর ধরে পদ আকড়ে আছেন, সর্বেসর্বা বনে গেছেন, তাদের যেন বিদায়ঘণ্টা বেজে ওঠে; ইতোমধ্যে কেউ কেউ নিজ থেকে পদত্যাগ করে মান বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। যারা প্রকৃত ক্রীড়া সংগঠক, যারা নিবেদিতপ্রাণ, যাদের মাধ্যমে ভালো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাদেরকে ক্রীড়াঙ্গনের নেতৃত্বে নিয়ে আসা হোক। দুর্নীতির যে কালো ছায়া ফেডারেশনগুলোকে ঘিরে আছে, এর অবসান জরুরি। প্রত্যেক ফেডারেশনে যাতে স্বচ্ছতার সাথে আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করে, নতুন সরকারের দায়িত্বশীলদের এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার নেতৃত্বে আছেন, এমন অনেক ব্যক্তি আবার ফেডারেশনের দায়িত্বেও আছেন। এই প্রবণতা বন্ধ করা প্রয়োজন। যিনি ফেডারেশনে থাকবেন, তিনি জেলায় থাকবেন না; জেলায় থাকলে ফেডারেশনে নয়–এমনটা হলে ক্রীড়াঙ্গনই উপকৃত হবে; কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্টের বিষয়ও থাকবে না। খুব বেশি দক্ষ, যোগ্য না হলে কোনো ফেডারেশনেই যাতে একক ব্যক্তি এক যুগ, দেড় যুগ নেতৃত্বে না থাকেন, সেটাও নিশ্চিত করা দরকার। সংবাদমাধ্যমের সাথে আলাপকালে যেমনটি বলছিলেন সাবেক ফুটবলার শেখ মোহাম্মদ আসলাম, 'একেকজন ব্যক্তি একেক জায়গায় ১০-১২ বছর ধরে বসে আছেন। কিন্তু কোনো ফল নেই। সেসব জায়গায় পরিবর্তন আনতে হবে। ক্রীড়াঙ্গনে জবাবদিহিতা জরুরি। প্যারিস অলিম্পিকে বাংলাদেশের যে দলটি গেল, তাদের কী জবাবদিহি ছিল? ছিল না। যোগ্য লোককে যোগ্য স্থানে লাগবে। তাতেই আসবে পরিবর্তন।'

সবচেয়ে বড় বিষয়, বিসিবি, বাফুফে বা অন্য কোনো ফেডারেশনেই যাতে যেনতেন নির্বাচন না হয়। 'আমরা আমরাই' নির্বাচন করে দলীয় লেজুড়বৃত্তিতা প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা যেন এবার থামে। একদল বিদায় নিয়েছে, আরেক দল এসে যাতে গেড়ে বসতে না পারে। ক্রীড়াঙ্গন প্রকৃত ক্রীড়া সংগঠকদের আবাস হতে হবে। রাজনীতিমুক্ত ক্রীড়াঙ্গনের দাবি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন সাবেক হকি তারকা রফিকুল ইসলাম কামাল, 'রাজনীতিমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন চাই। যারা খেলাধুলা ভালোবাসেন, খেলার লোক, এমন ব্যক্তিরাই ফেডারেশনে আসুক। এমন কেউ থাকা ঠিক না, যারা এসে গ্রুপিং করবেন, বিভেদ তৈরি করবেন।' ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে কয়েকদিন আগে নিজের এক কলামে খ্যাতিমান ক্রিকেট বিশ্লেষক নাজমুল আবেদীন ফাহিম লিখেন, 'স্বচ্ছতার একটা সংস্কৃতি দরকার, যেখানে হিসাব-কিতাব থাকবে কাজের। উন্নতি-অবনতির হিসাব-কিতাব থাকবে, জবাবদিহি থাকবে। এমন একটা জিনিস

দেখতে চাইবো, যেখানে পেশাদারি আছে, জবাবদিহি আছে।’

তিন.

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের সমস্যা অনেক। সাফল্যের জন্য এখানে নেই সুপরিকল্পনা, নেই পর্যাপ্ত অবকাঠামো। মুখের কথায়ই যেন এখানে সাফল্য চলে আসবে! মাত্রই শেষ হলো অলিম্পিকের মহাআসর। পার্শ্বস্থ ভারতের সাথে যদি একটামাত্র ইভেন্টের তুলনা করা হয়, প্রতি বছর দেশটি শুটিংয়ের জন্য খরচ করে ৫০ থেকে ৬০ কোটি রুপি। আর বাংলাদেশে এক্ষেত্রে খরচের কোটা মাত্র ১০ থেকে ১১ লাখের মতো! জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পুরোনো ভবনের পাশেই নতুন সুরম্য অট্টালিকা হয়েছে। কিন্তু সেখানে অ্যাথলেটদের জন্য নেই একটি আধুনিক পরিপূর্ণ জিমনেসিয়াম। পুরোনো জিমনেসিয়ামে গাদাগাদি করে একাধিক ডিসিপ্লিনের খেলোয়াড়েরা অনুশীলন করেন। জায়গা পাওয়া নিয়ে প্রায়ই মনোমালিন্যও হয় সেখানে। সাউথ এশিয়ান গেমসে দু'টি স্বর্ণপদক এনে দেওয়া ভারোত্তোলক মাবিয়া আক্তার একটি মানসম্পন্ন অনুশীলন স্থান ও জিমের কথা বহুবার বলে ক্লান্ত। পরিকল্পনাহীন ফুটবল তো এখন মৃতপ্রায়। দুর্নীতিগ্রস্ত বাফুফে কর্মকর্তারা খোদ ফিফার শাস্তি পেয়েছেন। নতুন ফুটবলার তুলে আনার লক্ষ্য নেই, জেলা ফুটবল লিগ নিয়মিত রাখার আগ্রহ নেই, কর্তা ব্যক্তিরা দলাদলি আর প্রভাব বিস্তারেই ব্যস্ত। ফুটবল থেকে স্পন্সররাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ক্রিকেটেও ভালো নেই খুব একটা। মাঝেমধ্যে সাফল্য এলেও ভিত যেন ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। রাজনীতির অপচ্ছায়ায় খোদ সিনিয়র ক্রিকেটাররাই জড়িয়ে পড়ছেন। জাতীয় দল নিয়ে শোনা যায় পক্ষপাতিত্বের নানা অভিযোগ। আর্থিক ভিত্তি শক্ত হলেও দেশজুড়ে ক্রিকেট একাডেমি গড়তে পারেনি বিসিবি। ঘরোয়া ক্রিকেটের মান প্রশ্নবিদ্ধ। পাতানো খেলার অভিযোগ ওঠে প্রত্যেক মৌসুমে। দেশে সেই ১৯৯৮ সালে প্রথমবার জাতীয় ক্রীড়া নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল। নতুন ক্রীড়া নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেটি বেশ কয়েক বছর ধরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

অরুণোদয়ের তরুণ আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ক্রীড়া উপদেষ্টা হিসেবে এসব প্রত্যেকটা বিষয়ে নজর দেবেন বলে আমরা প্রত্যাশা রাখতে চাই। ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের চেয়েও অলিম্পিকের একটা পদক যে অনেক দামি, এটা অনুধাবন করে দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। সাঁতার, শুটিং, তায়কোয়ান্দো, রেসলিং, ভলিবল, ভারোত্তোলন, জিমন্যাস্টিক প্রভৃতি ইভেন্টের দিকে বাড়তি মনোযোগ দেওয়া হোক। আধুনিক জিমনেসিয়াম, অনুশীলনের মানসম্মত স্থান, অভিজ্ঞ কোচের বিষয়গুলো নিশ্চিত করা ছাড়াও অ্যাথলেটদের যাতে নিয়মিত সম্মানজনক সম্মানী প্রদান করা যায়, সেই ব্যবস্থাও নিতে হবে। বিকেএসপি থেকে কেন মানসম্মত অ্যাথলেট বের হয়ে আসছে না, এটিও খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নেওয়া জরুরি। সুনির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত আর দূরদর্শী রোডম্যাপ ধরে ক্রীড়াঙ্গন হবে স্মার্ট, এগিয়ে যাবে সাফল্যের পথে–এমনটাই সকলের চাওয়া।

অনূর্ধ্ব-২০ দল নিয়ে নতুন আশা

● মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার ●

সাফের বয়সভিত্তিক ফুটবল শুরু হয়েছে ২০১১ সালে। অনূর্ধ্ব-১৬ সাফ দিয়ে বয়সভিত্তিক ফুটবল শুরু হলেও পরে মাঠে গড়ায় অনূর্ধ্ব-১৮, অনূর্ধ্ব-১৯ এবং অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল। অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবল পরে অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবলে পরিণত হয়। এবার অনূর্ধ্ব-১৭ ও অনূর্ধ্ব-২০ সাফ ফুটবল দুটিই হবে। পুরুষদের এই অনূর্ধ্ব-১৭ সাফের ভেন্যু ভুটানের থিম্পু। ১৮ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর হবে অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ। অন্য দিকে ১৮-২৮ আগস্ট নেপালের কাঠমান্ডুতে বসবে অনূর্ধ্ব-২০ সাফের আসর। অনূর্ধ্ব-১৮ থেকে অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২০ এই তিন বয়স শ্রেণিতে কখনই চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি বাংলাদেশ। আছে দুটি রানার্সআপ ট্রফি।

তবে এবার বাংলাদেশ দল স্বপ্ন দেখছে নেপালের মাঠ থেকে অনূর্ধ্ব-২০ সাফের শিরোপা নিয়ে আসার। দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এ কে এম মারুফুল হককে। এই দলে সিনিয়র জাতীয় দলের ৪ জন ফুটবলার আছেন। তাঁরা হলেন গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ, ফরোয়ার্ড মজিবুর রহমান জনি, চন্দন রায় ও রাব্বী হোসেন রাহুল। তাঁদের মধ্যে শ্রাবণ জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ম্যাচ খেলেছেন লেবানন এবং ফিলিস্তিনের বিপক্ষে। এএফসি কাপেও বসুন্ধরা কিংস ক্লাবের জার্সি গায়ে তুলেছেন। জনি গত সাফের আগে কম্বোডিয়ার বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচে গোল করেছিলেন কম্বোডিয়ার বিপক্ষে। রাহুল এখন পর্যন্ত সিনিয়র দলে লাল সবুজ জার্সি গায়ে তুলতে পারেননি। চন্দন রায়ের আগে জাতীয় দলে দুটি ম্যাচ খেলা অভিজ্ঞতা।

অনূর্ধ্ব-২০ সাফের জন্য অবশ্য বাংলাদেশ দলের প্রস্তুতির সময়টা কমই পাওয়া গেছে। নানাবিধ ঝামেলার জন্য বাফুফে সময়মতো ক্যাম্পের ব্যবস্থা করতে পারেনি। তা ছাড়া টুর্নামেন্ট ঘাসের মাঠে হলেও অনূর্ধ্ব-২০ দলকে অনুশীলন করতে হচ্ছে কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামের অ্যাস্ট্রোটার্ফে। কয়েক দিন কমলাপুর স্টেডিয়াম থেকে বসুন্ধরা কিংস এরিনায় গিয়ে ঘাসের মাঠে অনুশীলন করলেও পরে তা আর করা যায়নি বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য। আবার বৃষ্টির কারণে কয়েক সেশনের সন্ধ্যার অনুশীলনও বাতিল করতে হয়েছিল। এই সমস্যা নিয়েই নেপাল যাবে বাংলাদেশ দল।

আসরের ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। পাকিস্তান প্রথমে এই গ্রুপে থাকলেও পরে নাম প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে সেমিতে যেতে বাংলাদেশকে লড়াই করতে হবে শ্রীলঙ্কা ওস্বাগতিক নেপালের সঙ্গে। অপর গ্রুপে আছে ভারত, ভুটান ও মালদ্বীপ।

এই দল নিয়ে আশাবাদী অনূর্ধ্ব-২০ ও বসুন্ধরা কিংসের গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ। তিনি জানান, এবার আমাদের দলটি বেশ গোছানো। জাতীয় দলের চারজন ফুটবলার আছে। তাই আমাদের এবার শিরোপা জেতার চান্স আছে।

বাংলাদেশ ২০ আগস্ট প্রথম ম্যাচেই স্বাগতিক নেপালের মুখে। এরপর ২২ আগস্টের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট পেলেই সেমিতে যাবে মারুফুল হকের দল। মারুফ এর আগে ২০১৫ সাফে জাতীয় দলের কোচ ছিলেন। ২০২১ সালে অনূর্ধ্ব-২৩ দলকে নিয়ে উজবেকিস্তানে গিয়েছিলেন এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবল খেলতে।

অনূর্ধ্ব-২০ সাফ জিততে কোচ মারুফ ৩৪ ফুটবলারকে ডেকেছেন ক্যাম্পে। তাঁরা হলেন, মেহেদী হাসান শ্রাবণ, মোহাম্মদ আসিফ, সোহানুর রহমান, ইসমাইল হোসেন মাহিন (গোলরক্ষক)। ইমরান খান, আজিজুল হক অনন্ত, ইনসান হোসেন, গোলাম রাব্বী, শাকিল আহাদ তপু, কামাচি মারমা আকাই, রাজীব হোসেন, রুস্তম হোসেন দুখু মিয়া, মোহাম্মদ রাতুল, রাকিব হোসেন, সিরাজুল ইসলাম রানা, পারভেজ আহমেদ (ডিফেন্ডার), মজিবুর রহমান জনি, চন্দন রায়, আসাদুল মোল্লা, আকমল হোসেন নয়ন, হোসেন মোহাম্মদ আরিয়ান, রাজু আহমেদ জিসান, মহসিন আহমেদ, আশরাফুল ইসলাম আসিফ, রহমত উল্লাহ জিসান, মোহাম্মদ আলমগীর, আসাদুল ইসলাম সাকিব, ইফতিয়ার হোসেন (মিডফিল্ডার), রাব্বী হোসেন রাহুল, মইনুল হোসেন মঈন, মিরাজুল ইসলাম, পিয়াস আহমেদ নোভা ইফতাসাম রহমান জিদান ও নাজিম উদ্দিন (স্ট্রাইকার)।

এশিয়া কাপে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল

সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপে আমাদের মেয়েরা

● আশরাফ উদ্দিন খান ●

শেষ হয়েছে নবম মহিলা এশিয়া কাপ ক্রিকেট। শ্রীলঙ্কার মাটিতে বিশাল আলোড়ন তুলে শুরু, আর চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে তার সফল সমাপ্তি। বিশ্ববাসী অবাক চোখে অবলোকন করলেন, নানান ঘটন-অঘটন। সার্বক্ষণিকভাবে আমাদের ও চোখ ছিল কলম্বো, ডাম্বুলা, ক্যান্ডি ও জাফনার দিকে। এদেশের স্বর্ণকন্যারা ও এই মনোহর আয়োজনের অংশীদার। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে আমাদের অবস্থান উল্লেখ করার মতো নয়। ছেলেদের ক্ষেত্রেও যা, মেয়েদের ক্ষেত্রেও প্রায় তাই। একমাত্র আয়ারল্যান্ড ছাড়া আমাদের নিচে আর কেউ নেই। কবু একটা কথা সত্য যে, ছয় বছর আগে আমাদের এই বাহিনীই এশিয়া জয় করেছে। ভারত (৭ বার) ছাড়া এই কৃতিত্বের দাবীদার আর কেউ হতে পারেনি। এশিয়ার ক্রিকেটে আজকের অর্জন খুব বেশি দিন আগের নয়। ১৯৫৪ সালে ইংল্যান্ডের ওভালে জয়ী হয়ে পাকিস্তান সর্বপ্রথম জগতবাসীকে স্তম্ভিত করে দেয়। গত শতকের সত্তরের দশক থেকে শুরু হয় ভারতের সফলতার ইতিহাস। এরও পরে শ্রীলঙ্কা এবং বর্তমানে আফগানিস্তানও আলোচিত দেশ। কিন্তু মহিলা ক্রিকেটে, বিশেষ করে টি-টোয়েন্টিতে এশিয়া খুব এগিয়ে যেতে পারেনি। ধর্মীয় ও আনুষঙ্গিক কিছু কারণে আফগান মেয়েরা পর্দার বাইরে এ খেলায় পদচারণা করতে পারছে না। তাই ঐতিহ্যের ধারা ধরে আমাদের অবস্থান চতুর্থ স্থানের নিচে নামতে পারেনি। বিশ্বের মানে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, এশিয়া কাপে বড় একটা কিছু করে খেলতে পারি এই আশা ও বিশ্বাস সতের কোটি দেশবাসীর ভেতর থাকাটাই স্বাভাবিক। এবারের মহিলা এশিয়া কাপে প্রাথমিক পর্যায় শেষ আটটি দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আসরে নামে। প্রতি অংশে দু'টি শক্ত দেশ ও দু'টি করে নবীন ও অপরিচিত দেশ খেলার সুযোগ পায়। এশিয়ার মানে আমরা উচ্চমধ্য সারির দেশ হিসেবে সেরা দুই দলের তালিকায় থেকে 'বি' গ্রুপে অবস্থান করি। অন্য তিনটি দলের মধ্যে স্বাগিতক শ্রীলঙ্কাই একটু সমীহ জাগানো দল। বাকি দু'টি ছিল থাইল্যান্ড ও দুর্বলতম মালয়েশিয়া। এরা শেষ বেঞ্চে বসে থাকা ছাত্র-ছাত্রীর মতো হাজিরা খাতায় 'ইয়েস স্যার' বলে উপস্থিতি জানান দেয়ার মতো ক্রিকেট-দেশ। যেহেতু প্রতি গ্রুপ থেকে দু'টি দেশ সেমিফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করার কথা, তাই আমাদেরকে কেউ শত চেষ্টায়ও ওই পথ থেকে দূরে ঠেলতে পারবে না, এটা নিশ্চিত। পারেওনি। প্রশ্ন হচ্ছে, এই পথটুকু যেতে আমাদের ভূমিকা কতটুকু কার্যকরী হয়েছে বা অকার্যকর হয়েছে- তা বিশ্লেষণ করা। শুরুর দ্বিতীয় দিনেই প্রতিপক্ষ হিসেবে সামনে দাঁড়ায় স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা। লঙ্কান বালিকারা আমাদের চেয়ে, খুব বেশি শক্তিশালী নয়। তবু আমাদের মেয়েদেরকে অজানা ভীতি এসে আস্টেপৃষ্টে ছেয়ে ফেলে। যদিও যাদের মাঠ, তাদের হাতেই রাজ্যপাট' কথাটি চিরন্তন সত্য, তবুও সত্যের খাতিরে বলতে হয়, এদিন আমাদের মেয়েরা অবিশ্বাস্যভাবে আমাদের চাওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। লঙ্কান প্রবোধানি ও ইনোশি তো বটেই চামারি, সুগন্ধিকা ও দিলহারীর দাপটেই গুটিয়ে যেতে বাধ্য হয় আমাদের মেয়েরা। নীগার সুলতানা ৪৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। শেষের দিকে স্বর্ণা ১৪ বলে ২৫ রান তুলেন। আর কারো অবদানের কথা উল্লেখ না করাই ভালো। ২০ ওভারে কোনেক্রমে ১১১ (৮) রান তুলে তারা তাবুতে ফিরে স্বস্তিরে নিঃশ্বাস ফেলেন। এই রান তুলে জেতা যায় না। জয় আসেওনি। এসেছে ৭ উইকেটে বিশাল পরাজয়ের ফলাফল। ভাগ্যিস পরবর্তীতে সাক্ষাৎ ঘটেছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নামহীন দুই দেশের। নইলে সেমিফাইনালে যাবার বাসনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো। যথারীতি গ্রুপ রানার্স হয়ে ভারতের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। ভারত ভীতি আমাদের চিরন্তন সাথী। এটা দেখা যায় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই। গ্রুপ পর্যায়ে শ্রীলঙ্কার কাছে পরাজয় সম্পর্কে আরও কিছু বলার বাকি আছে। তা এই মুহূর্তেই সেরে নেবার কথা ভাবছি। ওদের সাথে পরাজয় দোষের কিছু নয়, তবে তা হতে হতো মানসম্মত। যেখানে ছয়জন খেলোয়াড়কে শূন্য থেকে ছয় রান তুলতে গলদঘর্ম হতে হয়, কিংবা বিশ রান তুলতে সমস্ত ভক্তবৃন্দ তথা দেশবাসীর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে হয়, সেখানে তাদের উপস্থিতি কোনোক্রমেই গৌরব বয়ে আনতে পারে না। ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যেন আমাদের মেয়েদের কাছে 'আদম শৃঙ্গ' আরোহনের তুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার ভারত প্রসঙ্গে আসছে। সাতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত। প্রতিবেশি দেশ। সব কিছুতেই তারা

প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের উত্তর সীমানায় দাঁড়ালে তাদের সর্বোচ্চ স্থান কাঞ্চনজংঘার দেখা মেলে। তবু ক্রীড়াক্ষেত্রে তারা দূরে বহুদূরে। তা ছাড়া ভারত ভীতি আমাদের শোণিতে শোণিতে প্রবহমান। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে সামনে পড়তো পাকিস্তান, সেক্ষেত্রে সামান্য হলেও কিছুটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় কিনারাতেই তরী ডুবানোর পথ প্রশস্ত হয়ে দেখা দিল। হলোও তাই। আমাদের সবার মাঝেই একটা ভ্রান্ত ধারণা বিরাজমান যে, অধিক জনসংখ্যার বিশাল দেশ ক্রীড়াক্ষেত্রেও বিশাল হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে আমরা ছোট দেশ বেলজিয়াম বা নেদারল্যান্ডের উদাহরণ নিতে পারি যে, তারা অল্প অধিবাসীর ছোট দেশ হলেও ফুটবলে দুনিয়া কাঁপিয়েছে প্রশ্নাতীতভাবে। গুয়াতেমালার মতো ছোট ছোট দেশের ক্রীড়াবিদগণ অবলীলাক্রমে অলিম্পিকের সোনার পদক গলায় ঝুলিয়েছেন, তা হলে আমরা কি কারণে হীনমণ্যতায় ভুগবো। এখানে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস আর মনের দৃঢ়তা। ভারতের বিপক্ষে সেমি ফাইনালে আমাদের খেলোয়াড়দের কার্য সম্পাদন ছিল অত্যন্ত করুণ। অনেক চেষ্টার পর ধুঁকে ধুঁকে আমাদের মেয়েরা আশি রান তুলতে সমর্থ হন। এটা টি-টোয়েন্টির জন্য নগন্য সংগ্রহ। অনেক খেলায় কম রান সংগৃহীত হয় তা উভয় দলের জন্যই ঘটে থাকে। ভারত ওই রান অতিক্রম করতে যদি দু'চারটি উইকেট হারাতো তা হলে কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম। কিন্তু তারা সেই রান ছাড়িয়ে গেলেন মাত্র ১১ ওভারে। তাদের দশটি উইকেটই অক্ষত রইলো অর্থাৎ বিনা উইকেটে ৮৩ রান। বাংলাদেশের ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ চেষ্টার ত্রুটি করে না। টাকাও ঢালা হচ্ছে সাধ্যমতো, তবু কেন এই দীনতা। এর জবাব কোথায় পাওয়া যাবে! তেতলা দালানে, মোজাইক করা দেয়ালের ধারে বসে হাওয়াই পাখার বাতাস খেয়ে লেখাপড়া করে যদি কেউ পাশ না করতে পারে তবে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়, 'এর চেয়ে সেই বন্য জীবন ভালো ছিল শতবার'- অর্থাৎ চাই না দালান, ফিরিয়ে দাও তালাইর বেড়ার সেই বিদ্যাপীঠ। শেষ খেলায় নীগার জ্যোতি (৩২) ও স্বর্ণা (১৯*) না দাঁড়ালে পঞ্চাশ পার হওয়া যেত না। আট জনের মিলিত রান ২৫। পূর্ববর্তী দু'টি খেলায় ভালো করেও মুর্শেদার সংগ্রহ ছিল মাত্র চার। বল হাতে মারুফা, নাহিদা, জাহানারা, রাবেয়া ও রুমানা ব্যর্থ। এ সত্ত্বেও বাংলাদেশের সুকন্যাদের উদ্দেশ্যে জোর গলায় বলতে চাই, মনে সাহস রাখতে হবে। চাই আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তা দেশপ্রেম। রবার্ট ব্রুসের দর্শন মাথায় নিয়ে এগুতে হবে। একবার না পারিলে দেখ শতবারি। মেঘ দেখে করিসনে ভয় আড়ালে তার সূর্য হাসে। ব্যর্থতাই সাফল্যের চাবিকাঠি'। শ্রীলঙ্কা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ভারত ফাইনালে পারেনি। এটা আমাদের জন্য মস্ত শিক্ষণীয় বিষয়। কোথায় আমাদের ত্রুটি, পরিচালনা পর্ষদ বা প্রশিক্ষকগণ পথ বাৎলে দিবেন- কার্য সম্পাদন করতে হবে খেলোয়াড়দের নিজেদেরই। কর্তৃপক্ষ রসদ জোগাবেন কিন্তু ময়দানের যোদ্ধা থাকবেন এগারো জনই। বিশ্ব ক্রিকেটে মহিলাদের বিচরণ খুব সীমিত। এর জন্য তাদের নিয়ে খুব একটা হইচই নেই। ধীরে ধীরে এর প্রচার ও প্রসারতা বাড়ছে। গোটা বিশ্বই সামনের উন্নত পথে ধাবমান। আমরাও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কেউ আফগান মহিলাদের সমগোত্রীয় হতে চায় না। তাই আমাদের মহিলা ক্রিকেট বাহিনীর সফলতা সবারই কাম্য। এবারের এশিয়া কপে আমাদের মহিলাদের অবদান সন্তোষজনক নয়। তাই বলে আশা-প্রত্যাশায় ইতি টানা যাবে না। চিরদিন কারও সমান যায় না। এই ধ্রুববাণীকে মাথায় রেখেই ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া কিংবা ভারত বৈতরণী পার হতে হবে। আমাদের মহিলা দলে দু'চারজন ভালো খেলোয়াড় আছেন। সবাই সমান নন। কিন্তু সাফল্য পেতে হলে সুসংঘবদ্ধ দল গঠন করতে হবে। শরীরের দু'একটি স্থানে সুস্থ রেখে ভালো স্বাস্থ্যের দাবিদার হওয়া যায় না- ক্রিকেটেও তাই। আমাদের ক্রিকেটে খেলোয়াড়দের মনঃসংযোগ ও দৃঢ়তার অভাব সর্বক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। ছেলেদেরও মেয়েদের উভয় ক্ষেত্রেই তার নিদর্শন অত্যন্ত প্রকট। এ থেকে মুক্তি পেতে গেলে মনোচিকিৎসকের দরকার। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেও তার নিরাময় হতে পারে। শুরুতেই হতাশাজনক অবস্থা হলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া যায় না। ভিত্তি শক্ত হতে হবে। একজন ব্যাটারকে মনে করতে হবে সতের কোটি মানুষের চোখ তার দিকে নিবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে। পাকিস্তানের সফল বোলার ফজল মাহমুদকে এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিল যে বল ছুঁড়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি কি ভাবেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি যখন বল নিক্ষেপের জন্য দৌড়ুতে থাকি তখন মনে করি গোটা দেশবাসী আমার হাতের দিকে চেয়ে আছে।' বর্তমানেও তাই। গোটা ক্রিকেট বাহিনীর এই সত্যটা মনে রাখতে হবে। শত রান তুললে তিনি হন অতি স্মরণীয়, আর শূন্য রানে বিদায় নিলে ভাগ্যে জোটে গালাগাল। সামনে অনেক খেলা আছে, অনেক আসর বসবে- তার জন্য চাই যথাযথ প্রস্তুতি। বারবার যেন একই দৃশ্য দেখতে না হয়- সেই সুদিনের আশায় আমরা দেশবাসী প্রতীক্ষায় রইলাম।

● মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল ●

এএফসি নারী চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) আয়োজনে ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে বাংলাদেশের কোনো ক্লাব দল খেলার সুযোগ পাচ্ছে না। এশিয়ার ক্লাব শ্রেষ্ঠত্বের আসরে লাল-সবুজ দেশের কোনো দল না থাকায় হতাশ হয়েছেন দেশের ফুটবল-সংশ্লিষ্টরা। অথচ পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, যে দলের মাথায় দক্ষিণ এশিয় মহিলা ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট সেই বাংলাদেশের কোনো ক্লাব নেই এই আসরে! ভারত, নেপাল এমনকি ভুটানের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব থাকলেও নেই শুধু বাংলাদেশের ক্লাব। সে হিসেবে দুর্ভাগাই বলতে হবে। এর আগে ২০২৩ সালের আগস্টে এএফসি সভায় প্রথমবারের মতো সিদ্ধান্ত হয় এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আয়োজনের। মূলত এশিয়ার নারী ফুটবলকে আরও চাঙ্গা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য ফুটবলের ব্র্যান্ডিং করতে বড় অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগের চিন্তাও করছে এএফসি। নারী ফুটবলকে উৎসাহিত করতেই প্রতিষ্ঠানটি একেকটি দলকে ১ কোটি ১৭ লাখ টাকা (১ লাখ ইউএস ডলার) টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য। এটা যেন আশ্চর্য হওয়ার মতোই ঘটনা, আরও কষ্টের বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের কোনো ক্লাব দল না থাকা। সেখানে বাফুফে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে এ দেশে মেয়েদের ফুটবলের অপেশাদারিত্বকে। যদিও এএফসির টুর্নামেন্ট বাইলজে পেশাদরিত্ব লাগবে বলে কোনো বাধ্যবাধকতার কথা কোথাও উল্লেখ নেই। মেয়েদের ফুটবলে সাফল্য পাওয়া দেশগুলোর একটি হলেও বাংলাদেশের কোনো ক্লাবের ভাগ্যে এএফসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার ভাগ্য হয়নি। কী কারণে কোনো ক্লাব খেলতে পারেনি, এ যেন অপার এক রহস্যের নাম হয়ে আছে। বাংলাদেশের কর্মকর্তা হিসেবে মাহফুজা আক্তার কিরণ ফিফা ও এএফসিতে দীর্ঘদিন ধরে নানা কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফিফায় না হলেও বর্তমানে এএফসির নির্বাহী কমিটিতে রয়েছে বাফুফের এই নির্বাহী কমিটির সদস্য। বাংলাদেশের কোনো ক্লাব এএফসির এই টুর্নামেন্টে খেলতে না পারার বিষয়ে বাফুফের মহিলা ফুটবল কমিটির প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ বলেন, 'শুরুতে একটা কথাই বলব, বাংলাদেশের মেয়েদের ফুটবল লিগ প্রফেশনাল নয়। এই কারণে আমরা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অংশ নিতে পারছি না'।

নির্ধারিত সময়েই মাঠে গড়াক ঘরোয়া ফুটবল

● রফিকুল ইসলাম ●

দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে। একটানা দীর্ঘ ১৬ বছর ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনার সরকারের পতন হয়েছে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে। দেশ এখন পরিচালিত হচ্ছে নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে। ছাত্র-জনতার বিপ্লবের ফসল এই সরকারের ওপর মানুষের অগাদ আস্থা। ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা দূর করে বৈষম্যবিরোধী একটা রাষ্ট্র গঠনই এই সরকারের প্রধান কাজ। জনগণের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে এই সরকার এরই মধ্যে দেশ সংস্কারের কাজ শুরু করেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরই তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়োগ পাওয়া সংগঠক নামধারীরা বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন থেকে পালিয়ে গেছেন। অনেকের খোঁজই নেই, তাঁরা দেশে আছেন, নাকি অন্য কোনো দেশে চলে গেছেন, কেউ জানেন না। দেশের অন্যতম বড় ক্রীড়া ফেডারেশন বাফুফে। এই ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির সিংহভাগ মানুষই আওয়ামী ঘরোনার। তাই আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরই তাঁরা গা ঢাকা দিয়েছেন। বিশেষ করে সহসভাপতিরা।

সিনিয়র সহসভাপতি আবদুস সালাম মুর্শেদী ছিলেন আওয়ামী লীগ সরকারদলীয় সংসদ সদস্য। তিনি এরই মধ্যে বাফুফে থেকে পদত্যাগ করেছেন। আওয়ামী লীগের আরেক সংসদ সদস্য ছিলেন কাজী নাবিল আহমেদ। তিনি বাফুফের সহসভাপতি। আরও দুই সহসভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ মহি ও আতাউর রহমান ভূঁইয়া মানিক আওয়ামী লীগের নেতা। তাঁরাও বাফুফেতে আসছেন না।

ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার পর তাঁরা বলতে গেলে নিখোঁজ। বাফুফে সভাপতি কাজী মো. সালাউদ্দিন সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত না হলেও দীর্ঘ সময় তিনি দেশের ফুটবলের অভিভাবক ছিলেন আওয়ামী লীগ সরকারের আশীর্বাদ নিয়েই। তবে প্রত্যাশ অনুযায়ী ফুটবলের কোনো উন্নতি করতে পারেননি বলেই অনেক দিন ধরেই তাঁকে নিয়ে চলছে সমালোচনা। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর তাঁর পদত্যাগও দাবি করে আসছেন ফুটবল সমর্থকরা। বাফুফেতে এখন অচলাবস্থা। সাধারণ সম্পাদক এবং বেতনভুক্ত অন্য নির্বাহীরা ফুটবলের রুটিনওয়ার্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। যেহেতু আগামী ২৬ অক্টোবর বাফুফের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ আছে, সেহেতু দীর্ঘদিন পর ফুটবলের নেতৃত্ব পরিবর্তনের একটা সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। কারণ, যাঁরা আওয়ামী ঘরোনার সংগঠক, তাঁরা দৃশ্যপটে নেই। তাই এই আড়াই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁরা নিজেদের বাফুফের নির্বাচনের জন্য তৈরি করতে পারবেন কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন। সে ক্ষেত্রে নতুনরাই বেশি প্রাধান্য পেতে পারেন।

ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক শিডিউল মিলিয়ে কঠিন ব্যস্ত সময়েই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে বাফুফেতে। সামনে নির্বাচন, চলছে ঘরোয়া ফুটবলের সবচেয়ে বড় ও মর্যাদার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের দলবদল। অক্টোবরে বাফুফের নির্বাচনের পাশাপাশি আছে মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপও। দুটি বয়সভিত্তিক সাফও সামনে। সবকিছু মিলিয়ে কঠিন এক সময়ই অতিক্রম করছে দেশের ফুটবলের অভিভাবক সংস্থাটি।

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্ধারিত সময়ে ঘরোয়া ফুটবল মাঠে গড়ানো নিয়ে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের তিনটি ক্লাব আবাহনী, শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও ফর্টিস ফুটবল ক্লাবে ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। তাতে ক্লাব এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে চলমান দলবদল প্রক্রিয়া শেষ করা তাদের জন্য কঠিনই হতে পারে। তা ছাড়া ক্লাবগুলোকে যাঁরা অর্থকড়ি দিয়ে চালিয়ে রাখেন, তাঁরাও লাপাত্তা।

এএফসির গাইডলাইন অনুযায়ী ট্রান্সফার উইন্ডো রাখা যায় সর্বাধিক ১২ সপ্তাহ। বাফুফে দলবদল ঘোষণা করেছিল ১ জুন থেকে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত। অর্থাৎ ১১ সপ্তাহ দুদিন। এই সময়ের মধ্যে ক্লাবগুলো খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে কি না এবং পারলেও সহসা মাঠে নামতে পারবে কি না, এমন নানা সংকট তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন আবাহনীর জন্য ঘুরে দাঁড়ানো বিশাল এক চ্যালেঞ্জ। বসুন্ধরা কিংস শীর্ষ লিগে নাম লেখানোর পর আবাহনী প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিততে পারেনি। আকাশি-নীল সমর্থকদের জন্য একটা খুবই বেদনার। তাই এবার ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আবাহনী শক্তিশালী দল গঠনের কাজে হাত দিয়েছিল। সবার আগে স্থানীয়দের নিবন্ধন কাজও সম্পন্ন করেছিল ক্লাবটি। তবে ৫ আগস্ট ক্লাবে হামলা ও লুটপাট হওয়ার পর স্তম্ভিত আবাহনী কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারছে না।

হামলার শিকার তিন ক্লাবই বিষয়টি বাফুফেকে অবহিত করেছে। আর বাফুফে অবহিত করেছে ফিফা ও এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনকে (এএফসি)। বাফুফে চেষ্টা করছে দলবদলের সময় বাড়িয়ে দেওয়ার। তবে সে ক্ষেত্রে এএফসির অনুমতি লাগবে। যদি অর্থ সংকটসহ অন্য কোনো কারণে কোনো ক্লাব খেলতে না পারে এবং শেষ পর্যন্ত মৌসুমই বাতিল করতে হয়, তাহলে সেটা হবে দেশের ফুটবলের জন্য বিশাল ধাক্কা। বিশেষ করে ফুটবলারদের জন্য। তেমন কিছু যাতে না ঘটে, সেটাই চেষ্টা করে যাচ্ছে বাফুফে। বাংলাদেশের কয়েকটি ক্লাবে হামলার খবরের পর এএফসিও নিয়মিত খোঁজ রাখছে। বাফুফেতে তারা প্রতিনিয়তি ফোন করে পরিস্থিতির সর্বশেষ জেনে নিচ্ছে।

প্রশ্ন হলো, এএফসি দলবদলের সময় কয় দিন বাড়াবে? বাফুফের ভাষ্য অনুযায়ী এএফসির ট্রান্সফার উইন্ডোর জন্য সর্বোচ্চ আর পাঁচ দিন সময় পেতে পারে বাফুফে। তবে এটাও ঠিক এএফসি বিশেষ বিবেচনায় বাংলাদেশের ক্লাবগুলোর সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সময়ও দিতে পারে। এই প্রতিবেদন তৈরির সময় ফিফা বা এএফসি থেকে এমন কোনো গাইডলাইন পায়নি বাফুফে। যদি পায় এবং দলবদলের জন্য একটা ভালো সময় বাড়ানো যায়, তাহলে একটু বিলম্ব হলেও নতুন মৌসুমের ফুটবলে কোনো অনিশ্চয়তা থাকবে না।

স্থানীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি ক্লাবগুলো বিদেশিদের সঙ্গেও চুক্তি করেছে। বেশ কয়েকটি ক্লাব বিদেশি কোচও চূড়ান্ত করেছে। এখন ক্লাবগুলো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। বিদেশি কোচ ও ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তি রাখবে নাকি বাতিল করবে সে সিদ্ধান্তও নিতে পারছে না। বাফুফে যত দ্রুত এএফসির নির্দেশনা পেয়ে যাবে ঘরোয়া ফুটবলের জন্য ততই মঙ্গল। সবাই চান নির্ধারিত সময়েই মাঠে গড়াক ঘরোয়া ফুটবল।

চ্যাম্পিয়ন ঢাকা আবাহনী

অপেক্ষায় ঢাকা আবাহনীর শিরোপা উৎসব

● মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার ●

শিরোপা জিততে ভুলেই গেছে ঢাকা আবাহনী লি. সিনিয়র ফুটবল দল। গত সিজনে তাদের কপালে কোনো ট্রফিই জোটেনি। আগের সিজনেও তাই। তবে এবার আকাশি নীল শিবির ট্রফি জয়ের স্বাদ পেয়েছে। আর তা অনূর্ধ্ব-১৮ দলের কল্যাণে। এবারের বিপিএল অনূর্ধ্ব-১৮ লিগে আবাহনী অপরাজিত এবং টানা সাত ম্যাচ জিতেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বয়সভিত্তিক ফুটবলে দর্শকপ্রিয় এই ক্লাবটির এটি দ্বিতীয় শিরোপা। এর আগে দলটি প্রথম বিপিএল অনূর্ধ্ব-১৮ ফুটবলেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। অবশ্য এখন পর্যন্ত এই শিরোপা উৎসব করতে পারেনি এই ক্লাবের ফুটবলার এবং কর্মকর্তারা। আর তা দেশের বিরাজমান অবস্থার জন্য। এই পরিস্থিতির জন্য অনূর্ধ্ব-১৮ লিগের শেষ রাউন্ডের খেলাও বাতিল করে লিগ শেষ করতে বাধ্য হয় বাফুফে পেশাদার লিগ কমিটি। লিগের রানার্সআপ দল ফর্টিস এফসি। তাদের অর্জন ৭ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট। ৭ খেলায় ২১ পয়েন্ট আবাহনীর ভাণ্ডারে।

অবশ্য অনূর্ধ্ব-১৮ লিগের আগেই শেষ হয়েছে অনূর্ধ্ব-১৬ লিগ। বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের ৫ দলের এই লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওয়ারী ক্লাব। ৭ জুলাই শেষ হয় অনূর্ধ্ব-১৬ লিগ। ১৯ জুলাই সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল অনূর্ধ্ব-১৮ লিগের শেষ রাউন্ডের খেলা। কিন্তু তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতোটাই ভয়াবহ ছিল যে লিগ কমিটিকে স্থগিত করতে হয় ঢাকার তিন মাঠে হতে যাওয়া সেই খেলা। পরে এই ম্যাচ গুলো আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও পরিস্থিতি অনুকূলে না আসায় এবং শেষ রাউন্ডের আগেই চ্যাম্পিয়নশিপ ও রানার্সআপ নির্ধারণ হয়ে যাওয়ায় লিগ কমিটি আর খেলা আয়োজন করেনি। শেষ রাউন্ড বাতিল করেই লিগ সমাপ্ত ঘোষণা করে। ফলে পরে কোনো এক সুবিধা জনক সময়ে বাফুফে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপদের ট্রফি দেবে।

২২ জুন মাঠে গড়ায় অনূর্ধ্ব-১৮ লিগ। এই লিগে এবার অংশ নেয়নি চট্টগ্রাম আবাহনী। তাই ঢাকা আবাহনী, বসুন্ধরা কিংস, মোহামেডান, শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র : শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব, রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি, ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ পুলিশ দলকে নিয়ে শুরু হয় এই লিগ। এই লিগ মূলত : ক্লাব গুলোর বয়সভিত্তিক দল চালু রাখতে এএফসির ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের অন্যতম শর্ত। তাই এই লিগ চালু রেখেছে বাফুফে। সেই সাথে এই লিগ থেকে ক্লাব গুলো তাদের আগামীর কিছু ফুটবলারও পায়। জাতীয় দলে খেলা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, বিপলু আহমেদরা এই লিগেরই আবিষ্কার। ঢাকা আবাহনী সারা দেশ থেকে ফুটবলারদের ট্রায়াল করিয়েই অূর্ধ্ব-১৮ দল গড়ে। দলটির কোচ ছিলেন জাকারিয়া বাবু, প্রাণতোষ কুমার দাস এবং মিসকিন। আবাহনী প্রথম ম্যাচে ২-০ গোলে ফর্টিস এফসিকে হারায়। পরের শেখ জামালের বিপক্ষে জয় ২-১ গোলে। তৃতীয় ম্যাচে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ২-০ তে হারানোর পর রহমতগঞ্জকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দেয়া। এরপর বসুন্ধরা কিংসকে ২-১ গোলে , মোহামেডানকে ৩-১ গোলে এবং শেষ বা সপ্তম ম্যাচে বাংলাদেশ পুলিশকে ১-০ তে হারিয়ে নিশ্চিত করে চ্যাম্পিয়নশিপ। ফর্টিস কর্মকর্তাদের দাবী তারা প্রথম ম্যাচে আবাহনীর কাছে না হারলে তারাই হতো চ্যাম্পিয়ন। উত্তরা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন মাঠ, বসুন্ধরা কিংস এরিনা প্র্যাকটিস মাঠ, ব্রাদার্স ইউনিয়ন মাঠে হয়েছে খেলা গুলো। শেষ রাউন্ডে রহমতগঞ্জের কোনো খেলা ছিল না।

তাদের খেলা আগেই শেষ হয়ে যায়। তবে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জের ধরে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ক্লাবে ক্লাবে আটকা পড়েন উঠতি এই ফুটবলাররা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর তাদের বাড়ি ফেরত পাঠানো হয়। সিনিয়র ক্লাব ফুটবলে বসুন্ধরা কিংস গত সিজনে সব ট্রফি জিতলেও অনূর্ধ্ব-১৮ ফুটবলে ব্যর্থ। এবার তারা চতুর্থ হয়েছে ৭ ম্যাচের তিনটিতে হেরে এবং অপর তিন ম্যাচে জয় পেয়ে। পয়েন্ট ১০। শেখ রাসেল হয়েছে তৃতীয়। তাদের অর্জন ১১ পয়েন্ট। বাংলাদেশ পুলিশ ৮ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম হয়েছে। লে : শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব , মোহামেডান এবং রহমতগঞ্জের পয়েন্ট সমান ৭ করে হলেও গোল পার্থক্যে শেখ জামাল ৬ষ্ঠ, মোহামেডান ৭ম এবং রহমতগঞ্জ অস্টম হয়েছে। কোনো ম্যাচে জিততে না পেলে মাত্র ১ পয়েন্ট নিয়ে তলানীতে ছিল ব্রাদার্স।

লাল বলের ক্রিকেটে তাসকিন আহমেদের প্রত্যাবর্তন

● মো. রেজাউল হক ●

টেস্ট ক্রিকেট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিরতি নিয়েছিলেন তাসকিন আহমেদ। ধারণা করা হয়েছিল এই সংস্করণে তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য বুঝি লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে বাংলাদেশকে। অবশ্য ২৯ বছর বয়সী এই ডানহাতি পেসার অনেকটা দ্রুতই স্বেচ্ছায় ফিরে এসেছেন লাল বলের ক্রিকেটে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ৩০ আগস্ট থেকে করাচিতে শুরু হতে যাওয়া পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশ দলে দেখা যেতে পারে তাঁকে।

২০১৪ সালে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষিক্ত তাসকিন আহমেদ গত বছরের জুনে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সবশেষ টেস্ট খেলেছিলেন। মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে প্রথম ইনিংসে উইকেটশূন্য থাকলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ছিলেন দলের সফলতম বোলার। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সেটিই তাঁর শেষ ম্যাচ। এবারের বিপিএল চলাকালীন কাঁধের পুরোনো চোটের কারণ দেখিয়ে টেস্ট থেকে সাময়িক বিরতি নেওয়ার কথা জানিয়ে আপাতত কেবল সাদা বলের ক্রিকেটে মনোনিবেশের পরিকল্পনা জানান তিনি। বিসিবিও তাঁর ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে মার্চ-এপ্রিলে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দলে রাখেনি তাঁকে। জুনে ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বেশ ভালো বোলিং করেন তাসকিন। যদিও ঘুম থেকে দেরিতে ওঠার টিম বাস মিস করার সূত্রে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের একাদশে না থাকা নিয়ে বেশ সমালোচনা সইতে হয়েছে তাঁকে এবং তিনি নিজেও সেজন্য টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

বিশ্বকাপ থেকে ফেরার পর জুলাইয়ে লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগ খেলে আসেন তাসকিন। অবশ্য সেখানে পারফরম্যান্স মোটেই ভালো হয়নি, রান বিলিয়েছেন দেদারসে। দেশে ফিরে সপ্তাহ খানেক বিশ্রাম নিয়ে ব্যক্তিগত প্রস্তুতি নেওয়ার সময় অনেকটা হটাৎ করেই নিজের আগের সিদ্ধান্ত বদলে টেস্টে ফেরার আগ্রহের কথা জানান নির্বাচকদের। চলতি বছর বাকি সময়ে বাংলাদেশের সামনে টেস্ট ম্যাচ আছে আরও ৮টি। টেস্ট ক্রিকেটের ভরা সময়ে লাল বল থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে না রেখে তাসকিনের ইচ্ছা বিশ্রাম নিয়ে হলেও টেস্টে থাকা। তাহলে সাদা বলের ক্রিকেটেও চাপ অতটা পড়বে না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩টি ওয়ানডে এবং ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩টি করে টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে এ বছর বাংলাদেশ দল সাদা বলের ম্যাচ খেলবে আরও ৯টি।

টেস্টে তাসকিন আহমেদের প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের জন্য সুখবর

তাসকিন আহমেদের চাওয়া অনুযায়ী টিম ফিজিওর সবুজ সংকেত পেয়ে পাকিস্তান সফরের জন্য ঘোষিত ১৬ সদস্যের টেস্ট দলে তাঁকে রেখেছেন প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর নেতৃত্বাধীন নির্বাচক প্যানেল। তবে বাংলাদেশের হয়ে সাদা পোশাকে নামার জন্য কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে। পাকিস্তানে ২১ আগস্ট থেকে মাঠে গড়াতে যাওয়া প্রথম টেস্ট খেলতে পারবেন না তিনি। ওই সময় আরেকটু প্রস্তুতির জন্য তাসকিনকে পাকিস্তান সফররত বাংলাদেশ 'এ' দলের হয়ে দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচ খেলতে পাঠানো হবে। সেখানে তাঁর ফিটনেসের অবস্থা ও ছন্দের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তবেই দ্বিতীয় টেস্টের একাদশে খেলানোর কথা বিবেচনা করা হবে।

চোটের সঙ্গে লড়াই করে কঠোর পরিশ্রমে সাড়ে চার বছর আগে করোনাকালে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা তাসকিন আহমেদ এরপর বিশেষ করে সাদা বলে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য পেয়ে বাংলাদেশের ১ নম্বর পেসার হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেন। টেস্টেও মাঝেমধ্যে বেশ কিছু পারফরম্যান্স করতে দেখা গেছে তাঁকে। এ পর্যন্ত ১৩ টেস্টে ৩০, ৭৩ ওয়ানডেতে ১০৩ ও ৬৭ টি-টোয়েন্টিতে ৭২ উইকেটের মালিক তাসকিনকে টেস্ট দলে ফিরে পাওয়া তাই বাংলাদেশের জন্য সুসংবাদ। বিশেষ করে পাকিস্তানের মতো পেস সহায়ক উইকেটে তাঁর বোলিং হতে পারে বেশ কার্যকর।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আওয়ামী লিগ সরকার পতনের পর দেশের সব সেক্টরে বইছে সংস্কারের জোয়ার। তাসকিনের চাওয়া, নতুন শুরুতে পরিবর্তনের এই হাওয়া যেন ক্রিকেটেও লাগে।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর পাকিস্তান সফরই বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রথম আন্তর্জাতিক সিরিজ। পাকিস্তানের বিমান ধরার আগে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতায় তাসকিন বলেছেন, 'আল্লাহ ভরসা। এই মুহূর্তে দেশের সবকিছু পরিবর্তন হচ্ছে। চেষ্টা করব, যাতে আমাদের পারফরম্যান্সও ভালো হয় এবং সবাইকে খুশি করতে পারি। আপনারা যাঁরা ক্রিকেট অনুসরণ করেন, জানেন যে কাঁধের সমস্যার কারণে টেস্ট থেকে বিরতিতে ছিলাম। আমার কাঁধ ও শরীর ভালো থাকে এবং দেশকে যেন টেস্টে জেতাতে পারি, সে জন্য সবাই দোয়া করবেন।'

তাসকিন আহমেদের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার...

সংস্করণ	ম্যাচ	ইনিংস	উইকেট	গড়	সেরা	ইনিংস	রান	গড়	সর্বোচ্চ
টেস্ট	১৩	২৪	৩০	৫১.৫০	৫/১২৮	২২	২২১	১১.৬৩	৭৫
ওডিআই	৭৩	৭১	১০৩	২৯.৯৮	৫/২৮	৩৯	২১৭	৮.০৩	২১
টি-টোয়েন্টি	৬৭	৬৫	৭২	২৩.৯৪	৪/১৬	৩৩	১৭৬	৯.৭৭	৩১

ভুটান সফরে সফল মহিলা ফুটবল দল

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার

২০১৮ সাল থেকে ভুটান সফর করে আসছে বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল দল। তবে তা ছিল বয়সভিত্তিক মোড়কে আটকা। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা দল এবং ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৮ মহিলা দল ভুটান সফরে গিয়েছিল। তা মহিলা সাফের বয়সভিত্তিক আসরে অংশ নেয়ার জন্য। তবে সিনিয়ির মহিলা দলের ভুটান সফর হচ্ছিল না। ২৪ ও ২৭ জুলাই দুই ম্যাচের ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতেই ভুটান গিয়েছিল সাবিনা খাতুনের নেতৃত্ব বাংলাদেশ সিনিয়র মহিলা জাতীয় দল। দুই ম্যাচেই লাল সবুজদের জয়। প্রথম ম্যাচে ৫-১ গোলে জয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ৪-২ গোলে জয়। দুই ম্যাচে জিতে আসলেও এতো দিনের দুর্বল ভুটান এবার চোখ রাঙিয়েছে পিটার জেমস বাহিনীর উপর। অবস্থার উন্নতি না হলে অক্টোবরে নেপালে অনুষ্ঠিতব্য মহিলা সাফে শিরোপা ধরে রাখা কঠিন হবে রুপনা, মনিকা, মারিয়াদের জন্য। বিশেষ করে ডিফেন্স লাইনের দুর্বলতা ছিল প্রকট। ভুটান সিনিয়র জাতীয় দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ মহিলা দলের যাবতীয় লড়াইই হয়েছিল সাফ ফুটবলে। এই আসরে বাংলাদেশ কখনই হারেনি পাহাড় বেষ্ঠিত এই দেশের কাছে। ২০১০ সালে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত প্রথম মহিলা সাফে বাংলাদেশ তাদের ৯-০ গোলে হারিয়েছিল তাদের। সাফের পরের আসর বসেছিল ২০১২ সালে শ্রীলঙ্কায়। সেই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ১-০ তে হারিয়েছিল ভুটানি মেয়েদের। ২০১৪ ও ২০১৬সালের সাফে ভুটানের সাথে সাবিনা খাতুনদের কোনো সাক্ষাতই হয়নি। ২০১৯ সালে তাদের বিপক্ষে ২-০ তে জয়ের পর ২০২২ সালে ৮-০ তে জয়। ২০২২ সালেই দলটির বিপক্ষে বাংলাদেশের দেখা সেমিফাইনালে। বাকী ম্যাচ গুলোতে গ্রুপ পর্বেই মোকাবেলা। তবে আগের চার মোকাবেলায় দেখা গেল ভুটান একটি বারের জন্যও বাংলাদেশের জালে বল ঠেলতে পারেনি। সেই ভুটানিরাই এবার সাফ চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে দুই ম্যাচে তিন গোল করেছে। তিনটি গোলই তাদের প্রথমে করা। এরপর সাবিনা খাতুন, রিতু পর্ণা চাকমারা সমতা এনে ম্যাচে জয় তুলে নেয়। ২৪ জুলাই ছিল প্রথম ম্যাচ। ভুটানের রাজধানী থিম্পুর চাংলিমিথান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম ম্যাচে ১৩ মিনিটেই লিড নিয়ে নেয় স্বাগতিকরা। গোলরক্ষক রুপনা চাকমার ভুলকে পুঁজি করেই তাদের এগিয়ে যাওয়া। এরপর অধিনায়ক সাবিনা খাতুন দায়িত্ব

সাগরিকার বল দখলের লড়াই

নেন সমতা আনার। পরবর্তীতে স্ট্রাইকার মোসাম্মদ সাগরিকার হ্যাটট্রিকে ৫-১ গোলে জয়। পুরো প্রথমার্ধে ১-০ তে এগিয়ে ছিল ভুটান। বিরতির পর কোচ জেমস বাটলার সুলতানাকে তুলে নামান সাগরিকাকে। অনূর্ধ্ব-১৯ সাফের সেরা খেলোয়াড় হওয়া এই স্ট্রাইকার নামার সাথে সাথে বদলে যেতে থাকে ম্যাচের চিত্র। ৪৯ মিনিটে সাগরিকার গোলে সমতা। ৫৩ মিনিটে তার পাস থেকেই গোল করেন সাবিনা। ৫৫ মিনিটে রিতু পর্ণার গোলে বাংলাদেশের ৩-১ গোলে এগিয়ে যাওয়া। এরপর ৭৬ ও ৯০ মিনিটে আরও দুই গোল করে বাংলাদেশের ৫-১ গোলের সহজ জয় এনে দেন সাগরিকা। সাথে পূর্ণ হয় তার হ্যাটট্রিক। যে কোনো আন্তর্জাতিক ফুটবলে এটিই সাগরিকার প্রথম হ্যাটট্রিক।

২৭ জুলাই পরের ম্যাচেতো বাংলাদেশের রক্ষণভাগে আরও ভয়াবহ অবস্থা। ২২ মিনিটেই ২ গোলে পিছিয়ে বাংলাদেশ। ১৫ মিনিটে লিড নেয়া ভুটান ২২ মিনিটে স্কোর ২-০ করে ফেলে। এবারও দলকে ম্যাচে ফেরানোর দায়িত্ব নেন অধিনায়ক সাবিনা। ৩৫ মিনিটে তার গোলে স্কোর ২-১। ৪০ মিনিটে আগের ম্যাচে তিন গোল করা সাগরিকা সমতা আনেন। ২-২ এ প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে রিতু পর্ণার জোড়া গোলে ৪-২ এ জয় নিয়ে মাঠ ত্যাগ বাংলাদেশ দলের। ৬২ ও ৮৬ মিনিটে দুই গোল করেন এই মিডফিল্ডার।

অক্টোবরের মহিলা সাফের আগে বাংলাদেশ সাফের প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই ভুটানের সাথে দুই ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ। বাফুফের পরিকল্পনা ছিল লেবাননে গিয়ে সেখানে চারজাতি টুর্নামেন্টে অংশ নেয়া। নেপাল, বাংলাদেশ , জর্ডান এবং লেবাননকে নিয়ে হওয়ার কথা ছিল সেই আসর। কিন্তু দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ চলায় এবং মাঝে মাঝে সেই যুদ্ধ রাজধানী বৈরুত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তাই বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতীয় দলের ফুটবলারদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সাবিনাদের লেবানন যেতে দেয়নি। এর আগেও ফিলিস্তিন ও লেবাননের বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলা সম্ভব হয়নি নিরাপত্তার কারণে। মিয়ানমারে গিয়েও খেলার পরিকল্পনা বাদ দিতে হয় এই নিরাপত্তা ঝুঁকিতে। বাফুফে এখন সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আরও দুই ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা করছে মহিলা দলের জন্য। ভুটান সফরে বৃটিশ কোচ পিটার জেমস বাটলার পূর্নশক্তির বাংলাদেশ দল নিয়ে যেতে পারেননি। পরীক্ষার জন্য ডিফেন্ডার আফেইদা খন্দকার প্রান্তি, সুরমা জান্নাত, ফরোয়ার্ড ছোট শামসুন্নহার, শাহেদা আক্তার রিপা ও তহুরা খাতুনকে নিতে পারেনি। স্ট্রাইকার কৃষ্ণা রানী সরকার অনেক দিন ধরেই ইনজুরির সাথে লড়ছেন। রিপা ,তহুরা এবং শামসুন্নহারদের অভাবটা ভালো ভাবেই সামলে নিয়েছেন সাবিনা, সাগরিকা এবং রিতু পর্ণারা। তিন ফরোয়ার্ডই দুই ম্যাচে গোল করেছেন। দুই ম্যাচে চার গোল সাগরিকার। সাবিনার একটি করে গোল। রিতু পর্ণা দুই ম্যাচে করেছেন তিন গোল। তবে ডিফেন্সে প্রান্তি ও সুরমা জান্নাতদের অভাব প্রকট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে কোচ বাটলার গোলরক্ষক রুপনার জায়গায় মিলিকে খেলান। মোট পাঁচ পরিবর্তন আনা হয় এই ম্যাচে। অবশ্য ভুটানের মহিলা ফুটবল এখন আর সেই পুরোনো দুর্বল অবস্থানে নেই। তাদের আক্রমন ভাগে কুশলী এবং স্কিলফুল ফুটবলারের উপস্থিতি। এই দলটি আগামীতে যে কোনো দলের জন্যই মাথা ব্যাথার কারণ হবে।

প্রথম ম্যাচে খেলা বাংলাদেশ দল : রুপনা, শিউলী, নীলা, মাছুরা, মনিকা, মারিয়া (স্বপ্না রানী ৪৬ মি.) প্রীতি (সানজিদা ৪৬ মি.) সুলতানা (সাগরিকা ৪৬ মি.) , রিতু, সাবিনা (সুমাইয়া ৭৩ মি.), ছোট শামসুন্নাহার (কোহাতি ৮৫ মি.),

দ্বিতীয় ম্যাচে খেলা বাংলাদেশ দল : মিলি (রুপনা ৬১ মি.) , মাছুরা ,শিউলী, শামসুন্নাহার (নীলা ৪৬ মি.), কোহাতি কিসকু, স্বপ্না রানী (মারিয়া ৩০ মি.), মনিকা, সানজিদা (রিতু পর্ণা ৬১ মি.) সাবিনা , সুমাইয়া (হালিমা ৮৩ মি.), সাগরিকা।

টেস্টে অতীতের দুঃস্বপ্নময় অধ্যায় পেছনে ফেলে এবার কী পাকিস্তানের সঙ্গে দারুণ কিছু করতে পারবে বাংলাদেশ?

পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে ভালো কিছুর আশায় বাংলাদেশ

● মো. মাহবুবুর রশিদ ●

বাংলাদেশ গত মার্চ-এপ্রিলে নিজেদের আঙিনায় সবশেষ ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। লঙ্কানদের সঙ্গে সিলেটে ৩২৮ রানের বিশাল হারের পর চট্টগ্রামে জুটেছিল ১৯২ রানের একতরফা পরাজয়। তারপর কেটে গেছে প্রায় পাঁচ মাস। এই সময়ে কেবলই টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে লাল-সবুজ বাহিনী। অতঃপর আবারও সাদা পোশাকে মাঠে নামতে যাচ্ছে বাংলাদেশ দল। টাইগারদের এবারের মিশন পাকিস্তান। পাকিস্তান সফরে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ২টি টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ। ২১ আগস্ট প্রথম টেস্ট মাঠে গড়াবে রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ৩০ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম। দুই দলের মধ্যকার এই ম্যাচ ২টি আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। চলমান তৃতীয় আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে এ পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে ২ জয় আর ৩ পরাজয়ে ৩৬.৬৬ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় পাকিস্তানের অবস্থান পাঁচে। অন্যদিকে ৪ ম্যাচে ৩ হার ও ১ জয়ে ২৫.০০ শতাংশ পয়েন্ট পেয়ে বাংলাদেশ রয়েছে ৮ নম্বরে। এমনিতে বর্তমান টেস্ট র‍্যাঙ্কিয়ে পাকিস্তান ৬ নম্বরে এবং ৯ নম্বরে বাংলাদেশ।

পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পাকিস্তান যাওয়ার কথা ছিল ১৭ আগস্ট। কিন্তু দেশে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সূত্র ধরে ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নির্ধারিত তারিখের পাঁচ দিন আগেই ১২ আগস্ট পাকিস্তানের বিমানে উড়াল দিয়েছেন লিটন-মিরাজরা। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের আগেভাগে যাওয়ার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে বিসিবি। এমনিতে সিরিজকে সামনে রেখে দেশে থাকতে খেলোয়াড়রা মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ব্যক্তিগত অনুশীলন করলেও শেষ দিকে দলীয় অনুশীলন ব্যাহত হচ্ছিল। পিসিবি জানিয়েছে, সেখানে আগেভাগে গেলে বাংলাদেশকে অনুশীলনের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দেবে তারা।

বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান টেস্ট দ্বৈরথের পরিসংখ্যান বড্ড একপেশে। সেই ২০০১ সালের আগস্টে মুলতানে এশিয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে দুই দলের প্রথম সাক্ষাৎ। তারপর গত ২৩ বছরে সব মিলিয়ে উভয় দল পরস্পরের বিপক্ষে খেলেছে ১৩ টেস্ট। যেখানে ১২ ম্যাচই জিতে নিয়েছে পাকিস্তান। বাংলাদেশের সান্ত্বনা বলতে একটি টেস্ট (২০১৫ সালের এপ্রিল-মে মাসে, খুলনায়) কোনোক্রমে ড্র করা। আবার বাংলাদেশের কপালে যে পরাজয়গুলো জুটেছে, সেগুলোও বিশাল বিশাল। ১২ হারের মধ্যে ৬টিই ইনিংস ব্যবধানে, যেখানে আছে ইনিংস ও ২৬৪ রানের সর্বোচ্চ পরাজয়, যেটি এসেছে প্রথম দেখায়। এ ছাড়া ৫টি উইকেটের ব্যবধানে এবং অন্যটি ৩২৮ রানে। পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের সবচেয়ে 'ছোট পরাজয়' ১ উইকেটে। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ওই মুলতান টেস্টে প্রায় জিততে জিততে দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত একটুর জন্য হারতে হয় বাংলাদেশকে। মাটিতে ড্রপ খাওয়া বল ক্যাচ নিয়ে পাকিস্তানি উইকেটকিপার রশিদ লতিফের জোচ্চুরি, সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও মোহাম্মদ রফিকের 'মানকাদ আউটের' সুযোগ না নেওয়া এবং চতুর্থ ইনিংসে ইনজামাম উল হকের অবিশ্বাস্য সেঞ্চুরির (২৩২ বলে অপরাজিত ১৩৮) ফলে বাংলাদেশকে মেনে নিতে হয় ১ উইকেটের হৃদয়ভাঙা পরাজয়।

দলীয় হতাশার বাইরে অবশ্য পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের কিছু স্মরণীয় ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স রয়েছে। এর

সাদা পোশাকে বাংলাদেশের দুই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম ও মুমিনুল হকের কাঁধে দায়িত্ব অনেক

মধ্যে অলক কাপালির হ্যাটট্রিক, ম্যাচ হেরেও সাকিব আল হাসানের ম্যাচসেরার পুরস্কার পাওয়া, এক সিরিজে হাবিবুল বাশারের সর্বোচ্চ রান (৩ টেস্টের ৬ ইনিংসে ৬৩.১৬ গড়ে ৩৭৯) এবং তামিম ইকবাল ও ইমরুল কায়েসের ৩১২ রানের মহাকাব্যিক ওপেনিং জুটির কীর্তিগাথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু টেস্ট জিততে কিংবা ড্র করতে আসলে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দিয়ে কাজ হয় না, দরকার সম্মিলিত টিম পারফরম্যান্স; যেটির বড্ড অভাব বাংলাদেশের।

তাহলে এবার পাকিস্তানের মাটিতে কী অপেক্ষা করছে বাংলাদেশের জন্য? বাঁহাতি ব্যাটসম্যান নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের সম্ভাব্য সেরা দল ঘোষণা করে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু বিসিবির পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শুনিয়েছেন ভালো কিছু করার আশার বাণী, 'আমরা এই সংস্করণের সেরা ক্রিকেটারদের নিয়ে দল সাজাতে চেয়েছি। এই দলটা যথেষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ। মুশফিক, মুমিনুল ও সাকিবের মোট ২১৬টি টেস্ট ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা আছে। তাইজুল ও মিরাজ আমাদের স্পিন বিভাগকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। দুজনের মধ্যে ৩৫০-এর বেশি টেস্ট উইকেট (সংখ্যাটা ৩৫৯) রয়েছে। এ ছাড়া শান্ত, লিটন ও অন্য ব্যাটসম্যানরা ভালো করবে, পাকিস্তানের বিপক্ষে দল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট খেলবে, এই আশা করছি। আমরা একটা দলগত পারফরম্যান্স প্রত্যাশা করছি।' প্রধান নির্বাচকের আশা অনুযায়ী বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা নিজেদের সেরাটা নিংড়ে দিতে পারলে হয়তোবা দল হিসেবে ভালো কিছুর দেখা পাওয়া সম্ভবও হতে পারে।

জানিয়ে রাখা ভালো, বাংলাদেশ যেমন মাস পাঁচেক পর টেস্ট খেলার অপেক্ষায়, তেমনি পাকিস্তানও কিন্তু আরও লম্বা সময় ধরে এই সংস্করণের বাইরে রয়েছে। সবশেষ জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তারা সিডনিতে টেস্ট খেলেছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। অজিদের বিপক্ষে তাদেরই মাটিতে ৩ টেস্টের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়া পাকিস্তান প্রায় সাড়ে সাত মাস পর চলতি বছর নিজেদের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামবে বাংলাদেশের বিপক্ষে। সাদা পোশাকে লাল বলের ক্রিকেটে দীর্ঘ সময় বিরতির অনভ্যস্ততা তাই ভোগাতে পারে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দুই দলকেই, যারা কি না এই সংস্করণে নিজেদের শেষ সিরিজে 'ধবলধোলাই' হওয়ার যন্ত্রণার 'সমতা' নিয়ে মাঠে নামবে জয়ের খোঁজে!

= বাংলাদেশ দল : নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, মুমিনুল হক, লিটন কুমার দাস, মাহমুদুল হাসান জয়, জাকির হাসান, সাদমান ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাঈম হাসান, শরীফুল ইসলাম, সৈয়দ খালেদ আহমেদ, হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা।

= পাকিস্তান দল : শান মাসুদ (অধিনায়ক), সৌদ শাকিল (সহ-অধিনায়ক), আবদুল্লাহ শফিক, আবরার আহমেদ, বাবর আজম, কামরান গুলাম, খুররম শাহজাদ, মির হামজা, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ হুরাইরা, মোহাম্মদ রিজওয়ান, নাসিম শাহ, সাঈম আইয়ুব, আগা সালমান, সরফরাজ আহমেদ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, আমের জামাল।

সিরিজের সূচি...

প্রথম টেস্ট : ২১-২৫ আগস্ট, রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম

দ্বিতীয় টেস্ট : ৩০ আগস্ট-৩ সেপ্টেম্বর, ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, করাচি

টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যেক দেশের বিপক্ষে বাংলাদেশ

প্রতিপক্ষ	সময়কাল	ম্যাচ	জয়	হার	ড্র
আফগানিস্তান	২০১৯-২৩	২	১	১	০
অস্ট্রেলিয়া	২০০৩-১৭	৬	১	৫	০
ইংল্যান্ড	২০০৩-১৬	১০	১	৯	০
ভারত	২০০০-২২	১৩	০	১১	২
আয়ারল্যান্ড	২০২৩-২৩	১	১	০	০
নিউজিল্যান্ড	২০০১-২৩	১৯	২	১৪	৩
পাকিস্তান	২০০১-২১	১৩	০	১২	১
দ. আফ্রিকা	২০০২-২২	১৪	০	১২	২
শ্রীলংকা	২০০১-২৪	২৬	১	২০	৫
ও. ইন্ডিজ	২০০২-২২	২০	৪	১৪	২
জিম্বাবুয়ে	২০০১-২১	১৮	৮	৭	৩
সর্বমোট	২০০০-২৪	১৪২	১৯	১০৫	১৮

টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যেক দেশের বিপক্ষে পাকিস্তান

প্রতিপক্ষ	সময়কাল	ম্যাচ	জয়	হার	ড্র
অস্ট্রেলিয়া	১৯৫৬-২৪	৭২	১৫	৩৭	২০
বাংলাদেশ	২০০১-২১	১৩	১২	০	১
ইংল্যান্ড	১৯৫৪-২২	৮৯	২১	২৯	৩৯
ভারত	১৯৫২-০৭	৫৯	১২	৯	৩৮
আয়ারল্যান্ড	২০১৮-১৮	১	১	০	০
নিউজিল্যান্ড	১৯৫৫-২৩	৬২	২৫	১৪	২৩
দ.আফ্রিকা	১৯৯৫-২১	২৮	৬	১৫	৭
শ্রীলঙ্কা	১৯৮২-২৩	৫৯	২৩	১৭	১৯
ও. ইন্ডিজ	১৯৫৮-২১	৫৪	২১	১৮	১৫
জিম্বাবুয়ে	১৯৯৩-২১	১৯	১২	৩	৪
সর্বমোট	১৯৫২-২৪	৪৫৬	১৪৮	১৪২	১৬৬

বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৩ টেস্টের ১২টিই জিতে নেওয়া (১টি ড্র) পাকিস্তান ঘরের মাঠে এবারো জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাইবে

বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্ট সিরিজ বাই সিরিজ ফল...

সময়কাল	আয়োজক	ম্যাচ	বাংলাদেশ জয়ী	পাকিস্তান জয়ী	ড্র	ফল
আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০১	পাকিস্তান	১	০	১	০	পাকিস্তান ১-০ ব্যবধানে জয়ী
জানুয়ারি ২০০২	বাংলাদেশ	২	০	২	০	পাকিস্তান ২-০ ব্যবধানে জয়ী
আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০৩	পাকিস্তান	৩	০	৩	০	পাকিস্তান ৩-০ ব্যবধানে জয়ী
ডিসেম্বর ২০১১	বাংলাদেশ	২	০	২	০	পাকিস্তান ২-০ ব্যবধানে জয়ী
এপ্রিল-মে ২০১৫	বাংলাদেশ	২	০	১	১	পাকিস্তান ২-০ ব্যবধানে জয়ী
ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ২০২০	পাকিস্তান	১	০	১	০	পাকিস্তান ১-০ ব্যবধানে জয়ী
নভেম্বর- ডিসেম্বর ২০২১	বাংলাদেশ	২	০	২	০	পাকিস্তান ২-০ ব্যবধানে জয়ী

এক সারিতে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ১৩ টেস্টের ছোট-চিত্র...

নং.	ভেন্যু	বাংলাদেশ ইনিংস	পাকিস্তান ইনিংস	ফল	ম্যাচ শুরুর তারিখ	প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ
১.	মুলতান	১৩৪/১০ ও ১৪৮/১০	৫৪৬/৩ (ডিক্লেয়ার)	পাকিস্তান ইনি. ও ২৬৪ রানে জয়ী	২৯ আগস্ট ২০০১	দানিশ কানেরিয়া (পাকিস্তান)
২.	ঢাকা	১৬০/১০ ও ১৫২/১০	৪৯০/৯ (ডিক্লেয়ার)	পাকিস্তান ইনি. ও ১৭৮ রানে জয়ী	৯ জানুয়ারি ২০০২	আবদুল রাজ্জাক (পাকিস্তান)
৩.	চট্টগ্রাম	১৪৮/১০ ১৪৮/১০	৪৬৫/৯ (ডিক্লেয়ার)	পাকিস্তান ইনি. ও ১৬৯ রানে জয়ী	১৬ জানুয়ারি ২০০২	ইউসুফ ইয়োহানা (পাকিস্তান)
৪.	করাচি	২৮৮/১০ ও ২৭৪/১০	৩৪৬/১০ ও ১১৭/৩	পাকিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী	২০ আগস্ট ২০০৩	ইয়াসির হামিদ (পাকিস্তান)
৫.	পেশোয়ার	৩৬১/১০ ও ৯৬/১০	২৯৫/১০ ১৬৫/১	পাকিস্তান ৯ উইকেটে জয়ী	২৭ আগস্ট ২০০৩	শোয়েব আখতার (পাকিস্তান)
৬.	মুলতান	২৮১/১০ ও ১৫৪/১০	১৭৫/১০ ও ২৬২/৯	পাকিস্তান ১ উইকেটে জয়ী	৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩	ইনজামাম উল হক (পাকিস্তান)
৭.	চট্টগ্রাম	১৩৫/১০ ও ২৭৫/১০	৪৯৪/৫ (ডিক্লেয়ার)	পাকিস্তান ইনি. ও ১৮৪ রানে জয়ী	৯ ডিসেম্বর ২০১১	ইউনিস খান (পাকিস্তান)
৮.	মিরপুর	৩৩৮/১০ ও ২৩৪/১০	৪৭০/১০ ও ১০৭/৩	পাকিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী	১৭ ডিসেম্বর ২০১১	সাকিব আল হাসান (বাংলাদেশ)
৯.	খুলনা	৩৩২/১০ ও ৫৫৫/৬	৬২৮/১০	ম্যাচ ড্র	২৮ এপ্রিল ২০১৫	তামিম ইকবাল (বাংলাদেশ)
১০.	মিরপুর	২০৩/১০ ও ২২১/১০	৫৫৭/৮ ও ১৯৫/৬	পাকিস্তান ৩২৮ রানে জয়ী	৬ মে ২০১৫	আজহার আলী (পাকিস্তান)
১১.	রাওয়ালপিন্ডি	২৩৩/১০ও ১৬৮/১০	৪৪৫/১০	পাকিস্তান ইনি ও ৪৪ রানে জয়ী	৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০	নাসিম শাহ (পাকিস্তান)
১২.	চট্টগ্রাম	৩৩০/১০ ও ১৫৭/১০	২৮৬/১০ ও ২০৩/২	পাকিস্তান ৮ উইকেটে জয়ী	২৬ নভেম্বর ২০২১	আবিদ আলী (পাকিস্তান)
১৩.	মিরপুর	৮৭/১০ ও ২০৫/১০	৩০০/৪ (ডিক্লেয়ার)	পাকিস্তান ইনি. ও ৮ রানে জয়ী	৪ ডিসেম্বর ২০২১	সাজিদ খান (পাকিস্তান)

● মোরসালিন আহমেদ ●

ফিদে আন্তর্জাতিক রেটিং প্রতিবন্ধী দাবা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সঙ্গে অতিথিরা

প্রস্তুতি ছাড়াই দাবা অলিম্পিয়াডে যাচ্ছে বাংলাদেশ

বিশ্ব দাবার সর্বোচ্চ দলগত আসর 'দাবা অলিম্পিয়াড' আগামী ১০ সেপ্টেম্বর থেকে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে শুরু হচ্ছে। অথচ এ নিয়ে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের তেমন কোনো ভাবনা নেই। নেই কোনো দলের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি। বলতে গেলে একরকম প্রস্তুতি ছাড়াই দাবা অলিম্পিয়াডে খেলতে যাচ্ছেন দলের খেলোয়াড়রা। দল নির্বাচন নিয়ে কারও মনে কোনো প্রশ্ন না থাকলেও দলের অধিনায়ক মনোনয়নে নানা রকম বিতর্ক প্রশ্নবিদ্ধ করছে। যেখানে বাংলাদেশ দল কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই দাবা অলিম্পিয়াডে যাচ্ছেন, সেখানে দলের জন্য অধিনায়ক হিসেবে 'বিশেষজ্ঞ' কাউকে নিয়ে গেলে তেমন কোনো প্রশ্ন উঠত না। অন্তত তারা খেলোয়াড়দের ভালো পরামর্শক হয়ে কাজ করতে পারতেন। এ ক্ষেত্রে ওপেন দলের অধিনায়ক মাসুদুর রহমান মল্লিক দিপুর বিকল্প হিসেবে গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত বিন সাত্তার কিংবা ফিদেমাস্টার তৈয়বুর রহমান সুমন এবং নারী দলের অধিনায়ক মাহমুদা হক চৌধুরী মলির বিকল্প হিসেবে আন্তর্জাতিক মাস্টার আবু সুফিয়ান শাকিল কিংবা নারী ফিদেমাস্টার তনিমা পারভীনের কথা কি ফেডারেশন কর্মকর্তারা ভাবতে পারতেন না? কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি কর্মকর্তারা এ ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে দলের অধিনায়কের ক্ষেত্রে কি বারবার একই ব্যক্তি খুবই জরুরি!

বিশেষ করে আসন্ন দাবা অলিম্পিয়াডটি আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান, ফিদেমাস্টার মনন রেজা নীড়, ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া, নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম, নারী ফিদেমাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ, নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার নুশরাত জাহান আলো ও নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার আহমেদ ওয়ালিজা– এমন একঝাঁক উদীয়মান খেলোয়াড়দের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এখানে ভালো খেলতে পারলে যার যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 'নর্ম' কিংবা সরাসরি 'উপাধি' পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাই খেলোয়াড়দের স্বার্থে দলের সঙ্গে 'দাবা বিশেষজ্ঞ' কেউ থাকলে ভালো হতো। সেখানে খেলোয়াড়দের ভুলত্রুটিগুলো যথাযথভাবে শুধরিয়ে দিতে পারতেন, প্রতিপক্ষ বিবেচনায় ভালো পরামর্শ দিতে পারতেন। আগামী ১০ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিতব্য ৪৫তম দাবা অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ এবারও ওপেন বিভাগ ও নারী বিভাগে অংশগ্রহণ করবে।

এদিকে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শাহাবউদ্দিন শামীম বলেন, 'আসন্ন দাবা অলিম্পিয়াড উপলক্ষে আমরা এক মাসের জন্য উজবেকিস্তান থেকে একজন কোচ আনার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু পরে জেনেছি, যাঁকে আমরা আনতে চাচ্ছিলাম, তিনি ইংরেজি জানেন না। যে কারণে আর আনা হয়নি। ফলে ওপেন দলে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা নিজ নিজ উদ্যোগেই অনুশীলন করছেন। তবে গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীবকে দিয়ে নারী দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন।' এক প্রশ্নে তিনি আরও বলেন, 'ভিসা পাওয়া সাপেক্ষে আশা করছি, ৮ সেপ্টেম্বর আমরা হাঙ্গেরির উদ্দেশে রওনা হবো।' অন্যদিকে আন্তর্জাতিক আরবিটার হারুন অর রশিদ বলেন, যেকোনো দলের জন্যই দলের সঙ্গে 'দাবা বিশেষজ্ঞ' থাকা বাঞ্ছনীয়। দাবা অলিম্পিয়াডের সিংহভাগ দলের সঙ্গেই তাঁদের দেখা যায়। তাতে ভালো ফল বয়ে আনার জন্য তাঁরা অনন্য ভূমিকা রাখেন। এ দাবা অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের অনেক উদীয়মান খেলতে যাচ্ছেন। তাঁরা যদি সেখানে প্রোপার দাবা বিশেষজ্ঞ পেতেন, তাহলে সাফল্যে অর্জনে খুবই ভালো হতো।

বাংলাদেশ জাতীয় দল

ওপেন দল : ফিদেমাস্টার মনন রেজা নীড়, আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান, গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীব, গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ ও ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া।

নারী দল : নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম, নারী ফিদেমাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ, নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার নুশরাত জাহান আলো, নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার আহমেদ ওয়ালিজা ও নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার রানী হামিদ।

প্রতিবন্ধী দাবা : এজাজ, আলী ও আখতার চ্যাম্পিয়ন

ইস্পাহানি লিমিটেড ফিদে আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিভাগে সৈয়দ এজাজ হোসেন, শ্রবণপ্রতিবন্ধী বিভাগে মো. আলী নেওয়াজ সরকার ও শারীরিক প্রতিবন্ধী বিভাগে মো. আখতার হোসেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ইস্পাহানি লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সহযোগিতায় সম্প্রতি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন দাবা খেলোয়াড়দের নিয়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে প্রধান অতিথি হয়ে পুরস্কার বিতরণ করেন বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উপমহাসচিব ইন্তেখাবুল হামিদ অপু। দুই দিনব্যাপী এ আসরে বিভিন্ন জেলার ৩১ জন শারীরিক, দৃষ্টি ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী দাবা খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে অবশ্য ১২ জন আন্তর্জাতিক রেটেড খেলোয়াড় ছিলেন। সুইস লিগ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সার্টিফিকেট, মেডেল ও নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিভাগ : সৈয়দ এজাজ হোসেন টানা পাঁচ ম্যাচে শতভাগ জয় পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তবে রানারআপ লড়াইয়ে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে কক্সবাজারের মো, সুরত আলম রানারআপ ও গোপালগঞ্জের বাপ্পী সরকার তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এ ছাড়া ৩ পয়েন্ট নিয়ে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে ঢাকার আবিদ হোসেন চতুর্থ ও চট্টগ্রামের আবদুল মনসুর জাবেদ পঞ্চম হয়েছেন।

শ্রবণপ্রতিবন্ধী বিভাগ : কুষ্টিয়ার মো. আলী নেওয়াজ সরকার ৬ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এদিকে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে মোল্লা রাশেদুল নবী সৈকত রানারআপ এবং ওবায়দুল ইসলাম শাহীন তৃতীয় হয়েছেন। অন্যদিকে ৩.৫ পয়েন্ট পেয়ে মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম চতুর্থ ও ৩ পয়েন্ট নিয়ে আবদুল্লাহ আল সারহান সৈকত পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

শারীরিক প্রতিবন্ধী বিভাগ : শিরোপা লড়াইয়ে ৬ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে মো. আখতার হোসেন চ্যাম্পিয়ন ও মো. খোরশেদ আলম রানারআপ হয়েছেন। তবে ৪ পয়েন্ট নিয়ে যশোরের পল্লব কুমার সাহা তৃতীয়, ৩ পয়েন্ট পেয়ে খুলনার আশিকুর রহমান তূর্য চতুর্থ ও মো. শামীম হোসেন পঞ্চম স্থান লাভ করেন। এ ছাড়া সেরা নারী খেলোয়াড় হিসেবে রুবি আক্তার ও সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় হিসেবে মো. আবিদুর রহমান বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন।

ক্রিকেট থেকে আপাতত দূরে সাইফউদ্দিন

● মো. মনির উদ্দিন ●

বাংলাদেশ 'এ' দলের হয়ে চার দিনের ও পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ খেলার জন্য পাকিস্তান সফরে যাওয়ার কথা ছিল মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনের। কিন্তু এই পেস অলরাউন্ডার 'এ' দলের স্কোয়াডে ডাক পেলেও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে যাননি। 'মানসিকভাবে বিপর্যস্ত' থাকার কারণ দেখিয়ে দুই মাসের জন্য ক্রিকেট থেকে ছুটি নিয়েছেন। বিসিবিকে পাঠানো চিঠিতে তিনি লিখেন, 'সাম্প্রতিক বিশ্বকাপ ক্রিকেট ও সুযোগ পেয়েও গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি লিগে দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে খেলতে না পারায় মানসিকভাবে আমি খুবই বিপর্যস্ত। তাই আগামী দুই মাস আমি সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চাই।' কেউ খেলতে না চাইলে তো আর তাঁকে জোর করে খেলানো যায় না। তাই সাইফউদ্দিনের ছুটি মঞ্জুর না করে আসলে বিসিবির উপায়ও ছিল না।

'মানসিকভাবে বিপর্যস্ত' থাকার কারণ দেখিয়ে ক্রিকেট থেকে দুই মাসের জন্য ছুটি নিয়েছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন

গতিময় বোলিংয়ের পাশাপাশি ভালো ব্যাটিং করতে জানার মতো সামর্থ্যবান একজন জেনুইন পেস অলরাউন্ডারের জন্য বাংলাদেশের ক্রিকেটের হাহাকার ছিল অনেক দিনের। ওই শূন্যতা পূরণের পথ ধরে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সিঁড়ি ভেঙ্গে জাতীয় দলে 'আশার আলো' হিসেবে আবির্ভূত হন সাইফউদ্দিন। ডানহাতে বোলিং আর বাঁহাতে ব্যাটিং করে যিনি বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে কামিয়েছেন সুনাম। ২০১৭ সালের এপ্রিলে কলম্বোর মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে প্রথমবার লাল-সবুজ জার্সি গায়ে ওঠে ফেনী থেকে উঠে আসা এক তরুণের। একই বছরের অক্টোবরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কিম্বার্লিতে হয় ওয়ানডে অভিষেক। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলার শুরুতে দেখাতে পারেননি হইচই ফেলে দেওয়ার মতো তেমন পারফরম্যান্স। ব্যাটে-বলে সত্যিকারের প্রতিভার বিচ্ছুরণ সামর্থ্যে অনুবাদ করতে না পারলেও একেবারে হতাশও করেননি। আসা-যাওয়ার মধ্যেই টিকে ছিলেন বাংলাদেশের সীমিত ওভারের দলে। সময়ের পরিক্রমায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে একদিন ঠিকই আলো ছড়াবেন- ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই মূলত সাইফউদ্দিনকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকেন সমর্থকেরা।

কিন্তু সর্বনাশা ইনজুরি তাঁর ক্যারিয়ারে নিয়ে আসে অশনি-সংকেত। বারবার পিঠের ব্যাথায় ঘটে ছন্দপতন। দেশে-বিদেশে চিকিৎসা ও কঠোর পরিশ্রম করে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সেরে চোট থেকে ফিরেও আসেন। এর ফাঁকে গত বছরের মার্চে বিয়ে করে শুরু করেন জীবনের 'দ্বিতীয় ইনিংস'। সবশেষ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে ঠিক দেড় বছর পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটে সাইফউদ্দিনের। গত মে মাসে বাংলাদেশ নিজেদের আঙিনায় জিম্বাবুয়েকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পরাজিত করে ৪-১ ব্যবধানে। ৪ ম্যাচ খেলে সাইফউদ্দিন চমৎকার বোলিং করে শিকার করেন ১৮.৬২ গড়ে সিরিজের সর্বোচ্চ ৮ উইকেট। অবশ্য ৮ উইকেট নিয়ে তাসকিন আহমেদও ছিলেন তাঁর যুগ্মসঙ্গী। এর আগে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ বিপিএলে ফরচুন বরিশালের জার্সি গায়ে এবং লিস্ট 'এ' আসর ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেটে আবাহনীর হয়ে নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরেছিলেন। জাতীয় দলে দুর্দান্তভাবে ফিরে আসার ফলে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন সাইফউদ্দিন। কিন্তু জুনে ভারতে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে নেওয়া হয়নি তাঁকে। অথচ, জিম্বাবুয়ের সঙ্গে ২ ম্যাচে মাত্র ১ উইকেট পেয়েও ভারতের বিমানে চড়ার সুযোগ পান তানজিম হাসান সাকিব। তরুণ এই ডানহাতি পেসার বিশ্বমঞ্চে দারুণ সফলতাও পান। মূলত ডেথ ওভারে হিসেবী ও কার্যকরী বোলিং করতে না পারার কারণ দেখিয়ে সাইফউদ্দিনকে বিশ্বকাপ দলে বিবেচনা করেননি নির্বাচকরা। পারফরম্যান্স করার পরও বিশ্বকাপের স্বপ্নভঙ্গের হতাশায় বেশ ভেঙে পড়েন ইতোমধ্যেই জীবনের ২৭ বসন্ত পেরিয়ে আসা সাইফউদ্দিন। বিশ্বকাপ চলাকালীন শুরু হওয়া বিসিবির টাইগার্স ক্যাম্পে ডাকা হলেও সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে ছুটি নিয়েছিলেন তিনি। শেষ দিকে চট্টগ্রামের ক্যাম্পে যোগ দিলেও কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে টরন্টো ন্যাশনালসে খেলার সুযোগ পেয়ে আবারো ছুটি নেন। কিন্তু বৈষম্যবিরোধী কোটা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ছাত্র-জনতার তুমুল অভ্যুত্থানে সৃষ্ট দেশের অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে সময়মতো ভিসা কার্যক্রম সারতে পারেননি সাইফউদ্দিন। ফলে শেষ পর্যন্ত কানাডায় যাওয়া হয়নি তাঁর। দেশের বাইরে প্রথমবারের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলার সুযোগ পেয়েও তা হাতছাড়া হওয়ায় চরম হতাশ হয়ে পড়েন সাইফউদ্দিন। এর আগে বিশ্বকাপ খেলতে না পারার ক্ষতটাও জেগে ওঠে নতুনভাবে। ফলে বাংলাদেশ 'এ' দল থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। কাছাকাছি সময়ে পাওয়া দুটো 'ধাক্কা' সামলানোর জন্য দুই মাসের জন্য ক্রিকেট থেকে দূরে থাকছেন তিনি। পরিবার পরিজনের আশ্রয়ে যত তাড়াতাড়ি মানসিক প্রশান্তি ফিরে পান সাইফউদ্দিন, আবারো মেতে ওঠেন ব্যাট-বল নিয়ে; সেটি তাঁর নিজের এবং বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য ভালো।

সাইফউদ্দিনের ক্রিকেট ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান...

সংস্করণ	ম্যাচ	ইনিংস	উইকেট	গড়	সেরা	ইনিংস	রান	গড়	সর্বোচ্চ
ওডিআই	২৯	২৮	৪১	৩১.১৯	৪/৪১	১৯	৩৬২	৩৬.২০	৫১*
টি-টোয়েন্টি	৩৮	৩৮	৪২	২৭.৫৭	৪/৩৩	২১	২০৬	১৮.৭২	৩৯*
প্রথম শ্রেণি	৩৭	৫৬	৬৩	৩৮.২২	৭/১২১	৫৩	১৩০৬	৩৩.৪৮	১০০*
লিস্ট 'এ'	১২১	১১৯	১৮৬	২৫.৭০	৫/৯	৭৯	১৫৯৮	৩৪.৭৩	৬৮
ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি	১১৭	১১৬	১৫৩	২১.২৫	৪/১৮	৬১	৫৬৬	১৫.৭২	৪০

● মো. মাহবুবুর রশিদ ●

অস্ট্রেলিয়া সফরে পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে চার দিনের ম্যাচের সিরিজ ১-১ এ ড্র করার পর তিন দলের ওয়ানডে টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ হাইপারফরম্যান্স (এইচপি) দল একটি ম্যাচ জিতেছে এবং একটি ম্যাচে হেরেছে। ডারউইনের মারারা ওভালে স্থানীয় নর্দার্ন টেরিটোরি স্ট্রাইকের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ এইচপি ১১২ রানের বড় জয় পেলেও পরের ম্যাচে চরম ব্যাটিং ব্যর্থতায় পাকিস্তান শাহিনসের কাছে ৮ উইকেটে হেরে যায় আফিফ হোসেনের দল।

অস্ট্রেলিয়ায় চলমান টপ ইন্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে অন্য অধিনায়কদের সঙ্গে বাংলাদেশ এইচপির অধিনায়ক আকবর আলী (ডান থেকে চতুর্থ)

বাংলাদেশ এইচপি দলের একটি জয় ও একটি পরাজয়

নর্দার্ন টেরিটোরি স্ট্রাইকের সঙ্গে প্রথম একদিনের ম্যাচে টস হেরে শুরুতে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশ এইচপি দলকে ১৯.৪ ওভারে ১০০ রানের দারুণ সূচনা এনে দেন দুই বাঁহাতি তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন। ৬৪ বলে ৫ চার ও ২ ছক্কায় ৬৭ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে চার্লি স্মিথের বলে ক্যাচ দিয়ে আউট হন পারভেজ। তারপর কিছুটা খেই হারায় এইচপি। দলীয় ১০০ থেকে ১৩০ রানের ব্যবধানে পতন ঘটে ৪ উইকেট। জিসান আলম ১১ ও অধিনায়ক আফিফ হোসেন ফেরেন ৬ রানে। ৬৪ বলে ৫৩ রান করে আউট হন আরেক ওপেনার তানজিদ। তাঁর ইনিংসে ছিল ৪টি চার ও ১টি ছক্কা। দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারানোর ফলে এইচপি দলের রানের গতিও কিছুটা কমে যায়। তবে এরপর আকবর আলী (২৬), শামীম হোসেন পাটোয়ারি (২০) ও আট নম্বরে নামা মূলত পেসার আবু হায়দার রনির (৩৮) কার্যকর ইনিংসের সুবাদে বাংলাদেশ এইচপি ৫০ ওভারে সবক'টি উইকেট হারিয়ে পায় ২৫০ রানের লড়াকু স্কোর। এনটি স্ট্রাইকের হয়ে হ্যামিশ মার্টিন ৩৪ রান খরচে শিকার করেন ৪টি উইকেট। পরে ২৫১ রানের জয়ের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নামা নর্দার্ন টেরিটোরির ইনিংসে বাংলাদেশের বোলাররা তাণ্ডব চালিয়ে ৪২ ওভারে অলআউট করে দেন মাত্র ১৩৮ রানে। দুই পেসার অভিজ্ঞ আবু হায়দার রনি ও তরুণ মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধর দুর্দান্ত বোলিংয়ে পঞ্চাশের আগে ৪ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়া স্থানীয় দলটি আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। নিজেদের মধ্যে প্রথম ৪ উইকেট ভাগাভাগি করেন আবু হায়দার ও মুকিদুল। এরপর ঘূর্নিজাদু নিয়ে যোগ দেন দুই বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান ও মাহফুজুর রহমান রাব্বি। তাঁরাও ধরেন ২টি করে শিকার। ১০ ওভারে মাত্র ২৭ রান দেন রকিবুল। ৭ ওভারে মাহফুজুরের খরচ ১৭ রান। নর্দার্ন টেরিটরির পক্ষে ৮৭ বলে সর্বোচ্চ ৫১ রান আসে ওপেনার জ্যাকব ডিকম্যানের ব্যাট থেকে। এ ছাড়া হ্যামিশ মার্টিনের ব্যাট থেকে আসে ১৭ রান।

নর্দার্ন টেরিটোরি স্ট্রাইকের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে সর্বোচ্চ ৬৭ রানের ইনিংস খেলেন বাঁহাতি ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন

পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে নিজেদের দ্বিতীয় ও শেষ এক দিনের ম্যাচে একতরফাভাবে ৮ উইকেটে হেরে যায় বাংলাদেশ এইচপি। প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে চরম ব্যাটিং ব্যর্থতায় ২৪.৩ ওভারে গুটিয়ে যায় মাত্র ৭৮ রানে! ৩০ বলে সর্বোচ্চ ১৯ রান করেন ওয়ানডাউনে নামা পারভেজ হোসেন ইমন। এ ছাড়া শামীম হোসেন পাটোয়ারি (২৩ বলে ১৩), মাহফুজুর রহমান রাব্বি (২৬ বলে ১২) ও আবু হায়দার রনি (২৬ বলে ১০) উইকেটে সেট হয়েও বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। উপরোক্ত চার জন ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো ব্যাটসম্যান পারেননি দুই অংকের কোটায় যেতে। বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ওপেনার জিসান আলম (০), অধিনায়ক আফিফ হোসেন (৫) ও আকবর আলী (১) দ্রুত আউট হয়ে বাংলাদেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। পাকিস্তান শাহিনসের বাঁহাতি পেসার মোহাম্মদ ইমরান ২২ রান খরচে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে সবচেয়ে সফল বোলার। এ ছাড়া ডানহাতি পেসার খুররম শাহজাদ, জাহানবাদ খান ও অফস্পিনার মুবাশের খান পান ২টি করে উইকেট। মামুলি রান তাড়ায় পাকিস্তান শাহিনসকে খেলতে হয় ১৭ ওভার, হারাতে হয় কেবল ২ উইকেট। উসমান খান অপরাজিত ছিলেন ৩৯ রানে, তাইয়েব তাহির খেলেন হার না মানা ১৭ রানের ইনিংস। এর আগে ব্যক্তিগত শূন্য রানে ওপেনার শাহিবজাদা ফারহান ফিরে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গী আবদুল ফাসেহ আউট হন ১২ রান করে। পাকিস্তানের পতন হওয়া ২টি উইকেটেই তুলে নেন রিপন মণ্ডল। তরুণ এই ডানহাতি পেসার ৫ ওভারে খরচ করেন ৩০ রান। বাংলাদেশের আর কোনো বোলার উইকেটের মুখ দেখেননি। অস্ট্রেলিয়া সফরের শেষ দিকে বাংলাদেশ এইচপি দল বর্তমানে আকবর আলীর নেতৃত্বে ৯ দলের মধ্যকার 'টপ ইন্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট' খেলছে।

প্রথম ওয়ানডেতে তানজিদ হাসান তামিমের ব্যাট থেকে আসে ৫৩ রান

৪৮ বর্ষ ১ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. ৫ জন।

২. নিয়াজ মোর্শেদ।

৩. ২য়।

৪৮ বর্ষ ১ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

মো. ফাতেহ কাওছার
(এসও) জনতা ব্যাংক পিএলসি
শ্যামপুর শাখা, ফরিদাবাদ
কদমতলী, ঢাকা-১২০৪।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ আগস্ট ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে -সম্পাদক

৪৮ বর্ষ ১ সংখ্যা কুইজমালার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। অমিত দস্তিদার মন, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, কোতয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৪। প্রত্যয়ী রায়, রূপন টেলিকম, ৪৮ আসকার দিঘীর পাড় (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ), কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৫। রূবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম; ৬। শ্রী মুক্তা রানী, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম; ৭। সাবিকুন নাহার ঐশী, শিক্ষার্থী, বিজ্ঞান বিভাগ, রোড-৬৭৭, এইচএসসি পরীক্ষার্থী ২০২৪, চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, খুলশী, চট্টগ্রাম; ৮। মাহমুদা আক্তার ডলি, প্রযত্নে- ডা. তারেক আহমেদ, তৃতীয় তলা, কালী বাড়ি রোড, বরিশাল; ৯। মো. আবুল হোসেন, প্রযত্নে- তারেক আহমেদ, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ১০। তারেক আহমেদ, তৃতীয় তলা, কালী বাড়ি রোড, বরিশাল; ১১। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১২। রওশন আরা, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৩। সোহাগ মোল্লা, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৪। তোহা বকর, প্রবাহ ভবন, (টিএন্ডটি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত) উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া; ১৫। মোহাম্মদ রাফিউল আলম, মোহাম্মদ নগর সোসাইটি, শহীদ আলমগীর সড়ক, শান্তিনগর বায়জিদ, চট্টগ্রাম; ১৬। রুপম দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দীঘির পাড়, দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৭। মো. মামুনুর রশিদ, মেসার্স ইসমাইল স্টোর, ৪ নং বসুপাড়া মেইন রোড, খুলনা; ১৮। তপন কান্তি নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ান বাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৯। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ২০। শ্যামল ভৌমিক, ৮১, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ২১। শবনম খান, ১৬ শের-এ-বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ২২। নুপুর রানী, ২৬ ফরাজী পাড়া লেন, খুলনা; ২৩। তানজিল উল্লাহ (অন্তর) ষষ্ঠ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও; ২৪। মো. ফাতেহ কাওছার, (এসও) জনতা ব্যাংক পিএলসি, শ্যামপুর শাখা, ফরিদাবাদ, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪।

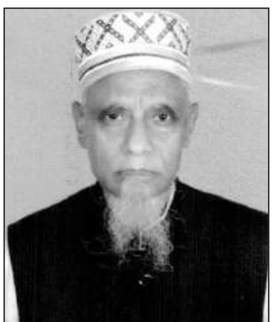

৪৭ বর্ষ ২২ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী
এ কে এম মকবুল হোসাইন

'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে। - সম্পাদক

'ক্রীড়াজগত' কুইজমালা ◘ ৪৮ বর্ষ ◘ ৩ সংখ্যা ◘ ১৬ আগস্ট ২০২৪

প্রশ্ন : প্যারিস অলিম্পিক গেমসে সর্বাধিক পদক পেয়েছে কোন দেশ?

প্রশ্ন : প্যারিস অলিম্পিক গেমসে কতটি দেশ বা দল অংশ নেয়?

প্রশ্ন : পরবর্তী অলিম্পিক গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২) ....

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল : ....

টাঙ্গাইলে আন্তঃস্কুল কারাতে প্রতিযোগিতা

টাঙ্গাইল জেলার পুলিশ লাইন্স মাল্টিপারপাস শেডে অনুষ্ঠিত হলো আন্তঃস্কুল কারাতে প্রতিযোগিতা। ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে টাঙ্গাইল জেলা ক্রীড়া অফিস। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ১২টি স্কুলের ৭২ জন নতুন খেলোয়াড় অংশ নেয় এই প্রতিযোগিতায়। বালক এবং বালিকাদের ৬টি ইভেন্টে সর্বোচ্চ ৩টি স্বর্ণ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পুলিশ লাইন্স আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের বালিকা দল। দলের পক্ষে স্বর্ণ জিতেছে সামিহা রেজা হৃদিতা, কারার তাসমিন এবং আবিদা আক্তার। এ ছাড়া বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মো. সফল এবং মো. শিশির পান দুটি স্বর্ণ এবং আনুহলা উচ্চ বিদ্যালয়ের মো. সুমন পান একটি স্বর্ণ। খেলা শেষে খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন টাঙ্গাইল জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ লাইন্স আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল কাদের, জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা মোহাম্মদ বায়েজীদ হোসেন, এক্সিস ইয়োগা সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক শফিকুল ইসলাম লাবলু। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন টাঙ্গাইল জেলা ক্রীড়া অফিসার আল-আমিন। জেলা ক্রীড়া অফিসার জানান, টাঙ্গাইল জেলায় কারাতে ইভেন্টের প্রসারের জন্য প্রতিটি স্কুলে গিয়ে প্রাথমিক বাছাই করা হয়। এক্সিস ইয়োগা সেন্টারের সহযোগিতায় প্রতিটি স্কুল থেকে আগ্রহী ৫০ জন প্রাথমিক বাছাইয়ে সুযোগ পান। এখান থেকে চূড়ান্ত এই প্রতিযোগিতায় সুযোগ পান ছয়জন করে খেলোয়াড়। তবে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহের কারণে প্রতিযোগিতার পরে স্কুলে মাসব্যাপী ফ্রি প্রশিক্ষণের বিষয়ে পরিকল্পনা করা হয়। **আল-আমিন**

কানাডায় গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে উজ্জ্বল দুই ক্রিকেটার

● মো. মাহবুবুর রশিদ ●

কানাডায় সদ্য সমাপ্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ গ্লোবাল টি-টোয়েন্টির ফাইনালে মন্ট্রিয়েল টাইগার্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে টরন্টো ন্যাশনালস। ওই টুর্নামেন্টে বাংলা টাইগার্স মিসিসাউগা দলে খেলেছেন বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান ও শরীফুল ইসলাম। সাকিব বাংলা টাইগার্সকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। শরীফুল ও সাকিব একেবারে দুর্দান্ত কিছু করতে না পারলেও পুরোপুরি ব্যর্থও ছিলেন না, মোটামুটি উজ্জ্বলতা ছড়াতে পেরেছেন। বিশেষ করে এর আগে লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে শরীফুল এবং আমেরিকায় মেজর লিগে সাকিব যেভাবে দুঃসহ ব্যর্থতার বৃত্তে ঘুরপাক খেয়েছেন, অন্তত সেটা তা থেকে গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে দু'জনই ঘুরে দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত বাঁহাতি পেসার শরীফুল ৬ ম্যাচে ১৭.০০ গড়ে শিকার করেছেন ৭ উইকেট, বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে প্রায় প্রত্যেক ম্যাচে হিসেবী বোলিং করে ওভারপ্রতি খরচ করেছেন মোটে ৫.১৭ হারে রান। বাঁহাতি স্পিনের ক্যারিশমায় সাকিবও পেয়েছেন ৭ উইকেট, গড় ১৬.৪২, ইকো. রেট ৫.৭৫। অনেকদিন ধরে ব্যাটিং নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকা এই অলরাউন্ডার ৬ ইনিংসে ১১.৬৬ গড়ে করেছেন ৭০ রান। বলা চলে বাংলা টাইগার্সের অন্যতম পারফরমার ছিলেন বাংলাদেশের দুই তারকা। দু'জনই প্রায় প্রত্যেক খেলায় কিছু না কিছু অবদান রাখার পাশাপাশি একক বিশেষ নৈপুণ্যে দলকে অন্তত একটি করে ম্যাচ জেতানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছেন। টুর্নামেন্টে শরীফুল সেরা বোলিং করেছেন সারে জাগুয়ার্সের বিপক্ষে। তাঁর বোলিং ফিগার ছিল ৪-০-১১-৩। দুর্দান্ত বোলিংয়ে এদিন শরীফুল ফিরিয়ে দেন সুনীল নারিন, হামজা তারিক ও হারমিত সিংকে। মাত্র ১০১ রানে অলআউট হওয়া সারের বিপক্ষে ৪ উইকেটের অনায়াস জয় তুলে নেয় বাংলা টাইগার্স। যদিও ২ উইকেট ও ২৭ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন ডেভিড ভিসা, কিন্তু সেই পুরস্কারের দাবীদার ছিলেন শরীফুলও। অন্য ৪ ম্যাচেই ১টি করে উইকেট পাওয়া শরীফুল উইকেট শূন্য ছিলেন কেবল একটা ম্যাচে, ব্রাম্পটন উল্‌ভসের বিপক্ষে।

অন্যদিকে ৫ ইনিংসে বল হাতে নিয়ে ৪ ইনিংসে উইকেটের মুখ দেখা সাকিব এক ম্যাচে কোনো উইকেট পাননি। ৪-০-১০-৩, তাঁর সেরা বোলিং ফিগারের প্রতিপক্ষ ছিল ভ্যানকভার নাইটস। সেদিন ২২ রানে ম্যাচ জিতে বাংলা টাইগার্স, ৪০ বলে অপরাজিত ৫০ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হন ইফতিখার আহমেদ। সাকিব ব্যাটে-বলে অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যে সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে জয় এনে দিয়েছেন লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে, সারে জাগুয়ার্সের বিপক্ষে দ্বিতীয় সাক্ষাতে। প্রথমে ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে ২৪ রান ব্যয়ে ১ উইকেট নেওয়ার পর চার নম্বরে নেমে খেলেছেন দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৬ রানের ইনিংস। ব্যাটিং নিয়ে অস্বস্তিতে থাকা সাকিবের কিছুটা হলেও স্বস্তি ফেরানোর উপলক্ষ্য হওয়া ৩০ বলের ইনিংসে ছিল ৪টি চার ও ১টি ছক্কার মার। ম্যাচে বাংলা টাইগার্স তুলে নেয় ২ উইকেটের কষ্টসাধ্য জয়। অনুমিতভাবেই ম্যাচসেরার পুরস্কার ওঠে সাকিবের হাতে।

অবশ্য কানাডা লিগে পারফরম্যান্স ছাপিয়ে পরে সাকিব আল হাসান আলোচনা-সমালোচনায় উঠে আসেন অন্য আরেকটি কারণে। গ্লোবাল টি-টোয়েন্টির পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় হয়ে এলিমিনেটরে নাম লিখিয়েছিল বাংলা টাইগার্স, প্রতিপক্ষ ছিল চতুর্থ দল টরোন্টো ন্যাশনালস। কিন্তু বৃষ্টির কারণে ম্যাচটিতে বিঘ্ন ঘটে। পরে ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট 'ক্রিকইনফো'র প্রতিবেদনে উঠে আসে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এলিমিনেটর ম্যাচটির অনেকটা সময় বৃষ্টির কারণে নষ্ট হওয়ায় আম্পায়াররা সুপার ওভারে ফল নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। এতে সাকিবের নেতৃত্বাধীন বাংলা টাইগার্স খেলতে অস্বীকৃতি জানায়। এমনকি টস করতেই মাঠে নামেননি সাকিব। ফলে 'ওয়াকওভার' হিসেবে জয়ী ঘোষণা করা হয় টরোন্টো ন্যাশনালকে, যারা পরে শিরোপাও জিতেছে। এক ওভারের ম্যাচ খেলতে আপত্তি জানানোর সিদ্ধান্তটি অধিনায়ক সাকিব একা নিয়েছিলেন নাকি টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করে, তাৎক্ষনিকভাবে তা জানা যায়নি। অবশ্য ম্যাচটি যদি পুরোপুরি পরিত্যক্ত ঘোষিত হতো, তাহলে পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে থাকার সুবাদে কোয়ালিফায়ারে উঠতো বাংলা টাইগার্সই, বাদ পড়তো টরোন্টো ন্যাশনাল। তবে সাকিবের দল বাংলা টাইগার্সের মালিক জাফির ইয়াসিন মনে করছেন, বিজয়ী নির্ধারণে সুপার ওভার নয়; বরং কমপক্ষে ৫ থেকে ১০ ওভারের ম্যাচ হওয়া উচিত ছিল। এদিকে গ্লোবাল টি-টোয়েন্টির প্রধান নির্বাহী জয় জয় ভট্টাচার্যের দাবি, ফল আনতে সুপার ওভারের সিদ্ধান্তটা ম্যাচ অফিসিয়ালরাই নিয়েছেন এবং সবকিছু টুর্নামেন্টের নিয়ম মেনেই হয়েছে।

শরীফুল ইসলাম

● মো. মুলতানুর রহমান ●

এই প্রথম পাকিস্তানের বিপক্ষে অভিজ্ঞতায় এগিয়ে থেকে টেস্ট খেলতে নামবে বাংলাদেশ

এবার পাকিস্তানের চেয়ে অভিজ্ঞতায় এগিয়ে বাংলাদেশ

সীমিত ওভারের ক্রিকেট অর্থাৎ ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে যেমন তেমন। সাদা বল আর রঙিন পোশাকের ব্যাট-বলের লড়াইয়ে বেশিরভাগ সময় হয়তো বা তারুণ্যের শেষ হাসির দেখা মেলে। কিন্তু ক্রিকেটের আদি সংস্করণ টেস্ট ক্রিকেট বরাবরই গেয়ে যায় অভিজ্ঞতার জয়গান! লাল বল আর সাদা পোশাকের দ্বৈরথ একজন খেলোয়াড়ের সামর্থ্য, যোগ্যতা ও ধৈর্যের সর্বোচ্চ পরীক্ষাটাই নেয়। যেখানে পাঁচ দিনের মঞ্চের পনেরো সেশনে ম্যাচের রং পাল্টাতে পারে পেন্ডুলামের মতো, যে কোনো সময় এগিয়ে থাকা দল নিমিষেই পিছিয়ে পড়তে পারে, আবার যেমন পারে পেছন থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যেতেও এবং শেষ পর্যন্ত ধৈর্য আর স্নায়ুচাপ সামলানো দলটাই পায় জয়ের স্বাদ। কিংবা তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষে এমনকি ম্যাচের ফল অমীমাংসিত থেকে যাওয়াও অসম্ভব নয়। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পোড় খাওয়া খেলোয়াড়রাই টেস্টের ফল নির্ধারণে রাখেন বড় ভূমিকা।

টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ যে এখনো সেই অর্থে পায়ের নিচের মাটিই খুঁজে পায়নি, সেজন্য অভিজ্ঞতার অভাবকেই মোটাদাগে দায়ী করা হয়। সেই ২০০০ সালে অভিষেকের পর গত দুই যুগে ১৪২ টেস্ট খেলে মাত্র ১৯ জয়ের বিপরীতে পাহাড়সম ১০৫ পরাজয় ও ১৮ ড্র- পরিসংখ্যান এই সংস্করণে বাংলাদেশের হতাশাময় চিত্রই তুলে ধরে। যে কোনো বড় দলের বিপক্ষে টেস্ট খেলতে নামলে দেখা যায় অভিজ্ঞতায় অনেকটাই পিছিয়ে থাকে বাংলাদেশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটিই ম্যাচের দৃশ্যপট বদলে দেয়। দারুণ সুখবর- এই প্রথম কোনো পরাশক্তির বিপক্ষে বাংলাদেশ অভিজ্ঞতায় এগিয়ে থেকে টেস্ট খেলতে নামছে! এবারের ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের তুলনায় অভিজ্ঞতায় অনেকটা পিছিয়ে থেকেই মাঠে নামবে পাকিস্তান।

একটু জানিয়ে রাখা যাক, ইতিপূর্বে বাংলাদেশ-পাকিস্তান পরস্পরের বিপক্ষে খেলেছে ১৩ টেস্ট, যেখানে পাকদের ১২ জয়ের বিপরীতে টাইগাররা জয়শূন্য, একটি ম্যাচ থেকেছে ড্র। এবারের ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে দু'দলের ঘোষিত স্কোয়াড পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা বাংলাদেশের জন্য আশাব্যঞ্জক। পাকিস্তানের মোকাবেলায় এর আগে ১৩ টেস্টের প্রত্যেকটিতেই বাংলাদেশ অভিজ্ঞতায় পিছিয়ে থাকলেও এবার কিন্তু টাইগাররা মাঠে নামবে অভিজ্ঞতার পাল্লায় এগিয়ে থেকেই।

পাকিস্তানের নির্বাচকরা যে ১৭ সদস্যের দল সাজিয়েছেন, এরমধ্যে বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার কামরান গুলাম ও ডানহাতি ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ হুরাইরার টেস্ট অভিষেক হয়নি। এই দু'জন বাদে বাকি ১৫ জনের সম্মিলিত টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা ২৭২ ম্যাচের। অন্যদিকে বাংলাদেশের ১৬ সদস্যের দলের খেলা মোট টেস্ট সংখ্যা ৪৫৫। দু'দলের ব্যবধান ১৮৩ ম্যাচের। পাকিস্তানের সবার টেস্ট রান একত্র করলে হয় ১৩,৯৬৬। আর বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের রানের যোগফল ২২,৪৮৫। তার মানে বাংলাদেশ অন্তত ৮,৫১৯ রানে এগিয়ে রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা করেছেন ৩৯টি সেঞ্চুরি, পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানদের সেঞ্চুরি ২৭টি এবং হাফ সেঞ্চুরিতেও বাংলাদেশ (১১২টি) অনেক এগিয়ে পাকিস্তানের (৮৩টি) চেয়ে। বাংলাদেশ দলের বোলারদের উইকেট সংখ্যা ৭৩৩, পাকিস্তান উইকেটে তো প্রায় দুই তৃতীয়াংশই পিছিয়ে, দলটির উইকেট কেবল ২৫৪টি।

মূলত অনিশ্চয়তা কাটিয়ে সাকিব আল হাসান টেস্ট দলে ফেরায় বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার পাল্লা যথেষ্ট ভারী হয়েছে। ৬৭ টেস্ট খেলা এক সাকিবেরই রয়েছে ২৩৭ উইকেট যা পুরো পাকিস্তান দলের (২৫৪) কাছাকাছি! বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৮৮ টেস্ট খেলা মুশফিকুর রহিম ৫৬৭৬ রানের মালিক, পাকিস্তানের এই স্কোয়াডের কারও চার হাজার রানও নেই, বাবর আজম ৫২ ম্যাচে করেছেন সর্বাধিক ৩৮৯৮ রান, সর্বোচ্চ ৫৪ টেস্ট খেলেছেন সরফরাজ আহমেদ। পাকিস্তানের একজনেরই আছে কেবল শতাধিক উইকেট, পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি, ২৯ টেস্টে ১১৩টি। অথচ বাংলাদেশের সাকিব (২৩৭), তাইজুল (১৯৫) ও মিরাজ (১৬৪) তিন জনেরই নামের পাশে লেখা রয়েছে শতাধিক উইকেট। সাকিব আল হাসান যেহেতু দুটি টেস্টই খেলবেন, যার অর্থ উভয় দল যেভাবেই একাদশ সাজাক না কেন, অভিজ্ঞতায় নিশ্চিতভাবেই পিছিয়ে থাকবে পাকিস্তান। প্রশ্ন হলো, এই যে অভিজ্ঞতায়

এগিয়ে বাংলাদেশ, সেটি ঠিকঠাক কাজে লাগিয়ে সুফল আদায় করে নেওয়া যাবে তো? তার মানে এই নয় যে একেবারে টেস্ট জিতে যাবে শান্ত বাহিনী, আগাম এমন কিছু আশা করা হচ্ছে। টেস্ট ক্রিকেটের চিরায়ত চরিত্র ও সমীকরণ অনুযায়ী এবার অভিজ্ঞ বাংলাদেশের তো ভালো করারই কথা। মুখোমুখি সাক্ষাতে এতদিনের দুঃসহ অধ্যায় পেরিয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে অন্তত দুর্দান্ত লড়াই করতে পারবে বাংলাদেশ, নাকি? যদি এবারো সেই অসহায় আত্মসমর্পণের পুরোনো গল্প দেখতে হয়, তবে তো আফসোস নিয়ে বলতেই হবে, কিসের কী অভিজ্ঞতা; যে লাউ সেই কদু!

নজর দেওয়া যাক দু'দলের তাঁবুতে প্রস্তুত থাকা সৈন্য-সামন্তের দিকে। পাকিস্তানের বিপক্ষে সম্ভাব্য সেরা দলটাই পেয়েছে বাংলাদেশ। ১৬ সদস্যের দলের যথারীতি নেতৃত্ব দেবেন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান নাজমুল হোসেন শান্ত। দোদুল্যমান অবস্থা কাটিয়ে বাঁহাতি অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের অন্তর্ভুক্তি দলের ভারসাম্য অনেকটাই বাড়িয়েছে। চোটের কারণে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সবশেষ টেস্ট সিরিজ মিস করা অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিমের প্রত্যাবর্তন দলের জন্য ইতিবাচক ব্যাপার। রয়েছেন 'টেস্ট স্পেশালিস্ট' খ্যাত মুমিনুল হক। মূলত অভিজ্ঞ এই দু'জনের ওপর থাকছে ব্যাটিংয়ের ভার সামলানোর গুরুদায়িত্ব, যাঁরা 'এ' দলের হয়ে আগেভাগে পাকিস্তানে গিয়ে প্রথম চারদিনের ম্যাচ খেলে ভালো প্রস্তুতির সুযোগ পেয়েছেন। ব্যাটিংয়ে সূচনার জন্য মাহমুদুল হাসান জয়ের সঙ্গে আছেন জাকির হাসান। গত কয়েক টেস্টে নিয়মিত এই ওপেনিং জুটির পাশাপাশি নেওয়া হয়েছে বাঁহাতি ব্যাটসম্যান সাদমান ইসলামকে, যিনি সবশেষ টেস্ট খেলেছেন ২০২২ সালের এপ্রিলে। অধিনায়ক নাজমুল হোসেনের পাশাপাশি উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান লিটন দাস ব্যাট হাতে আগের তুলনায় অনেক পরিণত। চোখের সমস্যায় ভুগলেও সাকিব ব্যাটিংয়ে যে কোনো সময় ঝলসে ওঠার সামর্থ্য রাখেন।

অনির্দিষ্টকালের জন্য টেস্ট থেকে বিরতী নেওয়া তাসকিন আহমেদের ফিরে আসাও দারুণ ব্যাপার। বাংলাদেশ 'এ' দলের হয়ে পাকিস্তান 'এ' দলের বিপক্ষে দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচ খেলার পর অবস্থা বুঝে তবেই কেবল দ্বিতীয় টেস্টের জন্য বিবেচিত হবেন এই ডানহাতি পেসার। তাসকিন ছাড়াও দলে রয়েছেন আরও চার পেসার- সৈয়দ খালেদ আহমেদ, হাসান মাহমুদ, শরীফুল ইসলাম ও নাহিদ রানা। স্পিন ডিপার্টমেন্টে সাকিবের পাশাপাশি আরেক বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম ও দুই অফস্পিনার মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাঈম হাসান। ব্যাটিং সামর্থ্য ও উইকেটের চরিত্র বিবেচনায় কম্বিনেশনের কথা মাথায় রেখে সাকিব ও মিরাজ খেললে অন্য দুই স্পিনারকে বসে থাকতে হতে পারে। বাংলাদেশের সবশেষ টেস্ট সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন ব্যাটসম্যান শাহাদাত

পাকিস্তান এবার বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্টে সম্মিলিত অভিজ্ঞতায় অনেকটাই পিছিয়ে থাকছে

বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৮৮ টেস্ট খেলেছেন মুশফিকুর রহিম, পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি ৫৪ টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা সরফরাজ আহমেদের

হোসেন দীপু।
অন্যদিকে ১৭ সদস্যের শক্তিশালী স্কোয়াড ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হোয়াইটওয়াশ হওয়া সবশষ সিরিজে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেওয়া ৩৫ বছর বয়সী বাঁহাতি ব্যাটসম্যান শান মাসুদই থাকছেন অধিনায়কের দায়িত্বে। সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে সৌদ শাকিলকে। লাল বলে পাকিস্তানের সবশেষ সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন সাতজন। ইমাম উল হক, ফাহিম আশরাফ, সাজিদ আলী, নোমান আলী, মোহাম্মদ নাওয়াজ ছিটকে গেছেন। ইনজুরিতে থাকায় হাসান আলী ও মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র বিবেচনায় আসেননি। পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদির থাকা না-থাকা নিয়ে গুঞ্জন শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত দলে আছেন তিনি, যদিও 'ওয়ার্ক লোড' ম্যানেজমেন্টের কথা বলে সহ-অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। মোহাম্মদ হুরাইরা, কামরান গুলাম ও মোহাম্মদ আলী- ঘরোয়া ক্রিকেট ও পাকিস্তান শাহিনসের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ফল পেয়েছেন এই তিনজন। এ ছাড়া ১৩ মাস পর টেস্ট দলে ফিরেছেন পেসার নাসিম শাহ। পেসার মোহাম্মদ আলীকে আবার ফেরানো হয়েছে। বাংলাদেশ এইচপির বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ায় ৩ ইনিংসে ১৪৮ রান করা কামরান গুলাম এবং ডাবল সেঞ্চুরি করা মোহাম্মদ হুরাইরাও মূল দলে জায়গা করে নিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার জেসন গিলেস্পি পাকিস্তান টেস্ট দলের কোচ হিসেবে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই মিশন শুরু করতে যাচ্ছেন।

টেস্টে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের ব্যাটিং-বোলিং পরিসংখ্যান...

খেলোয়াড়	ম্যাচ	ইনিংস	রান	গড়	সর্বোচ্চ	১০০/৫০	ইনিংস	উইকেট	গড়	সেরা
মুশফিকুর রহিম	৮৮	১৬৩	৫৬৭৬	৩৮.০৯	২১৯*	১০/২৭	-	-	-	-
সাকিব আল হাসান	৬৭	১২৩	৪৫০৫	৩৮.৮৩	২১৭	৫/৩১	১১৩	২৩৭	৩১.১৬	১০/১২৪
মুমিনুল হক	৬১	১১৪	৪০৫৮	৩৮.৬৪	১৮১	১২/১৮	৪২	১০	৫১.২০	৩/৯
লিটন দাস	৪১	৭২	২৪৬১	৩৫.১৫	১৪১	৩/১৬	১	-	-	-
নাজমুল হোসেন শান্ত	২৭	৫২	১৪৮১	২৯.০৩	১৬৩	৫/৩	১১	০	-	-
মেহেদী মিরাজ	৪৩	৭৯	১৪৭০	২১.০০	১০৩	১/৬	৭৪	১৬৪	৩৩.৫৮	১২/১১৭
তাইজুল ইসলাম	৪৬	৭৮	৬৫৪	৯.৭৬	৪৭	০/০	৮২	১৯৫	৩১.৯২	১১/১৭০
মাহমুদুল হাসান জয়	১৩	২৪	৬২৩	২৫.৯৫	১৩৭	১/৪	১	-	-	-
সাদমান ইসলাম	১৩	২৫	৫৫৯	২৩.২৯	১১৫*	১/২	-	-	-	-
জাকির হাসান	৭	১৪	৪৫৫	৩২.৫০	১০০	১/৪	-	-	-	-
তাসকিন আহমেদ	১৩	২২	২২১	১১.৬৩	৭৫	০/১	২৪	৩০	৫১.৫০	৫/১২৮
নাঈম হাসান	১০	১৫	১৬০	১৪.৫৪	২৬	০/০	১৮	৩৬	২৭.৪৭	৯/১৫২
শরীফুল ইসলাম	১০	১৬	১১৬	৮.২৮	২৬	০/০	১৭	২২	৩৩.৯০	৫/৫৬
খালেদ আহমেদ	১৪	২৪	৩৮	২.২৩	২২	০/০	২৫	২৮	৪৯.১০	৫/১০৬
হাসান মাহমুদ	১	২	৮	৮.০০	৬	০/০	২	৬	২৬.১৬	৬/১৫৭
নাহিদ রানা	১	২	০	০.০০	০*	০/০	২	৫	৪৩.০০	৫/২১৫

টেস্টে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের ব্যাটিং-বোলিং পরিসংখ্যান...

খেলোয়াড়	ম্যাচ	ইনিংস	রান	গড়	সর্বোচ্চ	১০০/৫০	ইনিংস	উইকেট	গড়	সেরা
বাবর আজম	৫২	৯৪	৩৮৯৮	৪৫.৮৫	১৯৬	৯/২৬	৮	২	২১.০০	১/২
সরফরাজ আহমেদ	৫৪	৯৫	৩০৩১	৩৭.৪১	১১৮	৪/২১	-	-	-	-
শান মাসুদ	৩৩	৬২	১৭৭৮	২৮.৬৭	১৫৬	৪/৯	১০	২	৪৬.০০	১/৬
মোহাম্মদ রিজওয়ান	৩০	৪৮	১৬১৬	৪০.৪০	১১৫*	২/৯	-	-	-	-
আবদুল্লাহ শফিক	১৭	৩২	১৩৩০	৪৪.৩৩	২০১	৪/৫	-	-	-	-
সৌদ শাকিল	১০	১৯	৯৬৭	৬০.৪৩	২০৮*	২/৬	১	০	-	-
শাহিন আফ্রিদি	২৯	৩৭	১৮২	৬.৫০	২১	০/০	৫০	১১৩	২৬.৭১	১০/৯৪
নাসিম শাহ	১৭	২২	১০২	৭.২৮	১৮	০/০	২৮	৫১	৩৩.৮২	৬/৮৫
আবরার আহমেদ	৬	৮	৫২	১৩.০০	১৭	০/০	১২	৩৮	৩১.০৭	১১/২৩৪
আমের জামাল	৩	৬	১৪৩	২৮.৬০	৮২	০/১	৬	১৮	২০.৪৪	৭/১৩৯
আগা সালমান	১২	২৩	৮০৯	৪২.৫৭	১৩২*	২/৬	১৯	১২	৫৩.২৫	৪/১১৭
মির হামজা	৫	১০	১৮	৩.৬০	৭*	০/০	১০	৯	৪৫.৪৪	৬/৮৩
খুররম শাহজাদ	১	২	৭	৩.৫০	৭	০/০	২	৫	২৫.৬০	৫/১২৮
মোহাম্মদ আলী	২	৪	০	০.০০	০*	০/০	৪	৪	৬৫.২৫	৪/১৮৮
সাঈম আইয়ুব	১	২	৩৩	১৬.৫০	৩৩	০/০	-	-	-	-

* দলে ডাক পাওয়া বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার কামরান গুলাম ও ডানহাতি ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ হুরাইরার টেস্ট অভিষেক হয়নি

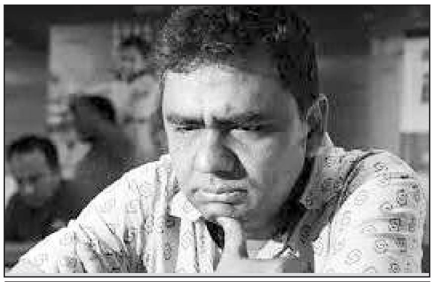

এ ছবি কার-৫৮৫-এর সঠিক উত্তর
জিয়াউর রহমান
(গ্র্যান্ডমাস্টার)

‘এ ছবি কার’-৫৮৫ বিজয়ী

রাজিন মুশফিক
শান্তিনগর, ঢাকা।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ আগস্ট ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

এ ছবি কার-৫৮৫ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। ইসমাইল হুসাইন শিহাব, শিক্ষার্থী- বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইইই (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দূর্গাপুর, বরিশাল; ৪। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৫। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৬। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৭। রাজিন মুশফিক, শান্তিনগর, ঢাকা; ৮। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৯। মাহমুদা আক্তার ডলি, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ১০। মো. আবুল হোসেন, প্রযত্নে- ডা. তারেক আহমেদ, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, বরিশাল; ১১। তোহা বকর, প্রবাহ ভবন, (টিএন্ডটি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত) উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া; ১২। মো. মামুনুর রশিদ, মেসার্স ইসমাইল স্টোর, ৪নং বসুপাড়া মেইন রোড, খুলনা; ১৩। শ্রী মুক্তা রানী, বাংলাদেশ টি স্টোরস, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ্ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১৪। অমিত দস্তিদার (মন) জাহাঙ্গীর আলম মেডি কর্নার, ৪১৮ জামাল খাঁন বাই লেন, আসকার দিঘীর, দক্ষিণ পাড়, দোস্ত কলোনী মসজিদ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৫। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম; ১৬। প্রত্যয়ী রায়, দোয়েল আহমেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম; ১৭। রুপম দস্তিদার, রুপন টেলিকম, ৪৮ আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৮। স্বপ্না নাহা ঘোষ, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৯। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ২০। শিপ্ত ভৌমিক, দোল খেলা লেন, খুলনা; ২১। রাখি রানি, রূপগঞ্জ বাজার, নড়াইল; ২২। শবনম খান, ১৬ শেরেবাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ২৩। মো. জাকির উল্লাহ (পাতা) সাধারণ সম্পাদক, ক্রীপাফো ঢাকা; ২৪। মো. ফাতেহ কাওছার (এসও) জনতা ব্যাংক পিএলসি, শ্যামপুর শাখা, ফরিদাবাদ, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪।

এ ছবি কার?-৫৮৭

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। ‘এ ছবি কার’ বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কুপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌঁছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে ‘এ ছবি কার’। -সম্পাদক

ছবিটির নাম ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা ....

....

....

মোবাইল :..

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

চট্টগ্রাম আন্তঃস্কুল জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের (বালক) রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পর্যায়ের ফাইনাল খেলা রাঙ্গুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে গত ১৩ জুন বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাঙ্গুনিয়া আদর্শ বহুমূখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও মজুমদারখীল উচ্চ বিদ্যালয়। খেলার প্রথমার্ধে ১ গোলে এগিয়ে যায় রাঙ্গুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল করে ব্যবধান বাড়ায় তারা। শেষ পর্যন্ত ২০ গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করে টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হয় রাঙ্গুনিয়া আদর্শ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়। খেলার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি (ইউএনও) মো. রায়হান মেহেবুব। প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম চিশতি। উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বদিউল খায়ের লিটন চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জামাল উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মুছা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আজিজুর রহমান কিরণ, একাডেমিক সুপারভাইজার সুমন শর্মা, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সাংবাদিক জগলুল হুদা, ফুটবলার আশরাফুল ইসলাম বাবর প্রমুখ। খেলা পরিচালনা করেন মুক্তি সাধান বড়ুয়া, ওয়াহিদুল আলম ও নাজিম উদ্দীন।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

খুব বাজেভাবে আমাকে আঘাত করা হয়েছিল : অলক কাপালি

● তোফায়েল আহমেদ ●

বাংলাদেশ ক্রিকেটে চির আক্ষেপের একটি নাম অলক কাপালি। স্টাইলিশ এই ব্যাটারের ব্যাটিং দেখাটা চোখের জন্য প্রশান্তি। ডানহাতি ব্যাটিংয়ের সঙ্গে লেগব্রেক বোলিং করেন। পারফেক্ট অলরাউন্ডর বলতে যা বোঝায়, অলক ঠিক সেটাই। কিন্তু জাতীয় দলের ক্যারিয়ারটা তাঁর প্রত্যাশামতো এগোয়নি। এই জায়গাতেই অলককে নিয়ে আক্ষেপ ঝরে ক্রিকেটসংশ্লিষ্ট থেকে শুরু করে বাংলাদেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের। যদিও দুই যুগেরও বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে দারুণ কিছু কীর্তি রয়েছে অলক কাপালির ঝুলিতে। টেস্ট ক্রিকেটে যেমন প্রথম বাংলাদেশি বোলার হিসেবে হ্যাটট্রিকের কীর্তি গড়েছিলেন তিনি। ২০০৮ এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে তাঁর ওয়ানডে সেঞ্চুরিটি তো মুগ্ধ করেছিল প্রতিপক্ষ দলকেও। বয়স ৪০ হলেও এখনো প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলে যাওয়া অলক আদতে ক্যারিয়ার সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে আছেন। ২০১১ সালে সবশেষ জাতীয় দলের হয়ে খেলা এই ক্রিকেটার ২০২২ সালে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন। তবে এখনো খেলে যাচ্ছেন সাদা বলের ক্রিকেট। সবশেষ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে খেলেছেন তিনি। সামনে কি ভাবছেন নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে? একান্ত সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি পেছন ফিরেও তাকিয়েছেন তিনি। কেন জাতীয় দলের ক্যারিয়ার লম্বা হলো না; ১৭ টেস্ট, ৬৯ ওয়ানডে ও ৭ টি-টোয়েন্টিতেই আটকে গেল, এসব নিয়ে বলেছেন অকপটে।

অলক কাপালি

প্রশ্ন: সবশেষ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে প্রাইম ব্যাংকের হয়ে খেলেছেন। ক্যারিয়ার আর কত দিন টেনে নেওয়ার ইচ্ছা?

অলক কাপালি : সত্যি বলতে ক্রিকেট এমন একটা বিষয়, ছাড়ার সময়ে এসে খারাপ লাগে। আমিও আসলে সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে। কিন্তু এটাও সত্যি যে একসময় না একসময় ছাড়তে হবেই। দেখা যাক কি হয়...। ইতিমধ্যে আমার কাছে প্রাইম ব্যাংক থেকে কোচ কাম খেলোয়াড়ের ভূমিকাতে কাজ করার অফার এসেছে। এটা কীভাবে কী করা যায়, সামনে ভাবব। হয়তো-বা আমি আগামী মৌসুমে ক্রিকেট থেকে পুরোপুরি অবসরে চলে যাব। ক্রিকেট খেলা আসলে উপভোগ করি। ক্রিকেটের সঙ্গে থাকতেও পছন্দ করি। এই বছর আমাদের যে টিম ছিল, ইচ্ছা ছিল চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে অবসর নেব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবসত সেটা হয়নি।

প্রশ্ন: তার মানে প্রাইম ব্যাংকের হয়েই অবসরে যাওয়ার ইচ্ছা আপনার?

অলক কাপালি : এখনই তো সবকিছু আর চূড়ান্তভাবে বলা যাচ্ছে না। সামনে অনেক সময় পড়ে আছে। আসলে ক্রিকেট ছাড়ার সময় কেমন জানি লাগে। আমার মধ্যেও সেই জিনিসটা কাজ করছে। আর যেটা বললেন, প্রাইম ব্যাংকে অনেক দিন ধরে খেলছি আমি। উনারা (ক্লাব কর্তৃপক্ষ) আমাকে খুব পছন্দ করেন। আমি চেষ্টা করি, যেভাবে উনারা আমাকে সুযোগ দেন, সেভাবে খেলার। স্বাভাবিকভাবেই এখন আমাকে অনেক তরুণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। অনেক সময় টিম কম্বিনেশনের কারণে আমাকে বাইরে থাকতে হয়। আমি এটা মেনে নিয়েছি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা আসলে মানতেই হবে। টিম বা খেলারই অংশ এটা। আমি মনে করি, সবারই এভাবে চিন্তা করা উচিত।

প্রশ্ন : ১৯৯৯ সালে শুরু জাতীয় ক্রিকেট লিগ থেকে আপনি দেশের শীর্ষ ক্রিকেটে খেলছেন। এই যে এত দীর্ঘ সময় তরুণদের সঙ্গে লড়াই করে খেলে যাওয়া, এটা কীভাবে সম্ভব?

অলক কাপালি : ২০১১ সালের পর থেকেই আমি ফিটনেসের বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছি। সব সময় চেষ্টা করি, সবার সঙ্গে ফাইট করার। আমাদের ক্রিকেট বোর্ড খেলোয়াড়দের ফিটনেস টেস্ট নেয়। যত দিন আমি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছি, সব সময় ভালো পর্যায়ে থেকেছি। আমার ক্ষেত্রে ফিটনেসের ঘাটতি নিয়ে কথা বলার সুযোগ ছিল না কারও। এ বছর আমি যেটা করেছি, ৫০ ওভারের ম্যাচে চেষ্টা করেছি পুরো ৫০ ওভার ফিল্ডিং করার। এটা আমার একটা হ্যাবিট। আমার ইচ্ছা আগামী বছর যদি খেলি, তাহলে নিজের ফিটনেসকে আরও ভালো পর্যায়ে নিয়ে যাব। যাতে সুন্দরভাবে শেষ করতে পারি। কেউ যেন বলতে না পারে অলক আনফিট।

প্রশ্ন : জাতীয় দলে থাকার সময় ব্যাটিংয়ের জন্য অনেক প্রসংশিত ছিলেন আপনি। অনেক সম্ভাবনাও ছিল। সেই অনুযায়ী আপনার জাতীয় দলের ক্যারিয়ারটা সুন্দর হয়নি বলা যায়। অনেকেরই আপনাকে আক্ষেপ রয়ে গেছে। আপনার মনে এ নিয়ে কোনো আক্ষেপ রয়েছে কি?

অলক কাপালি : আক্ষেপ তো আমার অবশ্যই আছে। আমার থেকে খারাপ লাগা কারও বেশি হওয়ার কথা নয়। যখন আমি প্রথম বাংলাদেশ দলে সুযোগ পাই, খুব ভালো খেলছিলাম, আমার লক্ষ্য ছিল অন্তত ১০ বছর আমি বাংলাদেশ দলে ভালোভাবে খেলে যাব। ২ বছর আমি খুব ভালোভাবে খেলেছিও। কিন্তু এরপর আমার ও রকম পারফরম্যান্স হয়নি। আসলে সবকিছুর পর সাপোর্টটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমি হয়তো বা ও রকম সাপোর্ট পাইনি, যা পেলে হয়তো আরও অনেক ভালো করতে পারতাম। এখনকার দলের কথা যদি চিন্তা করেন, খেলোয়াড়রা যে পরিমাণ সাপোর্ট পায়, ওই সাপোর্টটা যদি আমি ওই সময় পেতাম, তাহলে ঠিকই আমি কামব্যাক করতে পারতাম। হ্যাঁ, এখানে আমি নিজের দোষের কথাও বলব। সঙ্গে পর্যাপ্ত সাপোর্ট না পাওয়ার কথাও বলব। পর্যাপ্ত সাপোর্ট পেলে হয়তো বা অন্য কিছু হতে পারত।

প্রশ্ন : এই সাপোর্ট বলতে ঠিক কোন বিষয়গুলোর কথা বলছেন? একটু পরিষ্কার করবেন কি?

অলক কাপালি : কোচিং স্টাফ বলেন কিংবা অধিনায়ক বলেন, তাদের থেকে আমি পর্যাপ্ত সাপোর্ট পাইনি। প্রতিবার দেখা গেছে আমিই অবজ্ঞার শিকার হয়েছি। আমি ভালো করার পরও দেখবেন আমার ব্যাটিং পজিশনটা বদলায়নি। আগে দেখবেন বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের যে অবস্থা ছিল, ৪ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর আমি গিয়েই ভালো কিছু করতাম। এরপরও কিন্তু আমি ওপরে ব্যাটিং করার সুযোগ

খুব কম পেয়েছি। আইসিএল থেকে ফিরে আসার পর শেষের দিকে যখন তিনটি ম্যাচ খেলেছি, তখনো আমাকে ৭-৮ নম্বরে ব্যাটিং দেওয়া হয়েছিল। কোনো অপশনই ছিল না আমার কামব্যাক করার। আমার মনে হয় ওই সময় যদি আমাকে আরও ওপরে ব্যাটিং করার সুযোগ দেওয়া হতো, বা আমাকে ওরকমভাবে ব্যবহার করা হতো, তাহলে হয়তো বা আমি কিছু করতে পারতাম। পাকিস্তানের বিপক্ষে শেষ যে টি-টোয়েন্টি খেলেছি, সেই ম্যাচে আমার বোলিং ফিগার ছিল ৩ ওভারে ১২ রান দিয়ে ২ উইকেট। কিন্তু এর পরের ম্যাচেই আমি ড্রপ হয়ে গেছি। একজন অলরাউন্ড ব্যাটিং বা বোলিয়ের যেকোনো একটিতে যদি ভালো খেলে, অটমেটিক পরের ম্যাচে তিনি খেলবে, এটাই তো হওয়ার কথা। কিন্তু ও রকম পারফরম্যান্সের পরও আমি আর খেলার সুযোগই পাইনি। ওখানেই অফ হয়ে গেছি।

প্রশ্ন : ২০০৮ সালে ভারতের বিপক্ষে আপনি সেঞ্চুরি করলেন। জেমি সিডন্স ছিলেন তখন। আপনার ব্যাটিং নাকি তিন খুব পছন্দও করতেন...

অলক কাপালি : এটা আমার দুর্ভাগ্য। যখন ডেভ হোয়াটমোর ছিলেন, তখন তিনিও আমার ব্যাটিং খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু দেখা গেছে ওনার সময়ও আমি বাদ পড়েছি, জেমি সিডন্সের সময়ও বাদ পড়েছি। কিন্তু হোয়াটমোর চলে যাওয়ার সময় বলে গেছেন, আমার মতো খেলোয়াড়কে নিয়মিত খেলানো উচিত। সিডন্সও যাওয়ার সময় একই কথা বলেছেন। কিন্তু সত্যিটা হলো উনারা থাকার সময় আমি সেই সুযোগ পাইনি। আসলে যাওয়ার সময় বলে যাওয়ার তো কোনো মানে নেই (হেসে)। আমার কাছে ওনাদের সাক্ষাৎকারের সেই পেপার কাটিংগুলো এখনো আছে। বিষয়টা খুব অবাক লাগে আমার। যখন দলে ছিলাম বা উনারা ছিলেন, তখন তো সুযোগ পাইনি। কিন্তু চলে যাওয়ার সময় উনারা এসব কথা বলেছেন। এখানে তাই কোন দিকে কীভাবে কী হয়েছে, এটা বোঝা কঠিন।

প্রশ্ন : দলে মোটামুটি থিতু, এমন অবস্থায় আপনি আইসিএলে পাড়ি দিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল, এমন কি কখনো মনে হয়?

অলক কাপালি : না, আমি আগেও বলেছি, এখনো বলি, এটা কোনো ভুল সিদ্ধান্ত ছিল না। আইসিএলে যাওয়ার আগে আমি অস্ট্রেলিয়া সিরিজে গিয়েছিলাম। আইসিএল নিয়ে তখন টুকটাক কথাবার্তা চলছিল। আমি যাওয়ার ব্যাপারে তখনো নিশ্চিত নই। ওই সময় আমাদের প্রধান নির্বাচক ছিলেন রফিক আলম ভাই। উনি আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি নাকি আইসিএলে যাচ্ছ? আমি বলেছিলাম, ভাই আমি এখনো কিছু চিন্তা করিনি। আমি বাংলাদেশ টিমে আছি, বাংলাদেশ নিয়েই ভাবছি। সত্যি কথা, আমার ও রকম কোনো চিন্তাই ছিল না। এরপর যখন দেখলাম উনি আমাকে বলছেন, তুমি গেলে কোনো সমস্যা নেই, তোমার মতো অনেক খেলোয়াড় আছে আমার এখানে। তুমি একজন গেলে কিছু হবে না। বিষয়টা আমার খুব গায়ে লেগেছিল। খুব বাজেভাবে আমাকে আঘাত করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : এরপর?

অলক কাপালি : সেই অস্ট্রেলিয়া সিরিজটা আমাদের সবারই খারাপ গিয়েছিল। প্রতিবার সিরিজ শেষেই অধিনায়ক, কোচ, ম্যানেজার, নির্বাচক সবাই মিলে বসেন। বসে পরবর্তী সিরিজ নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেন। তখন ওই সময় আমাদের পরবর্তী সিরিজ ছিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে, ঘরের মাঠে। সেই সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যায়, আমাকে দলে নেওয়া হবে না। শুধু তা-ই না, পরবর্তী সময়েও আমাকে নিয়ে কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই, এমনই সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ঠিক আগের সিরিজ, এশিয়া কাপে আমি সেঞ্চুরি করেছিলাম। এমন পরিস্থিতিতে সেই সময়ের টিম ম্যানেজমেন্টেরই একজন আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত জায়গা থেকে কথা বলেন। সঙ্গত কারণেই আমি তার নাম বলছি না। তিনি কোচ হতে পারেন, ম্যানেজার হতে পারেন বা কোচিং স্টাফের কোনো একজন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তোমার যদি আইসিএলে সুযোগ থাকে, তাহলে চলে যাও। এটা ভালো হবে তোমার জন্য। আমি প্রশ্ন করেছিলাম কেন? তিনি বলেছিলেন, তোমাকে আগামী সিরিজে রাখা হচ্ছে না এবং তোমাকে নিয়ে পরবর্তী সময়েও নির্বাচকদের কোনো প্ল্যান নেই। তখন আমি ভেবে দেখলাম, তাহলে তো যাওয়াই ভালো। কারণ, আমাদের দেশে পারফর্ম করে সুযোগ পাওয়াটা খুব কঠিন। ২০০৭ সালে আমি ৪ দিনের ও ৫০ ওভারের ম্যাচ মিলিয়ে ৫টা সেঞ্চুরি করেছিলাম। এরপরও আমি সে বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপে সুযোগ পাইনি।

ওই সময়টায় দেখতাম পারফর্ম করে আমাদের সুযোগ ঠিকঠাক আসত না। তাই ভেবেছি, যেহেতু দেশে সুযোগ পাব না, তাহলে বাইরে গিয়ে যদি পারফর্ম করতে পারি, হয়তোবা আমার জন্য ভালো হবে। আর একটা কথা, সেই সময় কিন্তু আমি বোর্ডের চুক্তিতে ছিলাম না। আর আপনারা ওই সময়ের সবকিছু ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখবেন, আমি কিন্তু অবসরের ঘোষণা দিয়ে যাইনি। চুক্তিতে যারা ছিল, তারা অবসর নিয়ে গিয়েছিল। আমি সেটা করিনি। আমি বলতাম, আমি বাইরে যাচ্ছি। সেখানে ভালো করে বাংলাদেশ দলে আবার ব্যাক করার প্ল্যান করছি। এ জন্য আমি সব সময় বলি, এই সিদ্ধান্তটা আমি ভুল নিইনি।

প্রশ্ন : এরপর তো আইসিএল থেকে ফিরে এলেন। জাতীয় দলেও সুযোগ পেলেন। কিন্তু এ দফায়ও লম্বা হলো না ক্যারিয়ার...

অলক কাপালি: আইসিএল থেকে ফেরার পর আমার পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন। আমি সব সময়ই পারফর্ম করে গেছি। যদি পারফর্ম না করতাম, তাহলে তো এত দিন খেলতে পারতাম না। আমার দুর্ভাগ্য যে ওই সময়টায় আমি বাদের খাতায় পড়ে গেছি। আমাকে আর সুযোগ দেওয়া হয়নি। এখানকার সময়ের কথা যদি ধরেন, দুয়েকটা সেঞ্চুরি করলেই কিন্তু সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আমি কিন্তু ২০১৪-১৫ মৌসুমে খুব কম সময়ে দুটি ডাবল সেঞ্চুরি করেছি। কিন্তু সেই সময় একজন নির্বাচক বলেছিলেন, অলক আমাদের প্ল্যান 'বি'-তেও নেই। এটা যখন শুনেছি, খুব খারাপ লেগেছে। ওই সময় সাংবাদিকরা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি এখন ভালো খেলছেন, জাতীয় দল নিয়ে পরিকল্পনা কী? আমি বলেছিলাম, বর্তমানে বাংলাদেশ দল খুব ভালো খেলছে। আর আমি যে জায়গায় ব্যাটিং করি, সেখানে যারা খেলে, তারাও বেশ ভালো খেলছে। যদি আমার সুযোগ আসে, চেষ্টা করব ভালো খেলার। আমি আশা করেছিলাম নির্বাচকরা হয়তো এ রকম কিছু বলবেন– হ্যাঁ অলক ভালো খেলছে। পরবর্তী সময়ে আমরা ওকে নিয়ে প্ল্যান করার চেষ্টা করব। কিন্তু যখন বলেছে, প্ল্যান 'বি'তেও নেই, তখন বুঝে গেছি, আমার জায়গা আর নেই। ওই সময় সত্যিই খুব ভালো পারফম্যান্স করছিলাম এবং ফর্মে ছিলাম। সুযোগ পেলে হয়তো-বা আমি আরও দুই বছর বাংলাদেশ দলকে ভালো সার্ভিস দিতে পারতাম।

প্রশ্ন : এগুলো মনে পড়লে খারাপ লাগে?

অলক কাপালি : অবশ্যই খারাপ লাগে। খারাপ তো লাগারই কথা। দেখেন, আমি যদি আসলেই অত খারাপের তালিকায় থাকতাম, তাহলে তো এত বছর খেলতে পারতাম না। পারফর্ম ভালো করেছি বলেই তো এত বছর খেলে যেতে পেরেছি। সবশেষ বিপিএলে শুধু খেলিনি। এ ছাড়া প্রতিবারই আমি বিপিএল খেলেছি। ভালো পারফর্ম না করলে বিপিএল খেলার তো সুযোগ হতো না আমার। ঢাকা লিগেও বড় দলে খেলা হতো না। ঠিকই দেখা যেত ছোট দলে খেলে হারিয়ে যেতাম। আল্লাহর কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং আমি সৌভাগ্যবান যে এখনো আমি শীর্ষ দলগুলোয় খেলতে পারছি। এ বছরও ঢাকা লিগে আমাদের দল তৃতীয় হয়েছে। এমন দলে খেলে আমি অবসরে যেতে পারছি, এটা আমার জন্য অনেক ভালো লাগার। উনারদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

আর কত দিন সাকিব

● মো. মনির উদ্দিন ●

সাদা পোশাকে রঙিন সাকিবের দেখা মিলবে তো?

গত কয়েক দিনের বাস্তবতায় সাকিব আল হাসানের পাকিস্তান সফরের দলে থাকা নিয়ে তৈরি হয় নানান গুঞ্জন। বিশেষ করে ছাত্রদের বৈষম্যবিরোধী গণ-আন্দোলনে পতন হওয়া শেখ হাসিনা সরকারের একজন সংসদ সদস্য ছিলেন বলে তাঁর দেশে ফেরা এবং ভবিষ্যতে জাতীয় দলে খেলা নিয়েও সংশয়ের ডালপালা মেলে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই টেস্ট সিরিজের বাংলাদেশ দলে জায়গা পেয়েছেন সাকিব। বাঁহাতি এই অভিজ্ঞ অলরাউন্ডারের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে ব্যখ্যা দিতে গিয়ে বিসিবির প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু বলেন, 'সাকিব দেশের একজন শীর্ষ খেলোয়াড়। যেহেতু তিনি খেলার বাইরে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাঁকে নিয়ে ভেবেছি। তাঁর নির্বাচনটা হয়েছে মেধার ওপরে। সে ক্ষেত্রে যা আমরা সব সময় করি, সেটাই করেছি। মেধার জায়গাটাকেই সমুন্নত রেখেছি। প্রত্যেকটা খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে যা হয়।' শুধু পাকিস্তান সিরিজই নয়, এ বছর বাংলাদেশের বাকি ৮টি টেস্টই সাকিব খেলবেন বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচক। পাশাপাশি প্রতিটি সিরিজের আগে সব অনুশীলন পর্বেও থাকবেন বলে সাকিব নাকি আশ্বস্ত করেছেন লিপুকে। প্রশ্ন হলো, কথা রাখতে পারবেন তো সাকিব?

পরিস্থিতি যা-ই হোক; বিবেচনা যদি হয় মেধা, তবে সাকিবের দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। দেশে তাঁর মতো মেধাবী ক্রিকেটার খুব কমই আছে। ক্রিকেটে মেধার পাশাপাশি পারফরম্যান্সও গুরুত্বপূর্ণ। সেটিও কথা বলছে তাঁর পক্ষে। বাংলাদেশের খেলা সর্বশেষ টেস্টে চট্টগ্রামে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ইনিংস মিলিয়ে করেছিলেন ৫১ রান ও বল হাতে নিয়েছিলেন ৪ উইকেট। ১৯২ রানের বড় ব্যবধানে হারা ম্যাচে এমন পারফরম্যান্স একেবারে খারাপ নয়। সামনে যে পাকিস্তান সিরিজ, সেখানেও সাকিবের নৈপুণ্য বাংলাদেশের যে কারও চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। এ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫ টেস্ট খেলে সাকিব ১টি সেঞ্চুরি ও ৪টি ফিফটির সাহায্যে করেছেন ৬৩.৫০ গড়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫০৮ রান (সর্বোচ্চ হাবিবুল বাশারের ৬ টেস্টে ৫৫৪)। পাশাপাশি বল হাতে ৭ ইনিংসে শিকার করেছেন ৯ উইকেট। পাকিস্তানের মোকাবিলায় যেখানে ১৩ টেস্টের ১২টিই হেরেছে বাংলাদেশ (অন্যটি ড্র), সেখানে সাকিবের রয়েছে গর্ব করার মতো আরেক ব্যক্তিগত অর্জন। দলের হারের পরও তিনি পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার! ২০১১ সালের ডিসেম্বরে মিরপুরে অনুষ্ঠিত সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশকে ৭ উইকেটে হারায় পাকিস্তান। ওই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৪২ বলে ১৪৪ রানের দুর্দান্ত একটি ইনিংস খেলেছিলেন সাকিব (দ্বিতীয় ইনিংসে ৬) এবং পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে ৮২ রান খরচে একাই তুলে নেন ৬ উইকেট (দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৭ রানে ১ উইকেট); অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যের সুবাদে পরাজিত দলে থেকেও প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ হন সাকিব। অবশ্য মেধা আর পারফরম্যান্সই শেষ কথা নয়, দলীয় খেলায় সাফল্য পেতে আরও কিছু অনুসঙ্গও লাগে। সেখানে সাকিব বরাবরই প্রশ্নের জন্ম দিয়েছেন। মাঠ ও মাঠের বাইরে তাঁর বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের তালিকা বেশ লম্বা। সেসব কারও অজানা নয়। তবে সাকিবের সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো জাতীয় দলকে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্রীড়নক বানিয়ে ফেলা, যা দলের কৌশল ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যা তৈরি করে। মন চাইল তো খেললাম, ইচ্ছা হলো না খেললাম না– কয়েক বছর ধরে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটেছে। আর টিম প্র্যাকটিসে নিয়মিত থাকা তো প্রয়োজনই মনে করেন না।

নিজের মতো করে অনুশীলন করেন যখন-তখন। তাঁর যেন কোনো জবাবদিহিতার বালাই নেই, নেই শৃঙ্খলা মানার ব্যাপার স্যাপার কিংবা দলের প্রতি দায়বোধ। দেশে ক্ষমতার পটপরিবর্তনে তারুণ্যের সংস্কারের মিছিলে সামিল হয়ে নিজেকে অন্তত কিছুটা শোধরাবেন তো সাকিব আল হাসান? তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে এখন আগের চেয়ে আরও বেশি কাটাছেঁড়া হবে, নজর রাখা হবে গতিবিধির ওপর। ক্যারিয়ারের প্রায় পড়ন্তবেলায় অতীতের ভুলত্রুটি আর গোঁয়ার্তুমি শুধরে সত্যিকারের টিমম্যান হতে পারলে তো ভালোই, নইলে আগের মতো এত সহজে যে আর ছাড় পাবেন না; সেটি নিশ্চয় সাকিব নিজেও উপলব্ধি করতে পারছেন। দলে না-হয় আছেন, কিন্তু কত দিন থাকবেন; ভাটার টানের দিকে ছুটে চলা ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে প্রশ্নটা তা-ই বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছেই। দলীয় প্রাপ্তির খাতা প্রায় শূন্যের হাহাকারে সাকিবের স্রেফ কিছু ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের চাদরে অন্য সব স্বেচ্ছাচারিতা ঢাকার দিন সম্ভবতঃ শেষ হতে চলেছে।

সাকিবের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার...

সংস্করণ	ম্যাচ	ইনিংস	অপ.	রান	গড়	সর্বোচ্চ	১০০/৫০	ইনিংস	উইকেট	গড়	সেরা
টেস্ট	৬৭	১২৩	৭	৪৫০৫	৩৮.৮৩	২১৭	৫/৩১	১১৩	২৩৭	৩১.১৬	৭/৩৬
ওয়ানডে	২৪৭	২৩৪	৩১	৭৫৭০	৩৭.২৯	১৩৪*	৯/৫৬	২৪১	৩১৭	২৯.৫২	৫/২৯
টি-টোয়েন্টি	১২৯	১২৭	১৭	২৫৫১	২৩.১৯	৮৪	০/১৩	১২৬	১৪৯	২০.৯১	৫/২০

জিয়া তোমায় ভালবাসি–

● ফারুক হোসেন খান ●

দাবার বোর্ডে খেলতে খেলতে
মারা গেলেন জিয়া
বুকের মাঝে দুঃখের অনল
ক্যামনে বাঁধি হিয়া।

চৌদ্দবার জাতীয় দাবায়
আরও বহু প্রতিযোগিতায়
দেশের সম্মান গড়ে গেলেন
অনন্য মহিমায়।

জীবন সেতো ক্ষণস্থায়ী
পদ্মপাতার জল
এক জনমে হয় না সফল
সাত জনমের ফল।

বাংলাদেশে দাবার বোর্ডে
কেউ মরেনি আর
জিয়া তোমায় ভালোবাসি
ফিরে এসো বারবার।

শব্দজট-৬০৮

জা	কে	র	আ	লী	অ	নি	ক	
হি								
দ		তা	ও	হী	দ	হৃ	দ	য়
হা		স						
সা		কি		সা	কি	ব		বে
ন		ন		বি			ব	ল
এ				না	জ	মু	ল	
মি		অ						লি
লি		রি	শা	দ	হো	সে	ন	

শব্দজট-৬১০

১			২			৩		৪
					৫			
		৬						
		৭					৮	
	৯					১০		
১১				১২				
	১৩							

শব্দজট-৬০৮ বিজয়ী

মৃন্ময় নাহা
অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার
কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০

শব্দজট-৬০৮ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ২৫ আগস্ট ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

নাম...

ঠিকানা...

....

....

মোবাইল :..

শব্দজট-৬০৮ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, চট্টগ্রাম; ৪। প্রত্যয়ী রায়, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম; ৫। শবনম খান, ১৬ শের-এ-বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ৬। রোজিনা ইব্রাহিম শিপ্রা, প্রযত্নে- ওবায়েদ উল হক ভবন, (২য় তলা) বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬; ৭। মো. আবুল হোসেন, প্রযত্নে- তারেক আহমেদ, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ৮। মাহমুদা আক্তার ডলি, প্রযত্নে- ডা. তারেক আহমেদ, তৃতীয় তলা, কালী বাড়ি রোড, বরিশাল; ৯। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১০। মো. ইয়াছিন আরাফাত, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, বানরগাতি, খুলনা; ১১। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১২। ডা. তারেক আহমেদ, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ১৩। মোহাম্মদ রাফিউল আলম, মোহাম্মদ নগর সোসাইটি, শহীদ আলমগীর সড়ক, শান্তিনগর বায়জিদ, চট্টগ্রাম; ত্রিদিপ দস্তিদার (চন্দ্র), বাংলাদেশ টি স্টোর, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ্ লেন, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ১৪। অমিত দস্তিদার মন, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৫। রূপম দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০, জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম; ১৬। মৃন্ময় নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৭। রাকেশ, গ্রাম- কুলশুর, থানা- কালিয়া, জেলা- নড়াইল; ১৮। সেতু রানী, ৪১ সামসুর রহমান রোড, খুলনা।

শব্দজট-৬০৬ বিজয়ী
সানজিদা আক্তার সাজিদা

শব্দজট ৬১০-এর সূত্র

সূত্র : পাশাপাশি

১. এশিয়া কাপ ২০২৪-এ অংশ নেওয়া বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের প্রথম সারির ডানহাতি ব্যাটার; ৩. নারী এশিয়া কাপ ২০২৪-এ অংশ নেওয়া থাইল্যান্ড দলের অধিনায়ক; ৬. নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেটে অংশ নেওয়া মালয়েশিয়া দলের সহ-অধিনায়ক; ৭. যেখানে ফুটবল ঢুকলে গোল বলা হয়; ৮. নারী এশিয়া কাপ ২০২৪-এ অংশ নেওয়া নেপাল দলের ওপেনার; ৯. বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের ডানহাতি পেস বোলার; ১১. আফগান পুরুষ ক্রিকেট দলের একজন অলরাউন্ডার; ১২. নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেট ২০২৪-এ অংশ নেওয়া পাকিস্তান দলের দলনেতা; ১৩. এশিয়া কাপ ২০২৪-এ অংশ নেওয়া বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সহ-অধিনায়ক।

সূত্র : উপর-নিচ

১. এমবাপ্পের বর্তমান ক্লাব; ২. বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক; ৪. নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেট ২০২৪-এ অংশ নেওয়া লঙ্কান দলনেতা; ৫. এশিয়া কাপ ২০২৪-এ অংশ নেওয়া মালয়েশিয়া নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক; ৯. নারী এশিয়া কাপ ২০২৪-এ অংশ নেওয়া নেপাল ক্রিকেট দলের ভাইস ক্যাপ্টেন; ১০. লঙ্কান পুরুষ ক্রিকেট দলের বাঁহাতি পেসার।

এম. এইচ. স্বাধীন
৮১, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা-৯১০০।

খুলনায় বয়রা তরুণ সংঘ আয়োজিত প্রমীলা প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের খুলনা বিভাগীয় উপ-পরিচালক মো. আবুল হোসেন হাওলাদার

১৬ বছর পর প্যারা অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশ

মোরসালিন আহমেদ

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আগামী ২৮ আগস্ট থেকে ১৭তম প্যারা অলিম্পিক গেমস শুরু হচ্ছে। বাংলাদেশ ১৬ বছর পর ফের এ গেমসে যাচ্ছে। সর্বশেষ লাল-সবুজের দল ২০০৮ সালে অংশগ্রহণ করেছিল। এর আগে প্রথমবারের মতো গিয়েছিল ২০০৪ সালে। তবে আন্তর্জাতিক প্যারা অলিম্পিক কমিটির নিষেধাজ্ঞার কারণে ২০১২, ২০১৬ ও ২০২০ সালে অর্থাৎ পর পর তিনটি আসরে লাল-সবুজ পতাকাধারী ক্রীড়াবিদরা যেতে পারেননি। আগের দু'টি গেমসে এক জন করে অংশ নিলেও এবার প্যারা অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশের দুই জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করছেন। এর মধ্যে প্যারা অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে ঝুমা আক্তার প্রথমবারের মতো যোগ্যতার মাপকাঠিতে সরাসরি খেলার সুযোগ পেয়েছেন। অপর ক্রীড়াবিদ আল আমিন বিশেষ কোটায় অংশ নেবেন। বারোদিনব্যাপী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ক্রীড়াবিদদের এ মিলনমেলা ৮ সেপ্টেম্বর শেষ হবে। এ বছর ২২টি ডিসিপ্লিনের ৫৪৯ ইভেন্টে বিশ্বের ১৫৫টি দেশের ৪ হাজার ৪ শত ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করবেন।

বিশ্ব ক্রীড়ার বড় মঞ্চে যাবার আগে ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ -এর মহাসচিব ইঞ্জিনিয়ার মো. মাকসুদুর রহমান বলেন, আমরা দীর্ঘ ১৬ বছর পর প্যারা অলিম্পিক গেমসে যাচ্ছি। সেখানে পদক জয়ের আশা করছি না। বরং সম্মানজনক ফল প্রত্যাশা করছি। বাংলাদেশের অংশগ্রহণ মূলত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যই যাচ্ছি। এক প্রশ্নে তিনি বলেন, প্যারিস প্যারা অলিম্পিক গেমস সামনে রেখে আমরা গত বছরের ১ নভেম্বর থেকে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবাসিক ক্যাম্প চলমান রেখেছি। যা গেমসে যাবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত চলবে। অপর প্রশ্নে জানান, বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট ২৪ আগস্ট প্যারা অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণের লক্ষে ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ঢাকা ছাড়বে। দুই সদস্য বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে আরও বলেন, সবশেষ চীনের হাংঝু এশিয়ান গেমসে তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

গ্রিসের এথেন্স প্যারা অলিম্পিক গেমসে ২০০৪ সালে প্রথমবারের মতো একমাত্র বাংলাদেশী ক্রীড়াবিদ হিসেবে খান মাসুদ অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করার কথা থাকলে ৫ হাজার মিটার দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এরপর ২০০৮ সালে চীনের বেইজিং প্যারা অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোহাম্মদ সুমন। কিন্তু তিনি কোন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছিলেন তা ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ কার্যালয়ে সেই তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এবার প্যারিস প্যারা অলিম্পিক গেমসে দুই ক্রীড়াবিদ আর্চারি ডিসিপ্লিনে অংশ নেবেন। এর মধ্যে কম্পাউন্ড নারী এককে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ঝুমা আক্তার। গেল বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে 'প্যারিস ২০২৪ প্যারা অলিম্পিক গেমস কোটা টুর্নামেন্ট' এ ব্রোঞ্জ পদক জয়ের মাধ্যমে তিনি সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তবে অপর আর্চার আল আমিন বিশেষ কোটায় রিকার্ভ একক ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবেন।

যোগ্যতার মাপকাঠিতে প্যারিস প্যারা অলিম্পিক গেমসে ঝুমা আক্তার সরাসরি খেলার সুযোগ পেয়েছেন

আসন্ন প্যারা অলিম্পিক গেমস উপলক্ষে অবশ্য ঝুমা ও আল আমিন দেশে দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণে থাকলেও প্রস্তুতিমূলক কোনো টুর্নামেন্টে দেশের বাইরে খেলতে যেতে পারেননি। সবশেষ চীনের হাংঝু এশিয়ান গেমসে আল আমিন রিকার্ভ পুরুষ একক ইলিমিনেশন রাউন্ড ১/১৬ খেলায় ০-৬ ব্যবধানে চীনের গান ঝুনের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিলেন। তবে কম্পাউন্ড নারী একক ইলিমিনেশন রাউন্ড ১/১৬ খেলায় জুমা ১৩৪-১২৬ ব্যবধানে কাজাখস্তানের কপিরাতোভা ম্যাক্সতগুলকে হারিয়ে চমক দেখিয়েছিলেন। এরপর ইলিমিনেশন রাউন্ড ১/৮ খেলায় ১৩০-১৪৩ ব্যবধানে তুলনামূলক যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে চীনের লিন ইউশেনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। তবে ঝুমা গত বছর দুবাইয়ে প্যারিস ২০২৪ প্যারা অলিম্পিক গেমস কোটা টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত নৈপুন্যে দেখিয়ে ইলিমিনেশন রাউন্ডের ১/৮ খেলায় ১৩৩-১১২ স্কোরে নামিবিয়ার ওকট্রিনিন্দা ইমালিয়া ভেনটার ক্যাটলিনকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হন। কোয়ার্টার ফাইনালে ১৩৪-১৩০ স্কোরে চাইনিজ তাইপে'র 'লি ইউন সিয়েনকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেন। কিন্তু ফাইনালে উঠে আসার লড়াইয়ে ১৩৬-১৩৭ স্কোরে ইটালি'র 'ভার্জিলিও মারিয়া আন্দ্রেয়ার হেরে যান। এরপর স্থান নির্ধারণী খেলায় অর্থাৎ ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে ১৩৮-১৩৪ স্কোরের ব্যবধানে আমেরিকার ওয়ালেস তেরেসাকে পরাজিত করেন। এর ফলে যোগ্যতার নিরিখে বাংলাদেশের প্রথম প্যারা অলিম্পিয়ান হিসেবে ঝুমা সরাসরি প্যারা অলিম্পিক গেমসে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন।

বিশেষ কোটায় অংশ নেবেন আল আমিন

উল্লেখ্য প্যারিস প্যারা অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের বাইরে আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে যাচ্ছেন ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ -এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রফেসর ড. শেখ আবদুস সালাম ও মহাসচিব ইঞ্জিনিয়ার মো. মাকসুদুর রহমান। এর বাইরে আরও কয়েক জন যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট: সেফ দ্য মিশন: ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অব. ফখরুল হায়দার। টিম অ্যাটাচি : ফয়সাল আহসান উল্লাহ। ভিলেজ অ্যাডমিন : কাজী রাফিদ ইবনে রাজীব। কর্মকর্তা : প্রফেসর ডাক্তার মনিরুল ইসলাম। কোচ : নীশিথ দাস। আর্চার : ঝুমা আক্তার ও আল আমিন। #

● মো. মুলতানুর রহমান ●

দেশ ছাড়ার আগে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে অনুশীলন শুরুর প্রাক্কালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ হওয়া প্রত্যেকের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন বাংলাদেশ 'এ' দলের ক্রিকেটাররা...

পাকিস্তান সফরে বাংলাদেশ 'এ' দল

পাকিস্তান সফরে গেছে বাংলাদেশ 'এ' দল। জাতীয় দলের পর দেশের দ্বিতীয় সেরা দলটি এবারের সফরে পাকিস্তান 'এ' দলের বিপক্ষে ২টি চার দিনের ম্যাচ এবং ৩টি ৫০ ওভারের ম্যাচ খেলবে। তিনটি আলাদা দল সাজিয়েছে বিসিবি। চার দিনের ম্যাচের জন্য অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান এনামুল হক বিজয়কে এবং ওয়ানডেতে নেতৃত্ব দেবেন তরুণ ডানহাতি ব্যাটসম্যান তাওহিদ হৃদয়। দলের প্রধান কোচ হিসেবে রয়েছেন মিজানুর রহমান বাবুল। 'এ' দলের সঙ্গে পাকিস্তান সফরে গিয়েছেন জাতীয় দলের অন্যতম নির্বাচক আবদুর রাজ্জাক। কোটা সংস্কারের দাবিতে দেশজুড়ে ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনের মুখে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশ 'এ' দলের পাকিস্তানের বিমান ধরতে কয়েক দিন দেরি হয়। ফলে পূর্বনির্ধারিত সূচি বাদ দিয়ে পরিবর্তিত সূচিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিরিজটি। আগে ঠিক করা তারিখ থেকে প্রতিটি ম্যাচ তিন দিন করে পিছিয়ে সাজানো হয়েছে নতুন সূচি। ইতোমধ্যে প্রথম চার দিনের ম্যাচটি ১০ আগস্টের পরিবর্তে মাঠে গড়িয়েছে ১৩ আগস্ট থেকে। ২০ তারিখ থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচটি। এরপর ২৬, ২৮ ও ৩০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে ওয়ানডে সিরিজের তিন ম্যাচ। সফরের প্রতিটি ম্যাচের ভেন্যু ইসলামাবাদ এবং প্রতিপক্ষ পাকিস্তান 'এ', যে দলটির পোশাকি নাম পাকিস্তান শাহিনস।

পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে 'এ' দলের এই সিরিজটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে টেস্ট দলের অপরিহার্য সদস্য মুশফিকুর রহিম, মুমিনুল হক, মাহমুদুল হাসান জয় ও জাকির হাসানরা 'এ' দলের হয়ে প্রথম চার দিনের ম্যাচ খেলে প্রস্তুতির পাশাপাশি দেশটির কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, যা টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশের বেশ কাজে লাগবে। এরপর সেখান থেকেই তাঁরা যোগ দেবেন টেস্ট স্কোয়াডে। উল্লেখ্য, ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে এরই মধ্যে পাকিস্তানে উড়ে গেছে বাংলাদেশ জাতীয় দল। রাওয়ালপিন্ডিতে ২১ আগস্ট থেকে শুরু হবে প্রথম টেস্ট এবং করাচিতে দ্বিতীয় টেস্ট মাঠে গড়াবে ৩০ আগস্ট। তরুণ ও অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে লাল ও সাদা বলের উভয় সিরিজের জন্য বেশ শক্তিশালী দলই পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। দুই সিরিজের পাঁচ ম্যাচের দলেই আছেন এনামুলসহ সাত ক্রিকেটার মোসাদ্দেক হোসেন, মাহিদুল ইসলাম, তানভির ইসলাম, তানজিম হাসান, রেজাউর রহমান ও রুয়েল মিয়া। বিসিবির কোচ মিজানুর রহমান বাবুলের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তান সফরের জন্য চট্টগ্রামে প্রায় দুই সপ্তাহের প্রস্তুতি ক্যাম্প করেছেন ক্রিকেটাররা। নিজেরা ভাগ হয়ে খেলেছেন একাধিক ম্যাচ। মূলত ভবিষ্যৎ বিবেচনায় তাওহিদ হৃদয়কে সাদা বলের সিরিজের অধিনায়ক করা হয়েছে। এমনিতে এর আগে ঘরোয়া ক্রিকেটে খুব একটা অধিনায়কত্ব করতে দেখা যায়নি তাঁকে। তবে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে লম্বা সময় অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা রয়েছে হৃদয়ের। জাতীয় দলে অভিষেকের পর দ্বিতীয় বছরেই এবার তিনি পেলেন 'এ' দলের দায়িত্ব। গত বছরের মার্চে ওয়ানডে অভিষেক হওয়া হৃদয় এখন পর্যন্ত ৩০ ম্যাচের ২৬ ইনিংসে সংগ্রহ করেছেন ৮৪৮ রান। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ৯১ ম্যাচে ৪৮ গড়ে তিনি করেছেন ৩০২৪ রান। অন্যদিকে এনামুল হক বিজয় ঘরোয়া ক্রিকেট এবং 'এ' দলের দায়িত্ব পালন করেছেন একাধিকবার। লম্বা সময় ধরে শীর্ষ পর্যায়ে খেলে যাচ্ছেন ডানহাতি এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। লাল বলের অধিনায়কত্ব পাওয়া এনামুলের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারও বেশ সমৃদ্ধ। ১১৭ ম্যাচে ২৩ সেঞ্চুরিসহ ৪৪.১৮ গড়ে তিনি করেছেন ৮১৭৪ রান।

দেশ ছাড়ার আগে চার দিনের ম্যাচে 'এ' দলের অধিনায়ক এনামুল হক বিজয় বলছিলেন, 'এই সফরের পরই আবার জাতীয় দলের সফর আছে। অনেক ক্রিকেটার এ দলের সঙ্গে যাচ্ছে প্রস্তুতির জন্য। এটা জাতীয় দলের দারুণ কাজে লাগবে। আমরা জানি, পাকিস্তানের উইকেট ব্যাটিং-সহায়কই হয় অনেক সময়। দুই দলেরই তখন সুযোগ থাকে। বাংলাদেশও অনেক দিন পর টেস্ট ম্যাচ খেলবে। আশা করি, ভালো কিছু হতে পারে।' পাকিস্তান সফরটাকে ব্যক্তিগতভাবেও কাজে লাগাতে চান এনামুল। চট্টগ্রামে নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে খেলা তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে ৯২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। পাকিস্তান সফরেও ব্যাটে রানের সেই ধারা ধরে রাখার আশা এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের। ২০২২ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সর্বশেষ টেস্ট ম্যাচ খেলা এনামুল বলেছেন, 'টেস্ট ক্রিকেট আমার অসাধারণ লাগে। যখনই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলি, চেষ্টা করি শতভাগ দিয়ে খেলার। সে ক্ষেত্রে আমার জন্য এটা বড় একটা সুযোগ। জাতীয় দলের যাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে, তাঁরাও বলেছেন এটি আমার জন্য বড় সুযোগ।'

❁ প্রথম চার দিনের ম্যাচের দল : এনামুল হক বিজয় (অধিনায়ক), মাহমুদুল হাসান জয়, জাকির হাসান, মুমিনুল হক সৌরভ, মুশফিকুর রহিম, শাহাদাত হোসেন দীপু, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, মাহিদুল ইসলাম অংকন, নাঈম হাসান, হাসান মুরাদ, তানভীর ইসলাম, হাসান মাহমুদ, তানজিম হাসান সাকিব, রেজাউর রহমান রাজা ও রুয়েল মিয়া।

❁ দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচের দল : এনামুল হক বিজয় (অধিনায়ক), মোহাম্মদ নাঈম শেখ, সাইফ হাসান, সৌম্য সরকার, শাহাদাত হোসেন দীপু, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, জাকের আলী, তাওহিদ হৃদয়, মাহিদুল ইসলাম অংকন, হাসান মুরাদ, তানভীর ইসলাম, তানজিম হাসান সাকিব, রেজাউর রহমান রাজা ও রুয়েল মিয়া।

❁ ৫০ ওভারের সিরিজের দল : তাওহিদ হৃদয় (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, এনামুল হক বিজয়, মোহাম্মদ নাঈম শেখ, সাইফ হাসান, মাহিদুল ইসলাম অংকন, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, জাকের আলী, রিশাদ হোসেন, মেহেদী হাসান, তানভীর ইসলাম, তানজিম হাসান সাকিব, রেজাউর রহমান রাজা ও রুয়েল মিয়া।

ফুটবলের উন্মাদনা ও উত্তাল দিনের নানান কথা ৩৫

● ইকবাল কবির ●

ঢাকার খেলাধুলার প্রাণকেন্দ্র ছিল ঢাকা স্টেডিয়াম পাড়া। উত্তর প্রান্তে সুইমিং পুল-সংলগ্ন সাদা-কালোর ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব টেন্ট। ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা ঘিরে আজাদ বয়েজ ক্লাব, আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব, দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাব, মনোরম বাগানে ঘেরা ওয়ারী ক্লাব, ঢাকা ওয়ানডারার্স ক্লাবের টেন্ট। এরই মধ্যে ভলিবল গ্রাউন্ড, বাস্কেটবল কোর্ট সব মিলিয়ে ঢাকার এই কেন্দ্র ছিল খেলাধুলার উৎসবের স্থান। বিকেল হলেই পল্টন ময়দানের তিন-চারটি খোলা মাঠে ফুটবল, একটু দক্ষিণে গেলেই ভলিবল, বাস্কেটবল খেলা। আর সবই ছিল তখন উন্মুক্ত মাঠ। এই তো স্বাধীনতার পর সত্তরের দশকের শেষভাগেও ফুটবল লিগকে কেন্দ্র করে ঢাকার এই স্টেডিয়াম পাড়া হয়ে উঠত ফুটবল উৎসবের নগরী। অনেক সময় স্টেডিয়ামের ভেতর প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে খেলা। বাহিরে পল্টন ময়দানের খোলা মাঠে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগ ফুটবল লিগের খেলা। ঢাকা স্টেডিয়ামের ভেতরে বড় দলের খেলা চলতে থাকলে কোন দল গোল করলে গোল ধ্বনির আনন্দের ঢেউ পল্টন ময়দানের উন্মুক্ত মাঠের পাশে থাকা দর্শকদের মুখেও আওয়াজ উঠত গোল হইলো রে...।

ঢাকার ফুটবল উন্মাদনা ও উত্তাল দিনের বর্ণনা এভাবেই করছিলেন, নবাবপুর স্পোর্টিং ক্লাব ও জগন্নাথ কলেজের সাবেক খেলোয়াড়, সংগঠক, ক্রিকেট আম্পায়ার মো. সায়লাব হোসেন টুটুল। পুরান ঢাকার নবাবপুরে বেড়ে উঠা টুটুলের জন্ম একটি ক্রীড়া পরিবারে। বাবা নুর হোসেন ছিলেন জগন্নাথ কলেজের স্পোর্টস টিচার। সেই সঙ্গে ঢাকা মোহামেডানের সাবেক ফুটবলার, অ্যাথলেট ও সাইক্লিস্ট। জগন্নাথ কলেজে শিক্ষকতার কারণে বাংলাদের ক্রীড়াঙ্গনের তীর্থস্থান ঢাকা স্টেডিয়াম পাড়ায় তিনি সবার প্রিয় নুর হোসেন স্যার হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। বাবা নুর হোসেন স্যারের হাত ধরেই কিশোর বয়স থেকেই স্টেডিয়াম পাড়ায় পদচারণা টুটুলের। ষাট দশকের শেষ ভাগে পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের অধীনেই ঢাকার ফুটবল, ক্রিকেট, হকিসহ বিভিন্ন ইভেন্টের লিগ আয়োজন হতো। আর নুর হোসেন স্যার ছিলেন ইস্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি। তাই নুর হোসেন স্যারের সেকেন্ড হোম ছিল স্টেডিয়াম পাড়া। বাবার হাত ধরে ঢাকার স্টেডিয়াম পাড়ার ফুটবলসহ ক্রীড়াঙ্গনের পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন টুটুল। ষাট দশকের শেষভাগের কথা টুটুলের বয়স ৮ অথবা ৯ বছর। পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ফুটবল ফাইনালে ঢাকা

মো. সায়লাব হোসেন টুটুল

মোহামেডান ও তৎকালীন ইপিআইডিসির খেলায় মোহামেডান ০-২ গোলে পিছিয়ে। তীব্র উত্তেজনা মাঠে। মোহামেডানে খেলেন, বিখ্যাত তোরাব আলী, গফুর, পিন্টু, প্রতাপ, বশির, মুসা আবদুলাহসহ নামীদামি ফুটবলাদের নাম দর্শকদের মুখে মুখে শুনতাম। তখনো সবাইকে ভালোভাবে চিনতাম না। ইপিআইডিসিতেও ছিল সাইফুদ্দিন, মুসা, সলিমুল্লাহ, আলী ইমাম, জব্বারের মতো খ্যাতিমান ফুটবলার। গ্যালারিতে তাঁদের ফুটবলনৈপুণ্যের কথা দর্শকরা বলাবলি করত। তাঁদের নৈপুণ্যেই মোহামেডান পিছিয়ে পড়েছিল। খেলায় হঠাৎ করেই রেফারির একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে সাপোর্টারদের মধ্যে শুরু হলো মারামারি। একপর্যায়ে পুলিশের লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপে গোটা স্টেডিয়াম এলাকা মুহূর্তেই রণক্ষেত্রে পরিণত হলো। ভিআইপি গ্যালারিতে বাবার সঙ্গেই খেলা দেখছিলেন টুটুল। কী একটা দুঃসহ স্মৃতি কোনোক্রমে বাবা কোলে করে স্টেডিয়ামের ইপিএসের অফিসে ঢুকে রক্ষা পেয়েছিলেন। শিশু বয়সে এমন ভয়াবহ ভাওয়াল্যান্সের মুখোমুখি হয়েও স্টেডিয়াম থেকে বিমুখ হননি বলছিলেন টুটুল। কয়েক বছর পরই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। নবম উদ্যমে শুরু হয় ঢাকার ফুটবল লিগ। আর বাবা নুর হোসেন ঢাকা মোহামেডানের সাবেক ফুটবলার হওয়ায় সাদা-কালো মোহামেডানের ভালোবাসার জালে বন্দী ছিলেন শিশুকাল থেকেই টুটুল। তাই স্বাধীনতার পর আর বাবার সঙ্গে নয়, এবার বন্ধুদের নিয়েই নিয়মিত ফুটবল দর্শক হয়ে উঠেন টুটুল। মোহামেডানের খেলার আগের দিনই বাবার কাছ থেকে জেনে যেতেন মোহামেডানের খেলার দিনক্ষণ। পাড়ার বন্ধু মঞ্জুর আহাম্মেদ বাবুল ওরফে সুলতান (প্রয়াত), কামাল উদ্দিন, ইমন, শাহিন, ইসমাইল ও নারায়ণগঞ্জের ঘোষসহ বন্ধুরা সবাই দলবেঁধে চলে আসতেন মাঠে। মোহামেডানের খেলার দিন সকাল থেকেই ঢাকার পাড়া-মহল্লায় সর্বত্রই সাপোর্টারদের মধ্যে ঢাকা স্টেডিয়ামে যাওয়ার আওয়াজ ধ্বনিত হতো। আজ অমুকের সঙ্গে খেলা ৩টা ৪টা গোল দেব ইত্যাদি। এমনই আনন্দময় বিজয়ের কথা আজও টুটুলের মনে গেঁথে আছে। ১৯৭৫ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আগের বছরের লিগ চ্যাম্পিয়ান ঢাকার লিগে নতুন শক্তি আবাহনী ক্রীড়াচক্রের সঙ্গে মোহামেডানের খেলা। বঙ্গবন্ধুর ছেলে শেখ কামালের দল হিসেবে ফুটবল-পাগলদের কাছে শেখ কামালের টিম হিসেবেই আবাহনীর পরিচিত ছিল।

এমনি একটি খেলার কথা আজও টুটুলের মনে জীবন্ত হয়ে আছে, যা ফুটবলের স্বর্ণযুগে মোহামেডান সাপোর্টারদের কয়েক দশকের মর্যাদার লড়াইয়ের তর্কযুদ্ধের র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক এগিয়ে রেখেছিল। তা হচ্ছে, ১৯৭৫ সালের ৮ জুন ১৯৭৪ সালের প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ান আবাহনী ক্রীড়াচক্র কে ৪-০ গোলে পরাজিত করার একটি রেকর্ড গড়া। ঢাকার ফুটবল লিগে আবাহনী বিরুদ্ধে মোহামেডানের চার গোলে বিজয়টি ছিল ফুটবলের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ, স্বাধীনতার পর ক্রীড়াপ্রেমিক সংস্কৃতিমনা শেখ কামাল ঢাকার বিভিন্ন ক্লাবগুলোর সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন শক্তিশালী আবাহনী ক্রীড়াচক্র। ১৯৭৫ সালে দলবদলকে কেন্দ্র করে আবাহনীতে থাকা মঞ্জু লিগ চ্যাম্পিয়ন দল ছেড়ে মোহামেডানে যোগদান করেছিলেন। তাই ১৯৭৫ সালের লিগ পর্বের প্রথম মুখোমুখি মোহামেডান-আবাহনীর লড়াইটি ছিল একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ ও মর্যাদার লড়াই। সেই দিন মোহামেডানের খেলোয়াড়েরা শুরু থেকে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে করে প্রতিপক্ষের ওপর মুহুর্মুহু আক্রমণ করে আবাহনীর রক্ষণভাগ তছনছ করে দিচ্ছিলেন। বিশেষ করে মোহামেডানের রাইটব্যাক মঞ্জু রক্ষণ সামলেও ওভার লেপিং করে আক্রমণ ভাগে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। আর মোহামেডান যেন আত্মমর্যাদার বিশাল চ্যালেঞ্জে নিজেদের জয়ের

মাধ্যমে আবাহনীর কর্মকর্তাদের একটি বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন ফুটবলে আমরাই সেরা। মোহামেডান মোহামেডানই। মোহামেডান-আবাহনীর সেই ঐতিহাসিক লড়াই টিকে ফুটবল-পাগল টুটুল এভাবেই মূল্যায়ন করছিলেন, যা ঢাকার ফুটবল লিগে তাঁর দেখা স্মরণীয় খেলার অন্যতম।

১৯৭৬ সালের কথা আবাহনী প্রথম পর্বের লিগে খেলা শেষ হওয়ার ৫ থেকে ৭ মিনিট আগে সামশুর দেওয়া গোলে মোহামেডানকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। এরপর লিগের ফাইনালে আবাহনী ০-২ গোলে হেরে লিগে রানার্সআপ হয়। পরের বছর আবাহনী ১৯৭৭ সালের লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ান হয়ে সমর্থক বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে আবাহনী তার ছন্দময় ফুটবল দিয়ে দর্শকপ্রিয়তা পেতে থাকে। সেই সঙ্গে ঢাকার লিগে মোহামেডান-আবাহনী কেন্দ্রিক ফুটবলের উন্মাদনা ও জোয়ার সারা দেশ দুই দলে বিভক্ত তৈরি করে। ফুটবলের সেই উন্মাদনার দিনগুলো হয়তো আর ফিরবে না। কারণ, ফুটবল এখন নির্বাসিত হয়ে গেছে মাঠ-সংকট আর সাংগঠনিক ব্যর্থতায়। সেই সঙ্গে ক্রীড়াঙ্গনে নিবেদিত ক্রীড়া সংগঠকের অভাব। ৬০ বছরের প্রবীণ ক্রীড়াপ্রেমী টুটুল ফুটবলের এমন করুন অবস্থার কথা স্বপ্নেও কোনো দিন ভাবেননি।

মো. সায়লাব হোসেন টুটুল ১৯৮৫ সালে বিয়ে করেছেন। স্ত্রী শান্তা সায়লাব। দুই সন্তানের জনক টুটুল। ছেলে শাহরিয়ার নুর সৌরভ (আমেরিকা প্রবাসী), কন্যা আয়শা রহমান (স্বামী বিমানবাহিনীর অফিসার)।

টুটুলের জন্ম রাজবাড়ি জেলায় হলেও শৈশব থেকেই বেড়ে উঠেছেন পুরান ঢাকার নবাবপুরে। গ্র্যাজুয়েট হাইস্কুল ও জগন্নাথ কলেজে পড়াশোনা করেছেন।

খেলাধুলায় হাতেখড়ি এবং মাঠে যাতায়াত বাবার হাত ধরেই। জগন্নাথ কলেজের পক্ষে ১৯৭৪ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ফুটবল, ক্রিকেট, অ্যাথলেট অংশগ্রহণ করা। ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে টাউন ক্লাবের পক্ষে অংশগ্রহণ। ১৯৮২ সাল থেকে ক্রিকেট আম্পায়ার হিসেবে যাত্রা শুরু। ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে অংশ নেন।

১৯৯৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট আম্পায়ার্স অ্যান্ড স্কোরার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রথম নির্বাচিত পরিচালক এবং ২০০৭ সাল পর্যন্ত পরপর তিনবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচিত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের প্যাটেল আর নেই

● মোরসালিন আহমেদ ●

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অন্যতম উদ্যোক্তা সাইদুর রহমান প্যাটেল আর নেই। সদাহাস্যোজ্জ্বল এ মুক্তিযোদ্ধা ৮ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। শেষ দু'দিন তিনি আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। বরেণ্য এ ক্রীড়া সংগঠকের মৃত্যুর খবর দেশে পৌঁছলে ক্রীড়াঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে। ইস্ট এন্ড ক্লাবের অধিনায়ক প্যাটেল এক সময় পি ডব্লিউ ডি'র হয়েও ঢাকার মাঠ কাঁপিয়েছেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালে তিনি স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এ দল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও তহবিল সংগ্রহ করা। রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ১৬টি ম্যাচ খেলে মুক্তিযুদ্ধের তহবিলে পাঁচ লাখ রুপি জমা দিয়েছিল। প্রদর্শনী ফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা দেশের ফুটবলে তাঁর নাম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বছর খানেক আগে ক্রীড়া অন্তপ্রাণ প্যাটেলের ক্যান্সার ধরা পড়ে। এরপর তিনি উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। সেখানে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। একের পর এক রেডিয়েশন থেরাপি দেওয়া হলেও শরীরে বাসা বাঁধা ক্যান্সারের তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। তারপরও যখন যেভাবে তাঁর চিকিৎসা চলছিল তিনি তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আপডেট দিতেন। মৃত্যুর কথা জেনেও যেভাবে সাবলীল ভাষায় একের পর স্ট্যাটাস দিতেন তাতে তিনি কতটা মানসিকভাবে শক্ত ছিলেন তা কল্পনা করা যায় না। খেলার মাঠে যুদ্ধের ময়দানে তিনি যেভাবে লড়েছেন ঠিক তেমনিভাবে মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও ডরভয়হীন ছিলেন। তিনি দারুণ দৃঢ়চিত্তের মানুষ ছিলেন। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে গেছেন। কিন্তু স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের এ সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধা দীর্ঘ এক বছর ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে হার মানেন।

সাইদুর রহমান প্যাটেলের মৃত্যুতে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনসহ বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন ও সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

অপেক্ষায় ঢাকা আবাহনীর শিরোপা উৎসব

● মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার ●

শিরোপা জিততে ভুলেই গেছে ঢাকা আবাহনী লি. সিনিয়র ফুটবল দল। গত সিজনে তাদের কপালে কোনো ট্রফিই জোটেনি। আগের সিজনেও তাই। তবে এবার আকাশী নীল শিবির ট্রফি জয়ের স্বাদ পেয়েছে। আর তা অনূর্ধ্ব-১৮ দলের কল্যাণে। এবারের বিপিএল অনূর্ধ্ব-১৮ লিগে আবাহনী অপরাজিত এবং টানা সাত ম্যাচ জিতেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বয়সভিত্তিক ফুটবলে দর্শকপ্রিয় এই ক্লাবটির এটি দ্বিতীয় শিরোপা। এর আগে দলটি প্রথম বিপিএল অনূর্ধ্ব-১৮ ফুটবলেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। অবশ্য এখন পর্যন্ত এই শিরোপা উৎসব করতে পারেনি এই ক্লাবের ফুটবলার এবং কর্মকর্তারা। আর তা দেশের বিরাজমান অবস্থার জন্য। এই পরিস্থিতির জন্য অনূর্ধ্ব-১৮ লিগের শেষ রাউন্ডের খেলাও বাতিল করে লিগ শেষ করতে বাধ্য হয় বাফুফে পেশাদার লিগ কমিটি। লিগের রানার্সআপ দল ফর্টিস এফসি। তাদের অর্জন ৭ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট। ৭ খেলায় ২১ পয়েন্ট আবাহনীর ভাড়ারে।

অবশ্য অনূর্ধ্ব-১৮ লিগের আগেই শেষ হয়েছে অনূর্ধ্ব-১৬ লিগ। বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের ৫ দলের এই লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওয়ারী ক্লাব। ৭ জুলাই শেষ হয় অনূর্ধ্ব-১৬ লিগ। ১৯ জুলাই সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল অনূর্ধ্ব-১৮ লিগের শেষ রাউন্ডের খেলা। কিন্তু তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতোটাই ভয়াবহ ছিল যে লিগ কমিটিকে স্থগিত করতে হয় ঢাকার তিন মাঠে হতে যাওয়া সেই খেলা। পরে এই ম্যাচগুলো আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও পরিস্থিতি অনুকূলে না আসায় এবং শেষ রাউন্ডের আগেই চ্যাম্পিয়নশিপ ও রানার্সআপ নির্ধারণ হয়ে যাওয়ায় লিগ কমিটি আর খেলা আয়োজন করেনি। শেষ রাউন্ড বাতিল করেই লিগ সমাপ্ত ঘোষণা করে। ফলে পরে কোনো এক সুবিধাজনক সময়ে বাফুফে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপদের ট্রফি দেবে।

২২ জুন মাঠে গড়ায় অনূর্ধ্ব-১৮ লিগ। এই লিগে এবার অংশ নেয়নি চট্টগ্রাম আবাহনী। তাই ঢাকা আবাহনী, বসুন্ধরা কিংস, মোহামেডান, শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র, লে. শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব, রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি, ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ পুলিশ দলকে নিয়ে শুরু হয় এই লিগ। এই লিগ মূলত ক্লাবগুলোর বয়সভিত্তিক দল চালু রাখতে এএফসির ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের অন্যতম শর্ত। তাই এই লিগ চালু রেখেছে বাফুফে। সেই সঙ্গে এই লিগ থেকে ক্লাবগুলো তাদের আগামীর কিছু ফুটবলারও পায়। জাতীয় দলে খেলা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, বিপলু আহমেদরা এই লিগেরই আবিষ্কার।

ঢাকা আবাহনী সারা দেশ থেকে ফুটবলারদের ট্রায়াল করিয়েই অনূর্ধ্ব-১৮ দল গড়ে। দলটির কোচ ছিলেন জাকারিয়া বাবু, প্রানতোষ কুমার দাস এবং মিসকিন। আবাহনী প্রথম ম্যাচে ২-০ গোলে ফর্টিস এফসিকে হারায়। পরের শেখ জামালের বিপক্ষে জয় ২-১ গোলে। তৃতীয় ম্যাচে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ২-০ তে হারানোর পর রহমতগঞ্জকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দেওয়া। এরপর বসুন্ধরা কিংসকে ২-১ গোলে, মোহামেডানকে ৩-১ গোলে এবং শেষ বা সপ্তম ম্যাচে বাংলাদেশ পুলিশকে ১-০তে হারিয়ে নিশ্চিত করে চ্যাম্পিয়নশিপ। ফর্টিস কর্মকর্তাদের দাবি তাঁরা প্রথম ম্যাচে আবাহনীর কাছে না হারলে তাঁরাই হতো চ্যাম্পিয়ন।

উত্তরা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন মাঠ, বসুন্ধরা কিংস এরিনা প্র্যাকটিস মাঠ, ব্রাদার্স ইউনিয়ন মাঠে হয়েছে খেলাগুলো। শেষ রাউন্ডে রহমতগঞ্জের কোনো খেলা ছিল না। তাদের খেলা আগেই শেষ হয়ে যায়। তবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জের ধরে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ক্লাবে ক্লাবে আটকা পড়েন উঠতি এই ফুটবলাররা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর তাঁদের বাড়িতে পাঠানো হয়।

সিনিয়র ক্লাব ফুটবলে বসুন্ধরা কিংস গত সিজনে সব ট্রফি জিতলেও অনূর্ধ্ব-১৮ ফুটবলে ব্যর্থ। এবার তারা চতুর্থ হয়েছে ৭ ম্যাচের তিনটিতে হেরে এবং অপর তিন ম্যাচে জয় পেয়ে। পয়েন্ট ১০। শেখ রাসেল হয়েছে তৃতীয়। তাদের অর্জন ১১ পয়েন্ট। বাংলাদেশ পুলিশ ৮ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম হয়েছে। লে. শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব, মোহামেডান এবং রহমতগঞ্জের পয়েন্ট সমান ৭ করে হলেও গোল পার্থক্যে শেখ জামাল ৬ষ্ঠ, মোহামেডান ৭ম এবং রহমতগঞ্জ অষ্টম হয়েছে। কোনো ম্যাচে জিততে না পেলে মাত্র ১ পয়েন্ট নিয়ে তলানিতে ছিল ব্রাদার্স।

ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশ যুব ভলিবল দল

● মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল ●

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে জাতীয় দলের চেয়ে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন দলের সাফল্য বেশি। সেটা যেমন ফুটবল কিংবা ক্রিকেটে তেমনি অন্য খেলাগুলোতেও। তবে এবার আর সে পথে হাঁটতে পারেনি বাংলাদেশ জাতীয় অনূর্ধ্ব-২০ দল। এশিয়ান অনূর্ধ্ব-২০ পুরুষ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে একরকম খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে লাল সবুজ যুবাদের। ১৬ দলের অংশগ্রহণে কুড়ি না পেরোনো যুবাদের এই আসরে ১৪তম স্থানে থেকে শেষ করে চূড়ান্তভাবে হতাশ করেছে বাংলাদেশ। এতটা বাজে পারফরম্যান্সের আশা করেননি ভলিবল সংশ্লিষ্টরা। অথচ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোনো আসরে অংশ নেওয়ার আগে বড় স্বপ্ন নিয়ে দেশ ছাড়েন ক্রীড়াবিদরা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, ফিরতে হয় হতাশা নিয়ে। এবার তেমনি একটি সফর ছিল ইন্দোনেশিয়াতে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ ভলিবল দলের।

গত ২৩-৩০ জুলাই পর্যন্ত দেশটির সুরাবায়াতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বয়সভিত্তিক এশিয়ান ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। সেখানে একটি ম্যাচ ছাড়া বাকিগুলোয় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়ে তুলতে পারেনি লাল-সবুজের দল। জাতীয় দলের দায়িত্ব পালন করলেও ইরানের কোচ আলী পোর আরজির অধীনে প্রায় দুই মাস সময়ে অনুশীলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ইন্দোনেশিয়াতে খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ।

২০৩৪ ফুটবল বিশ্বকাপের একক আয়োজক সৌদি আরব

● মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল ●

এশিয়া মহাদেশে ফুটবল জনপ্রিয় হলেও বিশ্বকাপের মতো বড় আসর আয়োজনের সামর্থ্য খুব বেশি দেশের ছিল না। ২০০২ সালে জাপান-কোরিয়া যৌথভাবে ফুটবলের বিশ্বসেরা আসরের স্বাগতিক হয়েছিল। এরপর ২০২২ সালে কাতার একক দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের আয়োজন করে দারুণভাবে সফলতা দেখিয়েছে। এবার সে পথেই হাঁটছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ সৌদি আরব। ২০৩৪ বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজনের জন্য দেশটি এরই মধ্যে জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রা সংস্থা ফিফা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না দিলেও তাদের আয়োজক হওয়ার বিষয়টি একরকম নিশ্চিত। নিশ্চয়তা পাওয়ার পরই কতটি ভেন্যুতে হতে পারে, সেই বিশ্বকাপটি এবার সেটিও জানিয়েছে দেশটি। সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ৪৮ দলের সেই মেগা বিশ্বকাপটি সৌদির ৫টি শহরের ১৫টি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে আটটিই আবার সৌদির রাজধানী রিয়াদে। মূলত ফিফার কাছে আয়োজক হওয়ার বিড করার পরই সৌদি কর্তৃপক্ষ এই তথ্য জানিয়েছে।

সবচেয়ে বেশি দলের অংশগ্রহণে এই আসর আয়োজনের দায়িত্ব একাই নিয়েছে সৌদি আরব। কোনো অংশীদার কিংবা যৌথ দেশকেও রাখেনি তারা। আয়োজক হতে ফিফার বিডের সকল দলিল মেনে নিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম ধনী দেশটি। বিডের দলিলে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে, ৪৮ দলের বিশ্বকাপ আয়োজন করতে সৌদির কমপক্ষে ৪০ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার ১৪টি স্টেডিয়াম থাকতে হবে। বর্তমানে ৪০ হাজার দর্শক ক্ষমতার দুটি স্টেডিয়াম রয়েছে দেশটিতে, যার প্রথমটি জেদ্দার কিং আবদুল্লাহ স্টেডিয়াম ও দ্বিতীয়টি রিয়াদের কিং ফাহাদ স্টেডিয়াম। এর মধ্যে ফাহাদ স্টেডিয়ামে এখনো নির্মাণকাজ চলছে। বাকি ১৩টি স্টেডিয়াম ফিফার চাহিদা অনুযায়ী নির্মাণকাজ শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে সৌদি। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ও ফাইনাল ম্যাচের জন্য কিং সালমান স্টেডিয়ামকে নির্ধারিত ধরা হয়েছে। তবে এখনো এটি নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়নি। এই স্টেডিয়ামের দর্শক ধারণক্ষমতা ফিফার চাহিদার দ্বিগুণের বেশি, অর্থাৎ ৯২ হাজারের মতো। বলা যায় বেশ বড়সড় পরিকল্পনা নিয়েই 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' আয়োজনে মাঠে নেমেছে তেলসমৃদ্ধ দেশটি।

ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য গত বছরে অক্টোবরে ২০৩৪ আসরের জন্য একটি দেশ হিসেবে বিড করেছিল সৌদি আরব। সময়ের হিসেবে ১০ বছর পরের বিশ্বকাপের আয়োজক হতে যাচ্ছে, সেটি তখনই নিশ্চিত করা হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির পক্ষ থেকে। এবার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের পরিকল্পনাও জানিয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, নেইমার জুনিয়রদের খেলা দেশ সৌদি। এর আগে এত বেশি দল নিয়ে বিশ্বকাপের আয়োজনের রেকর্ড নেই কোন দেশের। রিয়াদ ও জেদ্দা ছাড়া বাকি তিনটি শহর হলো, আল খোবার, আবহা ও নিওম। গত ৩০ জুলাই সৌদি আরব ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের বিড করার পর এ ঘোষণা এসেছে। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ও ফাইনাল ম্যাচটি কিং সালমান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে, এর নির্মাণকাজ শেষ হবে ২০২৯ সালে। এটি নির্মাণের পর দেশটির জাতীয় ফুটবল দলের হোম ভেন্যু হিসেবে বিবেচিত হবে এই স্টেডিয়াম। দুই বছর আগে ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল কাতার। ২২০ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল তেল সম্পদে ভরপুর দেশটি। আয়তনে অনেকটা ছোট হওয়া দেশটির অনুপ্রেরণায় গত বছর অক্টোবরে সাহস নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য বিড করে পার্শ্ববর্তী দেশ সৌদি। সে সময় তাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াও বিডে অংশগ্রহণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে সকারুজরা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করলে একাই বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পায় সৌদি। এ বিষয়ে দেশটির অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক কমিটির ক্রীড়ামন্ত্রী এবং সভাপতি প্রিন্স আব্দুল আজিজ বিন তুর্কি আল-ফয়সাল বলেন, 'প্রথমবারের মতো ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজন করে সৌদি আরবের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। যেমনটি আমাদের অফিশিয়াল বিড স্পষ্টভাবে বইয়ে বলা হয়েছে।'

এ ছাড়া বিশ্বকাপ আয়োজনের মাধ্যমে সৌদি ক্রীড়ার ক্ষমতায়ন ও যেকোনো সমস্যা সমাধানে প্রস্তুতির কথা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন দেশটির ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। বিশ্বকাপের উদ্দেশে নির্মিত স্টেডিয়ামগুলোর মাধ্যমে নিজেদের ঐতিহ্য বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবে দেশটি। নানা ঢংয়ে ও কারুকার্যে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পরিচিত করবে সৌদি। কিং সালমান স্টেডিয়াম ছাড়াও বিশ্বকাপের জন্য সৌন্দর্যমণ্ডিত বেশকিছু মাঠ তৈরি করবে তারা। বর্তমানে রিয়াদের অন্যতম বিখ্যাত একটি স্টেডিয়াম কিং ফাহাদ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়াম, বিশ্বকাপের আগে সংস্কার করা হবে এটি। আন্তর্জাতিক মান ঠিক রাখার পাশাপাশি আসন সংখ্যা ৭০ হাজারে উন্নীত করা হবে। স্টেডিয়ামটিতে লোহিত সাগরের প্রবালপ্রাচীরের চিত্রায়ণ করা হবে, যার মাধ্যমে অনেক কিছু ফুটিয়ে তোলা হবে। স্থানীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতিফলন ঘটিয়ে জেদ্দায় নির্মাণ করে জেদ্দা সেন্ট্রাল ডেভেলপমেন্ট স্টেডিয়াম। বিশেষত্ব হিসেবে সেখানে থাকবে কাঠের কারুকার্য। মূলত, আল বালাদ শহরে গড়ে ওঠা কাঠের ঘরবাড়ির প্রতিনিধিত্ব করবে এই স্টেডিয়াম। এ ছাড়া আরব উপসাগরের পাশে আরামকো স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে, যার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে সাগরের মনোরম দৃশ্য।

দায়িত্বশীল ক্রিকেট খেললে টেস্টে ভালো করা সম্ভব

ইকরামউজ্জমান

ষাট দশক শুরুরও আগে আমার বয়ঃসন্ধিপূর্বের সেই স্বাধীন আনন্দময় দিনগুলোয় যে ক্রিকেট হতো, এখন আর এই সত্তরোর্ধ্ব বয়সে মাঠে সেই ক্রিকেট নেই। নেই ক্রিকেটের সেই সরলতা আর আবেদন। শীতের মিঠে রোদে সেই ক্রিকেটের আনন্দ ছিল অন্য রকম। এখন তো ক্রিকেট সারা বছরের খেলা। অনেক কিছুই পাল্টে গেছে। পাল্টে গেছে টেস্ট ক্রিকেটের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো।

অন্যের সুখস্মৃতির মধ্যে ডুবে কি লাভ? হ্যাঁ ক্রিকেট যতখানি বর্তমান ততোধিক অতীত। ক্রিকেটে ইতিহাসের অতি মর্যাদা। এখন প্রজন্মের জন্যই পেছনে ফিরে তাকানো। বাঙালি খেলোয়াড়রা ২৩ বছরে কখনো পাকিস্তান টেস্ট দলে খেলার সুযোগ পাননি। স্বাধীনতার পর বাংলায় কথা বলা এগারো জন বাঙালি খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ দল প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নেয় ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে। সেবার প্রথম খেলায় (২৪ মে) পরাজিত করে স্কটল্যান্ডকে। এরপর দ্বিতীয় খেলায় পরাজিত করে টেস্ট খেলুড়ে দল পাকিস্তানকে (৩১ মে)। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নেমেই জয়–বিষয়টি অন্য রকম গুরুত্ব বহন করেছে। পাকিস্তানের ক্রিকেট প্রশাসন তো বছরের পর বছর বাঙালি ক্রিকেটারদের অবহেলিত এবং বঞ্চিত করেছে, যা-ই হোক এরপর পাকিস্তানের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ টেস্ট দল স্বাগতিক দেশের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলেছে ২০০১ সালে। এরপরের গড়িয়ে চলা ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের অজানা নয়।

চার বছর পর আবার পাকিস্তানের কন্ডিশনে বাংলাদেশ দুটি টেস্ট খেলবে। এই দুটি টেস্ট আবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। এখানে পয়েন্টের বিষয়টি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান পাকিস্তান দলটি ভারসাম্যময় এবং শক্তিশালী। তাদের ব্যাটার এবং বোলাররা বিশেষ করে পেসাররা দারুণ ছন্দে আছেন। সংগতভাবেই পাকিস্তান 'ফেবারিট' হিসেবে খেলতে নামবে এবং সর্বাত্মক চেষ্টা করবে দুটি টেস্ট থেকে পূর্ণ পয়েন্ট করতে আর এটাই স্বাভাবিক। টেস্ট ক্রিকেটের মুখ্য বৈশিষ্ট্য বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এই সংস্করণে এখন টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডের প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় হচ্ছে। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে হবে টেস্ট ক্রিকেটের 'অ্যাপরোচ' ক্রমেই পাল্টে যাচ্ছে। নিস্তেজ ড্র থেকে বেরিয়ে আসছে টেস্ট ক্রিকেট। এতে করে একসময়ে ঝিমিয়ে পড়া পাঁচ দিনের 'লাল' বলের ক্রিকেট আবার নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। দর্শক মাঠে আসছে।

বাংলাদেশ দল পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলবে রাওয়ালপিন্ডি এবং দ্বিতীয় টেস্ট করাচিতে যথাক্রমে ২১ থেকে ২৫ আগস্ট এবং ৩০ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪। এই দুটি ভেন্যুর উইকেট সম্পর্কে বাংলাদেশের টিম ম্যানেজমেন্ট পুরোপুরি অবগত। পাকিস্তানের উইকেট ভালো। পেসারদের জন্য বাউন্স থাকে। স্পিনারদের জন্য ভালো টার্ন থাকে। ধৈর্য ধরে ব্যাট করলে ইনিংসের বড় সংগ্রহ সম্ভব। টেস্ট ক্রিকেট তো 'সেশন বাই সেশন' খেলতে হয় দলের প্রয়োজনে। এই ক্রিকেটে তাড়াহুড়া করে প্যাভেলিয়নে ফিরে এসে উড়োজাহাজ ধরার কর্মসূচি থাকে না।

টেকনিক, ফর্ম, প্রস্তুতি, ইতিহাস আর অতীতের ক্রিকেটের ভুল থেকে সংশোধিত হয়ে খেলার কথা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে অনেক কথা। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্নায়ুর লড়াইয়ে দৃঢ়তা দেখানো। সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করা টেস্ট ক্রিকেটের মৌলিক দিকটাকে মাথায় ঢুকিয়ে খেলা। দুনিয়ার সবকিছু ভুলে শুধু ক্রিকেটে মনোযোগ দেওয়া। নির্ভরতাই শেষ পর্যন্ত ভালো ক্রিকেট খেলতে সাহায্য করে। নির্ভার থাকলে দীর্ঘ সময়ের ক্রিকেট শুধু উপভোগ নয়–পরিস্থিতির সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব। টিমওয়ার্ক আর স্বাভাবিক খেলার কোনো বিকল্প নেই।

পরিসংখ্যানে দুই দেশের টেস্ট লড়াই ভীষণ অসম। ১৩টি টেস্টের মধ্যে ১২টিতে জিতেছে পাকিস্তান আর ১টি ড্র হয়েছে। টেস্টে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করাটা জরুরি। ক্রিকেট দলীয় খেলা। এখানে ভালো করতে হলে 'ইউনিট হিসেবে' 'দল হিসেবে' ভালো খেলতে হবে। একজন বা দুজন ক্রিকেটার হয়তো হঠাৎ করে একদিন দলকে জেতার স্বাদ উপহার দিতে পারেন, তবে সবাই মিলে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে পারফর্ম করার মধ্যেই সবকিছু নির্ভর করে।

গত মার্চের পর আবার বাংলাদেশ দল টেস্ট খেলতে নামবে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ ২-০ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। বলা হয়েছে প্রস্তুতি ভালো হয়নি–এটাই কারণ। ক্রিকেটাররা পরিচিত কন্ডিশনে, দেশের দর্শকের সামনে কোনো ধরনের ক্রিকেট খেলেছেন এটা সবাই দেখছেন।

ক্রিকেটের বোর্ডের পুরোপুরি আস্থা এবং বিশ্বাস থাকাতে হেডকোচ হিসেবে পাকিস্তানে দায়িত্ব পালন করবেন হাথুরুসিংহ। যাঁরা বিভিন্ন কারণ এবং মতলব হাসিলের জন্য বারবার হেডকোচ হাথুরুসিংহের বিদায়ের জন্য যুদ্ধ করছেন, তাঁরা রীতিমতো হতাশ। স্পিন কোচ মুস্তাক আহমেদকেও পাওয়া গেছে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে। এটি একটি বড় স্বস্তি। পাকিস্তানের কন্ডিশনে স্পিন কোচ মুস্তাক আহমেদের অভিজ্ঞতা দলের কাজে লাগবে।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে একটি খেলায় জিতেছে বাংলাদেশ দল। পাকিস্তান থেকে ফেরার পর বাংলাদেশ দল যাবে ভারতে। সেখানে খেলবে ২টি টেস্ট ও ৩টি টি-টোয়েন্টি। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২টি টেস্ট। এরপর আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাদের কন্ডিশনে ২টি টেস্ট ৩টি ওয়ানডে এবং ৩টি টি-টোয়েন্টি। ভীষণ ব্যস্ত সূচি।

ক্রিকেটের তিন সংস্করণের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল টেস্ট ক্রিকেটে। গত ২৪ বছরেও বাংলাদেশ টেস্ট দল শৈশব পেরিয়ে কৈশরে পা রাখতে পারেনি। টেস্ট হলো আসল ক্রিকেট। শক্ত ক্রিকেট। এই ক্রিকেটে সব সময় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এই দীর্ঘ সময়ের ক্রিকেটে অভ্যস্ত হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঘরোয়া ক্রিকেটে দেশজুড়ে যতক্ষণ দীর্ঘ সময়ের ক্রিকেট নিয়ে বাস্তবধর্মী উদ্যোগের মাধ্যমে কাজ না করা হলে তত দিন দেশের টেস্ট ক্রিকেট কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না।

পাকিস্তানের জন্য যে স্কোয়াড নির্বাচকরা দিয়েছেন, এ ছাড়া কি আর খেলোয়াড় আছেন। দেশের ক্রিকেটে পাইপলাইনে খেলোয়াড় কোথায়? ১৮ কোটি মানুষের দেশে বোর্ডের 'পুলে' কি ৪০ জন খেলোয়াড় আছেন? কেন নেই এটি সবাই জানেন। বছরের পর বছর ধরে শুধু কথা আর প্রতিশ্রুতি। বাস্তবে তার দেখা নেই। বাতি-জ্বালানোর জন্য লোক তৈরি করার ক্ষেত্রে 'হয়ে যাবে' এবং গা-ছাড়া ভাবের খেসারতের পাল্লা কিন্তু ক্রমেই ভারী হচ্ছে।

খেলোয়াড়দের সম্ভাবনা এবং প্রতিভা আছে। এদের এক সুতায় বাঁধার দায়িত্ব হেডকোচের। হেডকোচ হাথুরুসিংহের দায়িত্ব খেলোয়াড়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেওয়া। খেলোয়াড়দের ভেতরের বারুদকে জ্বালিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা।

অনূর্ধ্ব-২০ দল নিয়ে নতুন আশা

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার

সাফের বয়সভিত্তিক ফুটবল শুরু হয়েছে ২০১১ সালে। অনূর্ধ্ব-১৬ সাফ দিয়ে বয়স ভিত্তিক ফুটবল শুরু হলেও পরে মাঠে গড়ায় অনূর্ধ্ব-১৮, অনূর্ধ্ব-১৯ এবং অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল। অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবল পরে অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবলে পরিণত হয়। এবার অনূর্ধ্ব-১৭ ও অনূর্ধ্ব-২০ সাফ ফুটবল দু'টিই হবে। পুরুষদের এই অনূর্ধ্ব-১৭ সাফের ভেন্যু ভুটানের থিম্পু। ১৮ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর হবে অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ। অন্য দিকে ১৮- ২৮ আগস্ট নেপালের কাঠমান্ডুতে বসবে অনূর্ধ্ব-২০ সাফের আসর। অনূর্ধ্ব-১৮ থেকে অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২০ এই তিন বয়স শ্রেণিতে কখনই চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি বাংলাদেশ। আছে দু'টি রানার্সআপ ট্রফি।

তবে এবার বাংলাদেশ দল স্বপ্ন দেখছে নেপালের মাঠ থেকে অনূর্ধ্ব-২০ সাফের শিরোপা নিয়ে আসার। দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একেএম মারুফুল হককে। এই দলে সিনিয়র জাতীয় দলের ৪ জন ফুটবলার আছেন। এরা হলেন গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ, ফরোয়ার্ড মজিবুর রহমান জনি, চন্দন রায় ও রাব্বী হোসেন রাহুল। এদের মধ্যে শ্রাবণ জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ম্যাচ খেলেছেন লেবানন এবং ফিলিস্তিনের বিপক্ষে। এএফসি কাপেও বসুন্ধরা কিংস ক্লাবের জার্সি গায়ে তুলেছেন। জনি গত সাফের আগে কম্বোডিয়ার বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচে গোল করেছিলেন কম্বোডিয়ার বিপক্ষে। রাহুল এখন পর্যন্ত সিনিয়র দলে লাল সবুজ জার্সি গায়ে তুলতে পারেননি। চন্দন রায়ের আঝে জাতীয় দলে দু'টি ম্যাচ খেলা অভিজ্ঞতা। অনূর্ধ্ব-২০ সাফের জন্য অবশ্য বাংলাদেশ দলের প্রস্তুতির সময়টা কমই পাওয়া গেছে। নানাবিধ ঝামেলার জন্য বাফুফে সময়মতো ক্যাম্পের ব্যবস্থা করতে পারেনি। তাছাড়া টুর্নামেন্ট ঘাসের মাঠে হলেও অনূর্ধ্ব-২০ দলকে অনুশীলন করতে হচ্ছে কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামের অ্যাস্ট্রোটার্ফে। কয়েকদিন কমলাপুর স্টেডিয়াম থেকে বসুন্ধরা কিংস এরিনায় গিয়ে ঘাসের মাঠে অনুশীলন করলেও পরে তা আর করা যায়নি বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য। আবার বৃষ্টির কারণে কয়েক সেশনের সন্ধ্যার অনুশীলনও বাতিল করতে হয়েছিল। এই সমস্যা নিয়েই নেপাল যাবে বাংলাদেশ দল।

আসরের 'এ' গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। পাকিস্তান প্রথমে এই গ্রুপে থাকলেও পরে নাম প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে সেমিতে যেতে বাংলাদেশকে লড়াই করতে হবে শ্রীলঙ্কা ওস্বাগতিক নেপালের সাথে। অপর গ্রুপে আছে ভারত, ভুটান ও মালদ্বীপ।

এই দল নিয়ে আশাবাদী অনূর্ধ্ব-২০ ও বসুন্ধরা কিংসের গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ। তিনি জানান, এবার আমাদের দলটি বেশ গোছানো। জাতীয় দলের চারজন ফুটবলার আছে। তাই আমাদের এবার শিরোপা জেতার চান্স আছে।

বাংলাদেশ ২০ আগস্ট প্রথম ম্যাচেই স্বাগতিক নেপালের মুখে। এরপর ২২ আগস্টের প্রতিপক্ষ শ্রীলংকা। দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট পেলেই সেমিতে যাবে মারুফুল হকের দল। মারুফ এর আগে ২০১৫ সাফে জাতীয় দলের কোচ ছিলেন। ২০২১ সালে অনূর্ধ্ব-২৩ দলকে নিয়ে উজবেকিস্তানে গিয়েছিলেন এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবল খেলতে।

অনূর্ধ্ব-২০ সাফ জিততে কোচ মারুফ ৩৪ ফুটবলারকে ডেকেছেন ক্যাম্পে। এরা হলেন, মেহেদী হাসান শ্রাবণ, মোহাম্মদ আসিফ, সোহানুর রহমান, ইসমাইল হোসেন মাহিন (গোলরক্ষক)। ইমরান খান, আজিজুল হক অনন্ত, ইনসান হোসেন, গোলাম রাব্বী, শাকিল আহাদ তপু, কামাচি মারমা আকাই, রাজীব হোসেন, রুস্তম হোসেন দুখু মিয়া, মোহাম্মদ রাতুল, রাকিব হোসেন, সিরাজুল ইসলাম রানা, পারভেজ আহমেদ (ডিফেন্ডার), মজিবুর রহমান জনি, চন্দন রায়, আসাদুল মোল্লা, আকমল হোসেন নয়ন, হোসেন মোহাম্মদ আরিয়ান, রাজু আহমেদ জিসান, মহসিন আহমেদ, আশরাফুল ইসলাম আসিফ, রহমত উল্লাহ জিসান, মোহাম্মদ আলমগীর, আসাদুল ইসলাম সাকিব, ইফতিয়ার হোসেন (মিডফিল্ডার), রাব্বী হোসেন রাহুল, মইনুল হোসেন মঈন, মিরাজুল ইসলাম, পিয়াস আহমেদ নোভা ইফতাসাম রহমান জিদান ও নাজিম উদ্দিন (স্ট্রাইকার)।

সম্প্রতি আবাহনী লিমিটেড ক্লাবে হামলা চালিয়ে দুষ্কৃতিকারীরা আবাহনীর ট্রফি, কাপ ও অন্যান্য উপকরণ নিয়ে যায়। মূল্যবান এই ট্রফি ও কাপ উদ্ধারের আহবান জানিয়েছেন আবাহনী ক্লাবের সাবেক খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তারা

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

● মো. নূর হোসেন (মাসুম) ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৬
দৈনিক পাকিস্তান ১৭ আগস্ট ১৯৬৬
প্রথম বিভাগ লীগে মোহামেডানের জয়লাভ।

ঢাকা মোহামেডান-৪ ঢাকা পুলিশ এসি-১
(মুসা-২, গফুর-১, বশির-১) (নবী চৌধুরী)

গতকল্য মঙ্গলবার ঢাকা স্টেডিয়ামে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও পুলিশ দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় মোহামেডান দল অতি সহজে ৪-১ গোলে জয়লাভ করে। খেলার প্রথমার্ধে ঢাকা মোহামেডান দলের পক্ষে মুসা একটি গোল করেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে মুসা, গফুর ও বশির প্রত্যেকে একটি করিয়া গোল করেন। পুলিশ দলের পক্ষে সাত্তারের কর্ণার কিক হইতে নবী চৌধুরী হেড করিয়া একটি গোল পরিশোধ করেন।

ফায়ার সার্ভিস দলের জয়লাভ।
ফায়ার সার্ভিস-৪ পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে-০
(শাহাব উদ্দিন-২, আশরাফ-১, তসলিম-১)

ফায়ার সার্ভিস ও পাকিস্তান ইস্টার্ণ রেল দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলায় ফায়ার সার্ভিস দল ৪-০ গোলে জয়লাভ করে। সেন্টার ফরোয়ার্ড শাহাবউদ্দিন ২টি, লেফট ইন আশরাফ ও লেফট আউট ১টি করিয়া গোল করেন। প্রথমার্ধে ফায়ার সার্ভিস দল ২-০ গোলে অগ্রগামী থাকে।

দৈনিক পাকিস্তান ১৮ আগস্ট ১৯৬৬
এক দিনে চারজন বহিষ্কৃত
ফুটবল লীগের খেলায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা

গত কিছু দিন যাবৎ ঢাকার ফুটবল লীগ খেলায় খেলোয়াড়দের মারাত্মক ফাউল ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করার যে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা লক্ষ করা যাইতেছিল গতকল্য বুধবার ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ও ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ খেলায় তাহা চরমে পৌঁছে। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য অতঃপর রেফারী উভয় দলের চারজন খেলোয়াড়কে মাঠ ত্যাগের নির্দেশ দিতে বাধ্য হন। এবছর প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে এই প্রথম মাঠ হইতে খেলোয়াড় বহিষ্কার করা হইল। উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের জন্য ভিক্টোরিয়ার লেফট ব ্যাক হাসান ও রাইট হাফ সাইদুর এবং ঢাকা ওয়ান্ডারার্স দলের লেফট আউট রহমত উল্লাহ ও লেফট ব্যাক খলিলকে মাঠ হইতে বহিষ্কার করা হয়। খেলার ১৯ মিনিটের সময় ওমর পেনাল্টি কিক হইতে গোল করিলে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই সময় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স দল ২-১ গোলে অগ্রগামী হয়। গোল হওয়ার পর ভিক্টোরিয়ার লেফট ব্যাক হাসান রেফারীর প্রতি অশোভন আচরণ করিলে রেফারী তাহাকে মাঠ হইতে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন।

কয়েক মিনিট খেলা বন্ধ রাখিয়া ভিক্টোরিয়া দল বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানায়। কিন্তু রেফারী তাহার পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকায় হাসানকে মাঠ ত্যাগ করিতে হয়। তিন মিনিট খেলা চলার পর মাঠের বাহির হইতে ভিক্টোরিয়া দলের জনৈক কর্মকর্তা খেলোয়াড়গণকে মাঠ ত্যাগের নির্দেশ দিতে থাকিলে ভিক্টোরিয়া দল মাঠ ত্যাগ করে। তখন দর্শকদের গ্যালারী হইতেও এক শ্রেণীর দর্শক মাঠে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। দশ মিনিট খেলা বন্ধ থাকার পর পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের কোচ জনাব সাহেব আলীর হস্তক্ষেপে পুনরায় খেলা শুরু হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে উত্তেজনা চরমে পৌঁছে। এক সময় বল মারার পরিবর্তে খেলোয়াড়গণকে কিল-ঘুষি বিনিময় করিতে দেখা যায়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে খেলোয়াড়গণের চরম উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য কয়েকবার খেলা বন্ধ থাকে। খেলার শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত মাঠে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করে।

ওয়ান্ডারার্সের জয়লাভ
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৫ ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১
(ওমর-৪, হাফিজ-১) (ইউনুস)

এই খেলায় ওয়ান্ডারার্স দল ৫-১ গোলে জয়লাভ করে। ওমর হ্যাট্রিকসহ ৪ গোল ও হাফিজ ১ গোল করেন। ভিক্টোরিয়ার ইউনুস একটি গোল পরিশোধ করেন। লীগের প্রথম রাউন্ডে এই দুই দলের খেলা গোলশূন্যভাবে ড্র হইয়াছিল। নিম্নে উভয় দলের সর্বশেষ অবস্থা দেওয়া হইল।

	খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র	পয়েন্ট
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব	১৬	১৩	১	২	২৮
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব	১৬	৮	৬	২	১৮

ভিক্টোরিয়ার প্রতিবাদ

গতকল্য ভিক্টোরিয়া ক্লাব খেলা শেষে কতিপয় অনিয়মের অভিযোগ করিয়া পূর্ব পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের নিকট প্রতিবাদ প্রেরণ করিয়াছে।

দৈনিক আজাদ ১৯ আগষ্ট ১৯৬৬
পিডব্লিউডির উন্নত মানের খেলা প্রদর্শন
শক্তিশালী ইপিআইডিসি দল ৪-১ গোলে পরাজিত
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-৪ ইপিআইডিসি-১
(গণি, কানু, মঞ্জুর, জানি) (জব্বার)

গতকাল বৃহস্পতিবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় পাক পিডব্লিউডি দল ৪-১ গোলে ইপিআইডিসি দলকে পরাজিত করিয়া মূল্যবান দুইটি পয়েন্ট ছিনাইয়া লইয়াছে।

প্রথম রাউন্ডে উভয় দল ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত উন্নত খেলা প্রদর্শন করিয়াই পাক পিডব্লিউডি দল জয়লাভ করিয়াছে।

খেলার বিবরণ

চমৎকার পরিবেশে খেলা শুরু হইবার ৫ মিনিট পর পিডব্লিউডি দলের রাইট ইন গণি মধ্য মাঠ হইতে একটি বল স্বীয় প্রচেষ্টায় লইয়া গিয়া দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। অল্পক্ষণের মধ্যে ইপিআইডিসি দলের রাইট ইন হাশেমের একটি চমৎকার শট বারের উপর দিয়া চলিয়া যায়। খেলার ১০ মিনিটের সময় পিডব্লিউডি দলের স্টপার সালের পায়ে একটি বল লাগিয়া সম্মুখে আগাইয়া আসিলে ইপিআইডিসি দলের লেফট ইন জেব্বার গোলটি পরিশোধ করেন মিনিটের সময় পিডব্লিউডি দলের রাইট ইন গণি একটি বল রাইট আউটের দিকে ঠেলিয়া দিলে রাইট আউট কানু স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-১)। বিরতি পর্য্যন্ত পিডব্লিউডি দল ২-১ গোলে অগ্রগামী থাকে।

বিরতির পর

দ্বিতীয়ার্দ্ধের শুরুতেই বিজয়ী দলের লেফট হাফের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া লেফট আউট মঞ্জুর চমৎকার ভাবে পরবর্তী গোলটি করেন (৩-১)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৭ মিনিটের সময় পিডব্লিউডি দলের লেফট ইন জানি রাইট ইন গণির নিকট হইতে একটি বল পাইয়া দলের চতুর্থ

গোলটি করেন (৪-১)। বিরতির ১৫ মিনিট পর ইপিআইডিসি দলের রাইট হাফ আবদুল্লাহ হাটুতে ব্যথা পাইয়া অবশিষ্ট সময়ের জন্য মাঠ ত্যাগ করেন। খেলার শেষ পর্যন্ত বিজয়ী দল গোল করিবার আরও কয়েকটি সুযোগের অপব্যবহার করেন।
পাকিস্তান পিডব্লিউ ডি ক্লাব : মতিন, ওয়াহেদ, সালেহ, হামিদ, মালাং, লাল মোহাম্মদ, কানু, গণি, ভুট্টু, জানি, মঞ্জুর।
ইপিআইডিসি : স্বপন, মোরশেদ, আমিন, সাইফ উদ্দিন, আবদুল্লাহ আকবর, মুসা, সলিমুল্লাহ, হাশেম, আলী ইমাম, জব্বার, প্রতুল।
রেফারী : মাসুদুর রহমান।

রহমতগঞ্জ দলের সহজেই জয়লাভ।
রহমতগঞ্জ এমএফএস-৪ ইপিজি প্রেস-০
(শাহজাহান-২, নাজির-১, সুলতান-১)
আউটার স্টেডিয়ামে গতকাল প্রথম বিভাগের ফিরতি লীগের অপর খেলায় রহমতগঞ্জ এমএফএস দল ৪-০ গোলে পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্ট প্রেস দলকে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ী দলের শাহজাহান ২টি, নাজির ১টি ও সুলতান ১টি গোল করেন।

দৈনিক পাকিস্তান ২১ আগস্ট ১৯৬৬
প্রথম বিভাগে ওয়ান্ডারার্সের জয়লাভ
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৩ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-২
(আসলাম, ওমর, রহমতউল্লাহ) (ইলিয়াস-২)
গতকল্য শনিবার ঢাকা স্টেডিয়ামে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ও সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ৩-২ গোলে জয়লাভ করে। খেলা শেষ হওয়ার ৪ মিনিট পূর্বে সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দল গোল পরিশোধ করিলে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব জয়লাভের সকল আশা হারাইয়া মরিয়া হইয়া আক্রমণ চালায়। গোল পরিশোধের ২ মিনিট পর ঢাকা ওয়ান্ডারার্স দলের রহমত উল্লাহ জয়সূচক গোল করেন। খেলার প্রথমার্দ্ধে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ২-১ গোলে অগ্রগামী ছিল। ওয়ান্ডারার্স দলের আসলাম, ওমর, রহমত উল্লাহ একটি করিয়া গোল করেন। বিজিত দলের পক্ষে ইলিয়াস দুইটি গোল করেন।

দৈনিক পাকিস্তান ২২ আগস্ট ১৯৬৬
প্রথম বিভাগ লীগে ভিক্টোরিয়ার শোচনীয় পরাজয়
ওয়ারী ক্লাব-৬ ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১
গতকল্য রবিবার ঢাকা স্টেডিয়ামে গত বছরের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল দল ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ওয়ারী ক্লাবের নিকট শোচনীয় ভাবে ৬-১ গোলে পরাজয় বরণ করে। ওয়ারীর সেন্টার ফরোয়ার্ড তিনটি গোল করিলেও নিশীথ হ্যাট্রিক করিতে পারেন নাই। খেলার প্রথমার্দ্ধে ওয়ারী ৪-০ গোলে অগ্রগামী থাকে। রাইট আউট তপন চৌধুরী, রাইট ইন জামিল, লেফট ইন বদরুল ও লেফট আউট আজিজ প্রত্যেকে একটি করিয়া গোল করেন। বিজিত দলের পক্ষে লেফট আউট সুলতান একটি গোল পরিশোধ করেন। খেলাটি খুবই নিম্নমানের হয়।

রহমতগঞ্জ-ফায়ার সার্ভিস খেলা অমীমাংসিত।
রহমতগঞ্জ এমএফএস-১ ফায়ার সার্ভিস-১
(শাহজাহান) (তসলিম)
ফায়ার সার্ভিস ও রহমতগঞ্জ দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলা ১-১ গোলে সমাপ্ত হয়। ফায়ার সার্ভিস দলের লেফট আউট তসলিম ও রহমতগঞ্জের রাইট আউট শাহজাহান একটি করিয়া গোল করেন।

দৈনিক আজাদ ২৩ আগস্ট ১৯৬৬
কর্দমাক্ত মাঠে ভিক্টোরিয়া ও পুলিশ দলের খেলা গোলশূন্যভাবে সমাপ্ত।
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-০ ঢাকা পুলিশ এসি-০
গতকাল সোমবার স্থানীয় স্টেডিয়ামে প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ও পুলিশ এসি দলের খেলাটি গোলশূন্য ভাবে শেষ হয়। লীগের প্রথম রাউন্ডের খেলায় ভিক্টোরিয়া দল ৬-২ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল। মাঠের দুরবস্থার দরুন খেলার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ব্যাহত হয়। খেলার ৩০ মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া দলের গোলরক্ষক রানা বিপক্ষ দলের পরপর দুইটি তীব্র শট পাঞ্চ করিয়া কর্ণারের বিনিময়ে রক্ষা করেন। বিরতির দশ মিনিট পর পুলিশ এসি দলের রাইট আউট খোকনের একটি দর্শনীয় লব অল্পের জন্য বিপক্ষ দলের গোলপোস্টের বাহির দিয়া চলিয়া যায়। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২০ মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া দলের লেফট আউট মিন্টু বিপক্ষ দলের গোল মুখে একটি সহজ বল আয়ত্তে আনিয়াও গোল করিতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৩০মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া দলের রাইট অডিট ইউনুসের একটি তীব্র শর্ট পুলিশ এসি দলের গোলরক্ষক দর্শনীয় ভাবে পাঞ্চ করিয়া কর্ণারের বিনিময়ে রক্ষা করেন। খেলার শেষ মুহূর্ত্তে ভিক্টোরিয়া দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড আজিম দ্রুততার সহিত একটি বল লইয়া গেলেও কর্দমাক্ত মাঠে আটকাইয়া যাওয়ায় গোল করিবার সহজ সুযোগটি নষ্ট হয়।
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব : রানা, শহীদুর আলী মোহাম্মদ, রণেশ, মহসিন, মামুন, ইউনুস, মনসুর, আজিম, সালাম, মিন্টু, সরকার।
ঢাকা পুলিশ এসি : রাজ্জাক, মাহবুব, আইনুল, আখতার, হাফিজ, কাদের, খোকন, রহিম, এরশাদ, ননী, সাত্তার।
রেফারী : ইসা খান।

সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী ও রেল দলের মধ্যে পয়েন্ট বন্টন।
সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-২ পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-২
(সিরাজ, আজিজ) (আজাদ, মুকুল)
প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলায় সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দল ও পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে দল ২-২ গোলে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করিয়াছে। প্রথমার্দ্ধের ৫ মিনিটের সময় রেল দলের রাইট আউট আজাদ দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। বিরতির ১৫ মিনিট পর রেল দলের লেফট আউট মুকুল স্বীয় দলের পক্ষে আরও একটি গোল করেন (২-০)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২০ মিনিটের সময় পেনালটি শট হইতে সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলের লেফট হাফ সিরাজ একটি গোল পরিশোধ করেন (২-১)। খেলা শেষ হইবার ২ মিনিট পূর্বে স্টেশনারী লেফট আউট আজিজ অবশিষ্ট গোলটি পরিশোধ করেন (২-২)।

(চলবে)

বিশেষ ঘোষণা

লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগ্রাহক, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় তা সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার্থে 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টধারীরা তাঁদের আইডিতে ঢুকে A nostalgic journey to Bangladesh sports সার্চ করলে আপলোডকৃত সংখ্যাগুলো দেখতে পারবেন।

অলিম্পিক আসে আর যায়

ইকরামউজ্জমান

৩৩তম প্যারিস অলিম্পিকের দেউটি নিভে গেছে গত ১১ আগস্ট। আরও জোরে ছোট আরও উঁচুতে ওঠো আরও শক্তির পরিচয় দাও-অলিম্পিকের মূলমন্ত্রের সফল বাস্তবায়ন লক্ষ্য করেছে পুরো বিশ্বের সচেতন ক্রীড়ামোদী সমাজ। সবাই দেখছেন বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে যুক্তরাষ্ট্র আর চীনের মধ্যে ক্রীড়াশক্তি প্রদর্শনের লড়াই। দেখছেন বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে কারা এগিয়ে চলেছে, কারা পিছিয়ে পড়ছে। কারা উঠে আসছে। মাত্র কয়েক লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ, অর্থনৈতিক বুনিয়াদও তেমন শক্তিশালী নয়–সেই দেশও সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় যুব শক্তির মেধা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অলিম্পিকে প্রথম পদক জিতেছে, জিতেছে প্রথম স্বর্ণপদক। ক্রীড়াঙ্গনে মানবজাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। অথচ কোটি কোটি মানুষ অধ্যুষিত মানুষের দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একমাত্র–যাঁরা ১৯৯৪ থেকে শুরু করে এবার নিয়ে ১১টি অলিম্পিকে অংশ নিয়ে অর্থাৎ ৪০ বছরে খেলোয়াড় ও ক্রীড়াবিদরা প্রথম পর্বই পার হতে বারবার আটকে গেছেন। এর জন্য খেলোয়াড় ও ক্রীড়াবিদরা দায়ী নন। দায়ী নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে বাস্তবধর্মী প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের মাধ্যমে গত চল্লিশ বছরেও কাজ না করা। অলিম্পিক থেকে এক সময় পদক জয় সম্ভব হবে–এই চিন্তা তো নিজের সঙ্গে রীতিমতো প্রতারণা করা। পদক জয় করার জন্য প্রথম প্রয়োজন আন্তরিকতা এবং দেশপ্রেম। চিন্তাশীল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বড় অঙ্কের বাজেট। এই টাকার জোগান দিতে হবে সরকারকে। এই ক্ষেত্রে বারবার মুখে অনেক কথাই বলা হয়েছে। বাস্তবতা ভিন্ন।

তথাকথিত 'লিগ সার্ভিস', চার মাস, ছয় মাস, আর এক দেড় বছরের অনুশীলনে সম্ভব নয় প্রাথমিক বা হিট পর্ব অতিক্রম। অলিম্পিক একটি বিরাট বিষয়। এখানে দেশ ও জাতির স্বপ্ন বাস্তবায়ন কার্যক্রমটাই আলাদা। অলিম্পিকের দর্শনে 'পার্টিসিপেশন' গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি কিন্তু বলা হয়েছে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করো, নিজেকে প্রস্তুত করো। আর এটাও ঠিক সময়ের পরিবর্তনে এখন আর কেউ অংশগ্রহণের চিন্তার মধ্যে নিজেকে ধরে রাখেনি। বিশ্বজনীন 'অলিম্পিক বিজয় স্তম্ভের' গুরুত্ব এবং মর্যাদা তো তুলনাহীন। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের পরিচিতি ভাবমূর্তি এবং সম্মান। জড়িয়ে আছে বিজয়ী ক্রীড়াবিদের অতুলনীয় গৌরব। আর তাই নিজকে অতিক্রম করার চেষ্টা।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া আলোচনায় স্থান পেয়েছে এত বিশাল সক্ষম–জনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ কেনো 'হিট পর্ব' অতিক্রম করে সামনে এগোতে পারে না। বারবার অংশ নিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে প্রথম ধাক্কায়। আর কত বছর বাংলাদেশ অলিম্পিকে অংশ নেবেন 'ওয়াইল্ড কার্ডের' দোয়ায়। সেই ১৯৯৪ সাল শুরু করে এখন পর্যন্ত ৫৪ ক্রীড়াবিদ অলিম্পিয়ান হওয়ার গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র তিনজন নিজ যৌগ্যতায় অলিম্পিকে অংশ নিয়েছেন। তাঁরা হলেন গলফার সিদ্দিকুর রহমান ২০১৬ সালে রিও অলিম্পিক। আর্চার রোমান সানা টোকিও অলিম্পিক ২০২০-এ এবং আর্চার সাগর ইসলাম প্যারিস অলিম্পিক (২০২৪)।

সেই ১৯৯৪ সাল থেকে সদ্যসমাপ্ত প্যারিস অলিম্পিকে 'পার্টিসিপেসনের' তালিকা দীর্ঘ, যা সংযুক্ত করার মতো 'স্পেস' নেই। শুধু বলব সেই লস এঞ্জেলেস অলিম্পিক থেকে শুরু করে ২০২৪-এর প্যারিস পর্যন্ত ১১ বারের 'জার্নিতে' অদ্ভুত মিল। আর সেটা হলো সম্ভব হয়নি। সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা। তথাকথিত 'নিজের সেরা' এসব কথাবার্তা হলো ব্যর্থতাকে আড়াল করার–খুব ছোট চেষ্টা।

মিডিয়া হাইপ তুলে। কেন তুলে এটা যাঁরা বোঝার, তাঁরা বোঝেন। সমস্যা হলো বিষয়টি ভালো থেকে ক্ষতি করে সার্বিকভাবে ক্রীড়াঙ্গনকে। আর সেটি তো কখনো কাম্য হতে পারে না। এবারের অভিজ্ঞতায় বলি। অংশ নিয়েছিলেন পাঁচজন ক্রীড়াবিদ এবং খেলোয়াড়। তাঁরা হলেন আর্চার সাগর ইসলাম নিজ যোগ্যতা বলে। এ ছাড়া সাঁতারু সামিউল ইসলাম রাফি ও সোনিয়া খাতুন, স্প্রিন্টার ইমরানুর রহমান এবং শুটার রবিউল ইসলাম–এই চারজন ওয়াইল্ড কার্ডের বদৌলতে। অলিম্পিক মঞ্চে নামার আগে দেশের মিডিয়া তাঁদের নিয়ে কি না করেছে। প্রতিদিন দুই তিন কলামে হেডিং দিয়ে স্টোরি ছাপা হয়েছে। স্প্রিন্টার যিনি অসুস্থ, যিনি অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার বেশ আগের থেকেই ষাট মিটার দৌড়াতে পারেননি, অনুশীলন পর্যন্ত করতেন না–এসব না জেনে ইনজুরিতে ভোগা অ্যাথলেটকে ঘিরে প্রত্যয় আর সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বোঝা উচিত, চাইলেই তো আর শুটিং আর আর্চারিতে সেমিফাইনালে যাওয়া যায় না। সেমিফাইনালে পৌছাতে হলে সেই সামর্থ্য আর নিবেদন প্রয়োজন আছে। অলিম্পিকে আমাদের পার্টিসিপেশন খুব তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার পর মিডিয়া কী উঠে এসেছে? আমরা আমাদের সামর্থ্য এবং দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত–আর তাই এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে হতাশার বোঝা আরও ভারী হয়। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালা বলতে অসুবিধা কোথায়। ক্রীড়াঙ্গনের মানুষ এখন আগের তুলনায় অনেক সচেতন। মতলবের খেলা তাঁরা ঠিকই আঁচ করতে পারেন। ক্রীড়াঙ্গনে 'ডিকবাজির' খেলা কারো অজানা নয়। সময় এবং সুযোগমতো নিজস্ব 'এজেন্ডা' বাস্তবায়নের জন্য একদল সব সময় অপেক্ষায় থাকেন। তাঁদের রূপ পাল্টাতে সময় লাগে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্রীড়াঙ্গনের ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর আমরা অনেক স্বপ্ন নিয়ে নতুনভাবে, নতুন প্রত্যয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম। সবকিছু ছিল খুব স্পষ্ট। এই স্বপ্নের মধ্যে ক্রীড়াঙ্গন তখন অন্য রকমভাবে প্রোথিত ছিল। কিন্তু আমাদের স্বপ্ন হোঁচট খেল স্বাধীন দেশে। কোনো প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত নয়। ভবিষ্যৎ হচ্ছে সচেতন সক্রিয়তার ফসল। ক্রীড়াঙ্গন এই বিষয়ে সচেতন হতে পারেনি গত পাঁচ যুগেও।

আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি কয়েকটি ক্ষেত্রে বিস্ময়কর। প্রতিবেশী দেশগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গেছে। ক্রীড়াঙ্গনে কিন্তু এই বাতাস লাগেনি। 'টেকসই উন্নতির' জন্য উদ্যোগ এবং চেষ্টার দরকার এই বিষয়টি ক্রীড়াঙ্গনে অনুপস্থিত। ক্রীড়াঙ্গনের মানুষের ক্রমবর্ধমান আত্মকেন্দ্রিকতা ভাবার বিষয়। অলিম্পিকের মধ্যে অনুষ্ঠানেও দেশকে হেয় করার চেষ্টা তো ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য। এর জন্য ক্রীড়াঙ্গনের সংস্কৃতি দায়ী নয়, অ্যাথলেট এবং অর্গানাইজার দায়ী। কার বক্তব্য ঠিক আর বেঠিক, এসব বিচারের ভার আমার নয়। দেশের স্বার্থ যেখানে জড়িত, সেখানে বিবেকের সঙ্গে প্রতারণা। জঘন্য পাপ।

সবাই যখন জেগে উঠেছে। এশিয়া যখন এগিয়ে চলেছে। আমরা তখন ঘুমিয়ে আছি। ক্রীড়া সংগঠনকে ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যক্তি স্বার্থে। প্যারিস অলিম্পিক এশিয়ার জন্য ছিল শিক্ষণীয়। ইউরোপ বুঝতে পারছে তৃতীয় বিশ্বের এশিয়া এগিয়ে আসছে। সবাই অনুপ্রাণিত–আমরা কেন হতে পারি না।

বারবার অলিম্পিকে অংশ নেওয়া হয়েছে। খাবার মিডিয়াকে ব্যবহার করে ঢাকঢোল বাজানো হয়–এরপর আবার অন্য সুরে গান গাওয়া। আর এই গানজুড়ে থাকে অভিযোগ আর অভিযোগ। থাকে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা। সবাই বলেন ফলাফল কি হবে–এটি তো জানা ছিল। প্রশ্ন হলো তাহলে যাওয়ার আগে বললেন না কেন? অনেকবার লিখেছি, আবার লিখছি, শুধু অলিম্পিক নয়,, প্রতিটি আন্তর্জাতিক গেমসে অংশ নিয়ে ফিরে আসার পর 'রিপোর্টিং ব্যাক' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত। এখানে অংশ নেবেন অংশগ্রহণকারী অ্যাথলেট কর্মকর্তা এবং ট্যাকনিক্যালপারসনরা উপস্থিত থাকবেন অলিম্পিকের কর্মকর্তা, মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রতিটি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকেরা। এতে করে বোঝা যাবে প্রকৃত অবস্থা। পরবর্তী সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সহায়ক হবে।

অলিম্পিক স্বর্ণ জিতে গোল্ডেন স্লাম পূর্ণ জোকোভিচের

আনওয়ার আহমেদ মুন

পুরুষদের টেনিস ইতিহাসে সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্লামের মালিক সার্বিয়ান তারকা নোভাক জোকোভিচ। ২৪টি গ্র্যান্ড স্লাম জিতে নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্লাম জিতলেও তাঁর ক্যারিয়ারে ছিল না অলিম্পিকের এক টুকরা স্বর্ণ। বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই ক্রীড়াযজ্ঞে জোকোভিচের সেরা সাফল্য ছিল ২০০৮ সালে বেইজিংয়ে ব্রোঞ্জ জয়। অলিম্পিকে স্বর্ণ জয়ের আক্ষেপ অবশেষে ঘোচালেন সার্বিয়ান এই তারকা। অলিম্পিকের স্বর্ণ জিতে পূর্ণ করলেন বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের অনন্য গোল্ডেন স্লামও।

টেনিস ইতিহাসে গোল্ডেন স্লাম জয়ের কীর্তি আছে আর মাত্র চারজনের- রাফায়েল নাদাল, সেরেনা উইলিয়ামস, স্টেফি গ্রাফ এবং আন্দ্রে আগাসির। অভিজাত বিরল সেই ক্লাবের ব্র্যাকেটবন্দী হলেন জোকোভিচও। সার্বিয়ান তারকা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছেন ১০ বার, ফ্রেঞ্চ ওপেন ৩ বার, উইম্বলডন ৭ বার এবং ইউএস ওপেন ৪ বারসহ মোট ২৪টি গ্র্যান্ড স্লাম জয় করেছেন। এ ছাড়া তাঁর ক্যারিয়ারে মোট ৯৯টি শিরোপা জয় করেছেন। ক্যারিয়ারে একক ১ হাজার ১১৬টি ম্যাচের মধ্যে তিনি পরাজিত হয়েছেন মাত্র ২২০টিতে। তাঁর একক ক্যারিয়ারে জয়ের রেকর্ড ৮৩ দশমিক ৫ শতাংশ।

রোঁল্যা গ্যাঁরোর লাল কোর্টে অলিম্পিক টেনিসে ফাইনালে উঠেই অবশ্য ইতিহাস গড়েছিলেন আলকারাজ। ১৯৯৮ সালে অলিম্পিকে টেনিস ফেরার পর পুরুষদের এককের ফাইনালে সবচেয়ে কমবয়সী খেলোয়াড় স্প্যানিয়ার্ড তরুণ। স্বর্ণ জিতে রেকর্ডটা আরও সমৃদ্ধ করতে পারলেন না তিনি। সব মিলিয়ে দুই তারকা মুখোমুখি হয়েছেন সাতবার। অলিম্পিকের স্বর্ণ জিতে এই দ্বৈরথে ৪-৩ এ এগিয়ে গেলেন জোকোভিচ। আলকারাজকে হারিয়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন জোকোভিচ।

স্বর্ণপদক গলায় ঝুলিয়ে জোকোভিচ বলেন, 'তর্কাতীতভাবে এটাই আমার অন্যতম সেরা সাফল্য। ব্যক্তিগত ক্যারিয়ারে যা রয়েছে, প্রায় সবই জিতেছি। ডেভিস কাপও জিতেছি। কিন্তু ৩৭ বছর বয়সে সার্বিয়ার হয়ে অলিম্পিকে খেলতে এসে স্বর্ণ জেতা আমার কাছে বিশেষ অনুভূতি।'

সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লামের পর অলিম্পিকেও স্বর্ণ। তিনিই কি সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়? জোকোভিচ উত্তরে বলেছেন, 'আমি জানি না, যা পেয়েছি, এর জন্য গর্বিত। অসাধারণ লাগছে। আবেগ বাঁধ মানছে না। অত্যন্ত গর্বিত এবং খুশি। দেশের হয়ে প্রথম সোনার পদক জিততে পেরে খুশি।'

তার সংযোজন, 'সার্বিয়ার হয়ে খেলতে পেরে আমি গর্বিত। আমি জানি, কার্লোস (আলকারাজ) আর রাফা (নাদাল) স্পেনের হয়ে খেলার জন্য গর্ববোধ করে। অ্যান্ডি (মারে) গ্রেট ব্রিটেনের হয়ে খেলতে পেরে গর্বিত। ঠিক তেমনই সুইজারল্যান্ডের হয়ে রজার ফেদেরার। স্বর্ণ জেতার পর তাঁদের প্রত্যেকের আবেগ আপনারা দেখেছেন। আসলে এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

হেরেও স্পেনের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত আলকারাজ। তিনি বলেন, 'যেভাবে হেরেছি, তা যন্ত্রণার তো বটেই। সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি। নোভাক দারুণ খেলেছে। আমি হতাশ, তবে কোর্ট থেকে মাথা উঁচু করেই বেরোতে পারব। কারণ, স্পেনের হয়ে নিজের সেরাটা দিয়েছি।'

পুরুষ এককের ফাইনালে শুরু থেকে লড়াই হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথম সেট শেষ হতেই সময় লেগেছে ১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফাইনালে স্প্যানিয়ার্ড তরুণ কার্লোস আলকারাজকে সরাসরি ২-০ সেটে (৭-৬, ৭-৬ গেমে) হারিয়ে দেশকে সোনালি সাফল্য উপহার দিলেন ৩৭ বছর বয়সী জোকোভিচ। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মুখোমুখিতে জয়টা এবার অভিজ্ঞতারই হলো। তরুণ কার্লোস আলকারাজকে হতাশার সাগরে ডুবিয়ে অলিম্পিকে স্বর্ণ জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা হলেন সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্লামের মালিক নোভাক জোকোভিচ। যে স্বর্ণের পদক এত দিন গলায় জড়াতে পারেননি জোকোভিচ।

প্যারিসের লাল শুরকির কোর্টে কিছুদিন আগে ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়ের উৎসব করেছিলেন আলকারাজ। জোকোভিচের বিপক্ষে সর্বশেষ লড়াইয়েও জয়ী নামটি ছিল তাঁর। গত মাসে অল ইংল্যান্ড ক্লাবের ফাইনালে জোকোভিচকে হারিয়ে উইম্বলডন জিতেছিলেন আলকারাজ। মধুর প্রতিশোধ নিয়ে অলিম্পিক এককের স্বর্ণের পদকটা বর্ণিল ট্রফি শোকেসে যোগ করলেন জোকোভিচ।

টেনিস পুরুষ একক সাধারণত পাঁচ সেটের খেলা। অলিম্পিকে তিন সেটের হচ্ছে। প্রথম দুই সেট জেতায় জোকোভিচ-আলকারাজ ম্যাচ তৃতীয় সেটে গড়ায়নি। এক সেট না হলেও দুই সেটের দৈর্ঘ্য দুই ঘণ্টার বেশি। দুই সেটেই দুজনের সমান ছয় গেম ছিল। টাইব্রেকে দুইবারই জকোভিচ জিতেছেন। ২১ বছরের তরুণের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে জিতে উৎসবের জোয়ারে ভাসেন সার্বিয়ান তারকা।

জকোভিচ নামা

অলিম্পিক গেমস	: স্বর্ণ ২০২৪, রৌপ্য ২০০৮
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন	: ২০০৮, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২৩
ফ্রেঞ্চ ওপেন	: ২০১৬, ২০২১, ২০২৩
উইম্বলডন	: ২০১১, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১, ২০২২
ইউএস ওপেন	: ২০১১, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৩

আনন্দ-বেদনার ইউরো আর কোপা আমেরিকা

● ইকরামউজ্জমান ●

সামাধিকাল ধরে মাঠে গড়িয়ে মহাদেশীয় দুটো ফুটবল টুর্নামেন্ট ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ও কোপা আমেরিকা রোমাঞ্চ ছড়ানোর পাশাপাশি আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির অনেক ছোট ছোট জীবনের গল্প উপহার দিয়ে সাঙ্গ হয়েছে। পুরো বিশ্বের ফুটবল আমুদে অগণিত মানুষের দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল লম্বা সময় ধরে যথাক্রমে জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের স্টেডিয়ামগুলোয়।

দুটো বৃহৎ ফুটবল উৎসবের সৌরভ, বৈশিষ্ট্য আর আকর্ষণ ভিন্ন ভিন্ন। ইউরোপ ও ল্যাতিন ফুটবল নিয়ে সমজদারদের মধ্যে আছে ভিন্ন মতামত এবং বিশ্লেষণ। তবে একটি বিষয়ে সবাই একমত ল্যাতিন ও আফ্রিকার তুলনায় ইউরোপিয়ান ফুটবল সব দিক থেকে অনেক বেশি এগিয়ে। আর ফুটবল নিয়ে ধারাবাহিকতার সঙ্গে গুছিয়ে সব সময় কাজ হচ্ছে ইউরোপে। এর ফল এই মহাদেশের সব দেশ উপভোগ করছে। ইউরোপ 'ডমিনেট' করছে বিশ্ব ফুটবলকে। বিশ্বকাপ ফুটবল শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে ইউরোপ সব সময় এগিয়ে আছে।

একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেটি হলো ইউরোপের ফুটবলে কোনো একটি বা দুটি দেশ ধারাবাহিকতার সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে প্রাধান্য বিস্তার করে এগিয়ে চলতে পারেনি। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রশস্ত। এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ইউরোপে ফুটবল গবেষণাগারগুলোয় অনেক রাত পর্যন্ত সব সময় বাতি জ্বলে। বেশ কয়েকটি দেশের ফুটবলের মান উনিশ আর বিশ। বিশ্বকাপ জয় করেছে চার বছর পর সেই দল পরবর্তী বিশ্বকাপে প্রথম রাউন্ডেই বিদায়। কেউ বিদায় ষোলোর লড়াইয়ে। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয়ের পর সম্ভব হচ্ছে না বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করা।

দেশের ফুটবল ইতিহাসে ঐতিহ্য এখন মাঠের লড়াইয়ে গৌণ। ফুটবলপণ্ডিতেরা বড় টুর্নামেন্টের আগে 'প্রীডিকট' করতে গিয়ে অনেক বেশি ভাবেন। ইংল্যান্ড সেই ১৯৬৬ সালের পর আর বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। কখনো জিতেনি ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। ফুটবল আরে এটি জোর দিয়ে বিলেতের 'সাপ্তাহিক ম্যাচ'-এর অনলাইন সংস্করণের ফুটবল বিশ্লেষক আর্থার জন উল্লেখ করেননি। যেটি এবার লক্ষ্য করেছি, ইউরোপ এবং ল্যাতিন ফুটবলপণ্ডিতরা প্রায় সবাই বলেছেন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ এবং কোপা আমেরিকাতে কোনো নতুন দেশের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা একদম নেই। কোপার বিষয়ে ফুটবলপণ্ডিতদের রায় ছিল আর্জেন্টিনা এবং উরুগুয়েকে ঘিরে। শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনা ১৬ বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। দেশটি কোপা-বিশ্বকাপ-কোপা জিতে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে ল্যাতিন ফুটবল ইতিহাসে।

ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে স্পেন এবং জার্মানির খেলা চোখে পড়ার মতো ছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে এই দুটি দল মুখোমুখি হওয়াতে জার্মানি হারিয়ে গেছে নিজ দেশে লড়াইয়ের মঞ্চ থেকে। জার্মানি ইউরো জিতেছে অতীতে তিনবার। আর স্পেন জিতল এবার নিয়ে চারবার। ২০২০ সারে ইতালি ইউরো জিতেছে। এবার ভারসাম্যময় দল নিয়েও কোয়ার্টার ফাইনালে আসতে পারেনি। ইতালি তিনবার বিশ্বকাপ জিতেছে। ফ্রান্স প্রথম বিশ্বকাপ জিতেছে ১৯৯৮ সালে। ২০১৬ সালে জিতেছে ইউরো। এরপর বিশ্বকাপে আবার দলীয় পারফরম্যান্স পাশাপাশি ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স ছিল উজ্জ্বল এবং আলোচিত। ফ্রান্স রোনাল্ডর পর্তুগাল কোয়ার্টার ফাইনালে পেছনে ফেলে সেমিফাইনালে পা রাখলেও এরপর আর স্পেনের শক্ত প্রতিরোধ অতিক্রম করতে পারেনি। ফ্রান্স ১৯৮৪ ও ২০০০ সালে ইউরো জিতেছে। ফ্রান্সকে পরাজিত করে স্পেন উঠে এসেছে ফাইনালে। ব্রাজিল বিশ্বকাপ সবচেয়ে বেশি পাঁচবার জিতেছে। কোপা আমেরিকা জিতেছে ৯ বার। এবারের লড়াইয়ে উরুগুয়ের কাছে ধরা পড়ে কোয়ার্টার ফাইনালের বেড়া অতিক্রম করতে পারেনি ব্রাজিল। ট্রাইব্রেকার মানেই পুরোপুরি ভাগ্যের খেলা। বড় দল ছোট দল সবাই ভাগ্যের কাছে ভীষণভাবে ধরা। ব্রাজিল বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় দল। গত ২০২২ বিশ্বকাপে ধাক্কা খাওয়ার পর এখনো ঘুম থেকে জেগে উঠেনি। সদ্য সমাপ্ত কোপা আমেরিকায় দলের ছন্দহীন খেলা দেখে দুনিয়াজুড়ে তাদের 'ফ্যানাটিক' সমর্থক ও ভক্তরা ছাড়াও সাধারণ মহলও হতাশ এবং রীতিমতো বিভক্ত। ব্রাজিল প্রতিটি বিশ্বকাপ খেলেছে, এবার বাছাই পর্বে তাদের যে অবস্থা এতে করে ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে চূড়ান্ত রাউন্ডে খেলার সুযোগ পাবে কি না, এটি নিয়ে আলোচনা চলছে। ব্রাজিলকে মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর পাশাপাশি দরকার সময়ের সঙ্গে ইতিবাচক লড়াইয়ের মনোভাব নিয়ে মাঠে নামা। জয়ের ক্ষুধায় ভোগা।

ইউরো এবং কোপা আমেরিকা এই দুই টুর্নামেন্টে এবার ফুটবল-যুদ্ধ হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি। শেষ পর্যন্ত স্পেন-ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়া ফাইনালে লড়েছে। ফিফার র‍্যাঙ্কিংয়ের তালিকায় এই চারটি দলের অবস্থান বারোর মধ্যে। এটি উল্লেখ করলাম এর জন্য যে অপ্রত্যাশিতভাবে কেউ সেমিফাইনালের বেড়া অতিক্রম করে ফাইনালের মঞ্চে যায়নি। খেলার শুরু রক্ষণ সামলিয়েছে সব দল। গোল খাব না, সুযোগ পেলে গোল দেব, এই মানসিকতা কাজ করেছে বেশি। এতে করে খেলার ধারায় পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়েছে।

দীর্ঘ সময় ধরে দুটো মহাদেশে ফুটবল নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। সেই নাটক উপভোগ করেছেন বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ। নাটকের 'ড্রপসীন' পড়ে গেছে। অভিনেতারা সবাই নিজ দেশের ডেরায় ফিরে গেছেন। এখন চলছে ঘটনাবহুল ফুটবল উৎসবের স্মৃতি রোমান্থন এবং আলোচনা। আর্জেন্টিনার ফুটবল তারকা মেসির খেলা থেকে কি আর কিছু পাওয়ার আছে? বয়স হয়েছে সবচেয়ে বেশি ৪৫টি ট্রফি জিতেছেন তিনি কি অবসরে যাবেন না, ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত থাকতে চাচ্ছেন? ডি মারিয়া আগেই বলেছেন কোপা বিশ্বকাপের পর দেশের হয়ে আর বুট পরবেন না। তাঁর শেষ খেলায় দলের কোপা শিরোপা আর্জেন্টিনার ফুটবলে ডি মারিয়ার ভূমিকা মূল্যায়িত হলে–এককথায় বলা হবে 'অসাধারণ'। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্ক্যালোনি তিন বছরে দুটি কোপা একটি বিশ্বকাপ এবং একটি ফিনালিসিমা ট্রফি জয়ের রূপকার। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এবার কেঁদে কেঁদে মাঠ ছেড়েছেন। তাকে কি ২০২৬-এর বিশ্বকাপ মাঠে দেখা যাবে? ইউরোর শেষ ম্যাচে পরাজয়ের স্বাদ। দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ খেলেছেন। ২০১৬ সালে পর্তুগাল ইউরো জিতেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে জার্মানির টমাস মূলার বলেছেন অনেক তো খেললাম আর কত? ইংল্যান্ডের কোচ গ্যারেথ সাউথ গেটের স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করায় বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। আট বছরে ইংল্যান্ড কী পেয়েছে তাঁর কাছ থেকে? কী হবে অধিনায়ক হ্যারি কেনের? ফ্রান্সের অলিভিয়ের জিরু সময়মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২০১৮ ফ্রান্সের বিশ্বকাপ বিজয়ের কথা উঠলে জিরুকে সবাই স্মরণ করবেন।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদার হার ৬০০ টাকা মাত্র।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ৬০০ টাকা মাত্র।

গ্রাহক হলে শুধুমাত্র 'ক্রীড়াজগত' -এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি অর্ডার, বিকাশ অথবা নগদে পরিশোধযোগ্য।

সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৪১০৫০৫৩৭

E-mail : krirajagat@gmail.com

krirajagat@yahoo.com

KRIRAJAGAT (A Bengali Sports Fortnightly) Reg. No. DA-422. TK. 20.00

Editor: Mahmud Hossain Khan Dulal, Published by Secretary, National Sports Council, 62/3 Purana Palton, Dhaka-1000, Bangladesh